ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

# জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭০ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 6 November, 2023 ■ আগরতলা ৬ নভেম্বর ২০২৩ ইং ■ ১৯ কার্ত্তিক, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, সোমবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা


## কোহলির শতক, জাদেজার ঘূর্ণি

# ৮৩ রানে গুটিয়ে গেল দক্ষিণ আফ্রিকা

# ইডেনে ২৪৩ রানের বিরাট জয় ভারতের

**কলকাতা, ৫ নভেম্বর :** বিরাট কোহলির শতরানে ভর করে ভারতের দেওয়া ৩২৭ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে গিয়ে রবীন্দ্র জাদেজার ঘূর্ণিতে মাত্র ৮৩ রানেই গুটিয়ে গেল দক্ষিণ আফ্রিকা। ফলে কুইন্টন ডি ককদের বিরুদ্ধে বড় জয় পেল ভারত। রবিবার ভারত ২৪৩ রানে দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারিয়ে দিয়েছে। রবিবাসরীয় দুপুরে ইডেনে টসে জিতে প্রথমে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মা। শুরু থেকেই তিনি ও শুভমান গিল ঝড়ের গতিতে রান তুলতে শুরু করেন। বেশি আক্রমণাত্মক ছিলেন হিট-ম্যান। তিনি টি২০-র মেজাজে ব্যাট করায় ৬ ওভারের আগেই ভারতের স্কোর ৬০ ছাড়িয়ে যায়। ২৪ বলে ৪০ রান করেন রাবাদার বলে বাভুমার হাতে ক্যাচ দিয়ে সাজঘরে ফেরেন রোহিত। ২৩ রান করেন গিল। তাঁরা ফিরলে খেলা ধরে নেন বিরাট কোহলি ও শ্রেয়স আইয়ার (৮৭ বলে ৭৭)। তবে রান পাননি কেএল রাহুল (৮)। এক প্রান্তে উইকেট পড়তে থাকলেও টিকে থাকেন বিরাট। প্রথমে সূর্যকুমার যাদব (২২) ও পরে রবীন্দ্র জাদেজা (২৯)-র সঙ্গে জুটি বেঁধে ভারতের স্কোর ৩০০ পার করেন বিরাট কোহলি। এদিন অপরাজিত শতরান করেছেন বিরাট (১২১ বলে ১০১)। শেষ পর্যন্ত ৫০ ওভারে ৫ উইকেট হারিয়ে ৩২৬ রান তোলে ভারত। কিং কোহলি অপরাজিত থাকেন ১০১ রানে। দক্ষিণ আফ্রিকার বোলারদের মধ্যে লুঙ্গি এনগিডি, রাবাদা, জ্যানসেন, কেশব মহারাজ ও শামসি একটি করে উইকেট পেয়েছেন।

ভারতের ৩২৬ রানের জবাবে ব্যাট করতে নেমে মাত্র ৮৩ রানেই অলআউট হয়ে যান কুইন্টন ডি ককরা। রবীন্দ্র জাদেজা একাই নিয়েছেন ৫ উইকেট। মহম্মদ সামি ও কুলদীপ যাদব ২টি করে উইকেট নেন। ১টি উইকেট পান মহম্মদ সিরাজ। দক্ষিণ আফ্রিকার মাত্র চার ব্যাটার এদিন দুই অঙ্কের রানে পৌঁছোতে পেরেছেন। ভারতীয় বোলিং অ্যাটাকের সামনে তাঁদের কেউই রুখে দাঁড়াতে পারেননি। ডি কক (৫), বাভুমা (১১), ডুসেন (১৩), মার্করাম (৯), মিলার (১১), ক্লাসেন (১), জ্যানসেন (১৪) ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

## শচীনকে স্পর্শ করে রেকর্ড কোহলির

***নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৫ নভেম্বর।।*** *একদিনের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সবচেয়ে বেশি শত রানের রেকর্ড ছুঁয়ে ফেললেন বিরাট কোহলি। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে শতরান করতেই ওডিআই-তে 'ক্রিকেট ঈশ্বর' সচিন তেন্ডুলকরের ৪৯ টি সেঞ্চুরির রেকর্ড ছুঁয়ে ফেললেন কিং কোহলি। ৪৯ টি শত রান করতে শচীন নিয়েছিলেন ৪৫২ টি ইনিংস। সময় লেগেছিল ১৭ বছর। বিরাট নিলেন মাত্র ২৭৭ টি। সময় সাকুল্যে একমাস কম ১৪ বছর। কোহলির এই কৃতিত্ব নিয়ে শচীন টুইটে লিখেছেন 'বিরাট তুমি দারুন খেলেছো, আশা করছি আগামী কয়েকদিনের মধ্যে তুমি ৪৯ থেকে ৫০ এ পৌঁছে যাবে এবং আমার রেকর্ড ভাঙবে। অসংখ্য অভিনন্দন তোমাকে।' এদিকে জন্মদিনে শচীনকে ছুঁয়ে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানালেন কোহলি। আনন্দে আত্মহারা বিরাট বললেন, 'জন্মদিনের দিন শত রান করতে পেরেছি। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। আমাকে এমন সুযোগ করে দেওয়ার জন্য। সেটাও আবার এমন একটা মাঠে। এমন বিশাল সংখ্যক দর্শকের সামনে।' কোহলির মতে, 'আমাদের আদর্শের রেকর্ড স্পর্শ করা, এটা আমার কাছে বিশেষ অনুভূতি। উনার থেকে এ ধরনের প্রশংসা পাওয়া আমার কাছে বিরাট সম্মানের। আমি কোনও দিনই সচীন হতে পারবো না।' বলা বাহুল্য, শচীনকে স্পর্শ করার রেকর্ডই শুধু নয়। ইডেনে আরও পাঁচটি নজির গড়েছেন বিরাট। একদিনের ক্রিকেটে ৫০ প্লাস রানের তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে কোহলি। ১১৯ বার এই কীর্তি করেছেন তিনি। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ভারতের দ্বিতীয় ব্যাটার হিসেবে ৩০০০ রানের বেশি করেছেন কোহলি। শচীনের পরে দ্বিতীয় ভারতীয় হিসেবে এই কীর্তি করেছেন তিনি। বিশ্বকাপে সর্বাধিক রানের তালিকায় তৃতীয় স্থানে রয়েছেন বিরাট। ছাপিয়ে গেছেন সাঙ্গাকারা কে।* ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

## রাজনগর এলাকা থেকে প্রচুর নেশা সামগ্রী উদ্ধার

**নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ৫ নভেম্বর।।** রাজনগর পিআরবাড়ি থানার ওসির তৎপরতায় শনিবার গভীর রাতে নেশার বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে উদ্ধার ৬৪ বোতল বিলেতি মদ।

গোপন সংবাদের ভিত্তিতে রাজনগর পিআরবাড়ি থানার ওসি রতন রবি দাস, কিছু পুলিশ ও টিএসআর কর্মী সাথে নিয়ে অভিযানে নামে। রাজনগর ব্লকের রাধানগর এলাকায় মানিক সরকারের বাড়িতে চালানো হয়েছে এই অভিযান। এই অভিযানে বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে এই বিলেতি মদ উদ্ধার করে পুলিশ। যদিও বা কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারে নি পুলিশ। পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে নেশা কারবারি। পরবর্তী সময়ে পুলিশ অবৈধভাবে রাখা বিলেতি মদ গুলো রাজনগর পিআরবাড়ি থানাতে নিয়ে আসে। অপরদিকে রাজনগর ব্লকের রাঙ্গামুড়া বিওপি এর বিএসএফ এবং ৬৯ ব্যাটালিয়ান এর বি এস এফ রাধানগর ভারত বাংলা সীমান্ত সংলগ্ন স্থান থেকে উদ্ধার করে অবৈধভাবে মজুত করে রাখা গাঁজা। গতকাল গভীর রাতে সীমান্ত এলাকায় টহল দিতে গিয়ে কর্তব্যরত বিএসএফ জওয়ানরা এই বস্তা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

## মিজোরামে সরব প্রচার শেষ ৭ নভেম্বর ৪০ আসনের নির্বাচন

**আইজল, ৫ নভেম্বর (হি.স.) :** মিজোরাম বিধানসভা নির্বাচনের সরব প্রচার অভিযান আজ রবিবার সন্ধ্যায় সমাপ্ত হয়েছে। আগামী মঙ্গলবার ৭ নভেম্বর রাজ্যের ৪০টি আসনের জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। আজ সরব নির্বাচনী প্রচারের অন্তিম দিন সকাল থেকে মিজোরামের কোথাও রাজনৈতিক কার্যসূচি অনুষ্ঠিত হয়নি।

সরব প্রচারের দিন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা ভারতীয় জনতা পার্টির মিজোরাম নির্বাচন প্রভারী কিরেন রিজিজু সাংবাদিকদের সঙ্গে বার্তালাপে আশা ব্যক্ত করে বলেন, এবারের নির্বাচনে গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে বিজেপি। রিজিজু বলেন, এবারের নির্বাচনে বিজেপি রাজ্যের এক বিরাট শক্তি। তিনি বলেন, আজ মিজোরামে নির্বাচনী প্রচারের অন্তিম দিন। রাজ্যের এই নির্বাচন এখন পর্যন্ত নির্ণায়ক রাজ্য বিধানসভা নির্বাচন হতে যাচ্ছে। কেননা, প্রথমবারের মতো এবারের নির্বাচনে বিজেপি মুখ্য ভূমিকা পালন করছে। আগে বিজেপি এক বা দুটি আসন লাভের জন্য লড়েছিল। কিন্তু এবারের নির্বাচনে বিজেপি একটি বড় শক্তি হিসেবে লড়াই করছে। তিনি বলেন, আমরা রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে বেশ কয়েকটি আসনে বিজয়ী হব।

কিরেন রিজিজু আরও বলেন, বিজেপির প্রতি জনসাধারণের বিশ্বাস বেড়েছে। কারণ, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে মিজোরামের আমজনতাকে অনুপ্রাণিত করেছে। তিনি বলেন, বিজেপি যদি পর্যাপ্ত আসন লাভ করে, তা-হলে সরকার গঠনে দল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। পাশাপাশি মিজোরামের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতেও বিজেপি এক গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে থাকবে। এবারের নির্বাচনের পরও মিজোরামে বিজেপি একটি মজবুত কারক হয়ে থাকবে।

এদিকে ভারতের নির্বাচন কমিশন মিজোরামে শান্তিপূর্ণ ভোটদানের বিস্তৃত ব্যবস্থা করেছে। রাজ্যজুড়ে নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন করার পাশাপাশি প্রত্যেকটি ভোটকেন্দ্রে নির্বাচনকর্মীদের পাঠানো হয়েছে। এছাড়া দুর্গম অঞ্চলে ডাকযোগে ব্যালট পেপার পাঠিয়েছে কমিশন।

## প্রকৃত গণতন্ত্রের উদাহরণ মিজোরাম ঃ আশিষ

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ নভেম্বর।।** "প্রকৃত গনতন্ত্রের উদাহরণ হল মিজোরাম। সেখানকার নির্বাচন অবাধ ও শান্তিপূর্ণ, রাজ্যের শাসক দলকে মিজোরাম থেকে গিয়ে শিক্ষা নেওয়া উচিত।" মিজোরাম থেকে নির্বাচনী প্রচারে অংশগ্রহন করে এসে এই কথা বললেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশিস কুমার সাহা।

রাজ্যে এসে তিনি মিজোরামের রাজনৈতিক পরিবেশের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হলেন। তিনি বলেন, সেখানে নির্বাচনে সাধারন জনগণ ঠিক করেন রাস্তায় কোথায় কটা ফ্ল্যাগ ফেস্টুন লাগানো হবে। রাজনৈতিক সম্প্রীতি বজায়ের লক্ষ্যে সেখানে প্রচারে তেমন বাহারী ফ্ল্যাগ ফেস্টুনের ছড়াছড়ি দেখা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

### পেঁয়াজ কিনতে চোখে জল জনতার

## মূল্য নিয়ন্ত্রণে ২৫ টাকা দরে দেশের ২১ রাজ্যে বিক্রয় কেন্দ্র খুলছে কেন্দ্র

**নয়াদিল্লি, ৫ নভেম্বর (হি.স.):** পেঁয়াজের মূল্য নিয়ন্ত্রণে তড়িঘড়ি আসরে নামল কেন্দ্র। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে এবার মাত্র ২৫ টাকা কেজি দরে বিক্রি হবে পেঁয়াজ। নাফেদ দেশের মোট ২১টি রাজ্যের ৩২৯টি স্টলে ২৫ টাকা কেজি দরে পিঁয়াজ বেচবে। পাশাপাশি ২৫ টাকা কেজি দরে পেঁয়াজ বিক্রি করতে আসরে নামছে কেন্দ্রীয় সংস্থা ন্যাশনাল কো-অপারেটিভ কনজিউমার ফেডারেশনও।

নভেম্বরের শুরুতে পিঁয়াজ কিনতে গিয়ে চোখে জল আসছে আমজনতার। ৫ রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের আগে যা কিনা চিন্তার কারণ হতে পারে বিজেপির জন্য। সেকারণেই পেঁয়াজের মূল্য নিয়ন্ত্রণে তড়িঘড়ি আসরে নামল কেন্দ্র। ফলে এবার দেশের বিভিন্ন প্রান্তে মাত্র ২৫ টাকা কেজি দরে বিক্রি হবে পেঁয়াজ। ন্যাশনাল এগ্রিকালচার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

## বেণুবন বিহারে কঠিন চিবর দান উৎসব

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ নভেম্বর।।** রাজধানী আগরতলায় অনুষ্ঠিত হল মহা কঠিন চীবর দান উৎসব। সারা রাজ্যেই বিভিন্ন বুদ্ধ মন্দিরে বুদ্ধ ধর্মাবলম্বী জনগণেরা এই কঠিন চীবর দান উৎসব পালন করেছেন। রাজধানীর আগরতলার বেণুবন বিহারেও এই চীবর দান উৎসব পালিত হল। এই দিনটিকে কেন্দ্র করে শনিবার ও রবিবার বুদ্ধ মন্দিরে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

## উত্তর ত্রিপুরা এখন নেশার করিডোর!

**নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৫ নভেম্বর।।** উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগর নেশাখোরদের আড্ডাখানায় পরিণত হয়েছে। নেশা কারবারীরা উত্তর জেলাকে করিডোর হিসেবে ব্যবহার করে নেশা পাচার বাণিজ্য অব্যাহত রেখেছে। উত্তর জেলাকেই ব্যবহার করে রাজ্যের নেশাকারবারীরা এবং নেশাদ্রব্য ব্যবহারকারীরা রাজ্যে নেশার স্বর্গরাজ্য গড়ে তোলার চেষ্টা চালাচ্ছে।

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহার কঠোর নির্দেশ এবং স্বরাষ্ট্র দপ্তরের তৎপরতায় কিছুটা বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। তবে তাদের মূল করিডোর হচ্ছে উত্তর জেলা। এই উত্তর জেলার উপর দিয়েই ফেনসিডিল, এসকফ, করোক্স, ব্রাউন সুগার, হেরোইন, ইয়াবা ট্যাবলেট সহ বিভিন্ন ধরনের নেশাজাতীয় ক্ষতিকারক দ্রব্য রাজ্যে প্রবেশ করছে এবং উপযুক্ত সময় বুঝে প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশে পাচার হচ্ছে। পাশাপাশি বের হয়ে যাচ্ছে গাড়ি গাড়ি গাজা।

ত্রিপুরা রাজ্য থেকে নেশা জাতীয় দ্রব্য বের হওয়ার জন্য বা প্রবেশ করার জন্য উত্তর জেলা ছাড়া আর কোন বিকল্প রাস্তা নেই। উত্তর জেলার চুড়াইবাড়ি অথবা দামছড়া দিয়ে মিজোরাম হয়ে প্রবেশ বা বেরিয়ে যাওয়ার একমাত্র পথ।

প্রায়ই উত্তর জেলা পুলিশের হাতে নেশাজাতীয় দ্রব্য এবং নেশা কারবারীরা ধরা পড়লেও কারবারিদের দৌরাত্মক কমার কোনো ধরনের সম্ভাবনা পরিলক্ষিত হচ্ছে না বলা যায়। উত্তর জেলায় মোট আটটি পুলিশ স্টেশন রয়েছে। চুড়াইবাড়ি ,কদমতলা, ধর্মনগর ,বাগবাসা, পানিসাগর ,দামছড়া, কাঞ্চনপুর এবং ভাঙ্গুন।

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কঠোর নির্দেশ এবং উত্তর জেলা পুলিশ সুপার ভানুপদ চক্রবর্তী এর তৎপরতায় জেলার পুলিশ স্টেশনগুলিকে নেশা বিরোধী অভিযানে তৎপর হওয়ার মনোভাব থাকলেও প্রকৃতপক্ষে মাত্র তিনটি পুলিশ স্টেশন সঠিক ভূমিকা পালন করছে বা পালন করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে বলে বিশেষজ্ঞদের মতামত।

চুরাইবাড়ি পুলিশ স্টেশনের ওসি হিসেবে সমরেশ দাস যোগদান করার পর নেশা কারবারীরা দীর্ঘশ্বাস ফেলতে শুরু ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আগরতলা ▫ বর্ষ-৭০ ▫ সংখ্যা ৩১ ▫ ৬ নভেম্বর
২০২৩ ইং▫ ১৯ কার্তিক▫ সোমবার ▫১৪৩০ বঙ্গাব্দ

# ভোটের মুখে ঢালাও প্রতিশ্রুতি

মিজোরাম বিধানসভা নির্বাচনে প্রচারে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যাইবার কথা থাকিলেও শেষ পর্যন্ত তিনি সফর বাতিল করিয়াছেন। অবশ্য মিজোরাম সফর বাতিল করিবার বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর হইতে কোন ধরনের স্পষ্টিকরণ দেওয়া হয় নাই। মিজোরামের ভোট প্রচারে শামিল না হইলেও সরব প্রচারের অন্তিম লগ্নে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এক ভিডিও বার্তায় মিজোরামের গণতাবোতাদের কাছে দলীয় প্রার্থীদের সমর্থনে ভোট প্রার্থনা করিয়াছেন। গণদেবতাদের আশ্বস্ত করিয়া মোদি বলিয়াছেন কেন্দ্রে বিজেপির নেতৃত্বাধীন সরকার ক্ষমতাসীন হইবার পর হইতেই উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির উন্নয়নে এই সরকার সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়াছে। ইতিমধ্যেই উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জনগণ ইহার সুফল ভোগ করিতে শুরু করিয়াছেন। মিজোরামের ক্ষেত্র ইহার কোন পার্থক্য ঘটিবে না বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন প্রধানমন্ত্রী। মিজোরামের ভোট প্রচারের অন্তিম লগ্নে ভিডিও বার্তায় প্রধানমন্ত্রী বলিয়াছেন মিজোরামের উন্নয়নে কেন্দ্রীয় সরকার সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়া কাজ করিবে। মিজোরামের জনগণের সার্বিক কল্যাণ ও উন্নয়নের স্বার্থেই বিজেপিকে মিজোরামে জয়ী করার আহ্বান জানাইয়াছেন প্রধানমন্ত্রী। ভিডিও বার্তায় জনগণকে প্রতিশ্রুতি দিতে গিয়া প্রধানমন্ত্রী বলিয়াছেন মার্ভেলাস মিজোরাম তৈরি করিবে বিজেপি। মার্ভেলাস মিজোরাম গঠনের জন্য, রাজ্যের জনগণের সমর্থন ও আশীর্বাদ চাহিয়াছেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি জানাইয়াছেন, উত্তর-পূর্বের রাজ্যের বাসিন্দারা তাঁহার পরিবারের সদস্য। রেলওয়ে নেটওয়ার্ক, স্বাস্থ্য পরিষেবা, ক্রীড়াক্ষেত্রের মতো বিভিন্ন ক্ষেত্রে মিজোরামের পরিকাঠামোগত উন্নয়নে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রচেষ্টার কথা তুলিয়া ধরেন তিনি। মিজোরামের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে কাজে লাগাইলে, এই রাজ্য একটি আন্তর্জাতিক পর্যটন কেন্দ্র হইয়া উঠিতে পারে বলিয়াও তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। মিজোরামের পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রয়োজন বলিয়া জানাইয়াছেন প্রধানমন্ত্রী। মোদী বলিয়াছেন, আপনাদের আকাঙ্খা, স্বপ্ন এবং প্রয়োজনীয়তা পূরণকেই সবথেকে বেশি গুরুত্ব দিয়াছি। বিজেপি একটি অসাধারণ মিজোরাম গড়িতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এর জন্য গণদেবতাদের সমর্থন এবং আশীর্বাদ আহ্বান করিয়াছেন প্রধানমন্ত্রী। বিজেপি ক্ষমতায় আসিলে মিজোরামের স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর উন্নয়নে বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হইবে বলিয়া প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে। চিকিতার জন্য রাজ্যবাসীকে আর অন্য কোথাও যাইতে হইবে। কৃষকদেরই রাজ্যের উন্নয়নের ভিত্তি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, "কেন্দ্রীয় প্রকল্পের অধীনে রাজ্যের ১.৭ লক্ষ কৃষক সরাসরি তাহাদের অ্যাকাউন্টে অর্থ সহায়তা ভোগ করিতেছেন। খেলাধুলার জগতে ভারতের উত্থানের পিছনে মিজোরাম-সহ উত্তর-পূর্ব ভারতের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রহিয়াছে বলিয়াও জানান তিনি। তাই, মিজোরাম-সহ সামগ্রিকভাবে এই অঞ্চলে ক্রীড়া পরিকাঠামো উন্নয়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বিজেপি। প্রধানমন্ত্রী বলিয়াছেন বিজেপির নেতৃত্বাধীন সরকার জনগণকে যেসব প্রতিশ্রুতি দেয় সেসব প্রতিশ্রুতি পালনে বিজেপি অঙ্গীকারবদ্ধ।

## ফের ভূমিকম্প নেপালে, কম্পনের মাত্রা ৩.৬

কাঠমাণ্ডু, ৫ নভেম্বর (হি. স.) : রবিবার ফের ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল নেপাল। রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ৩.৬। জানা গিয়েছে, ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল কাঠমাণ্ডু থেকে ১৬৯ কিলোমিটার উত্তর পশ্চিমে। অন্যদিকে, রবিবার মধ রাতে উত্তর প্রদেশের অযোধ্যাতেও ভূমিকম্প অনুভূত হয়। ওই ভূমিকম্পের মাত্রাও ৩.৬ ছিল বলেই জানা গিয়েছে। শুক্রবার রাত পৌনে ১২টা নাগাদ ভয়াবহ ভূমিকম্পে কেঁপে উঠেছিল নেপাল। রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ছিল ৬.৪। ভূমিকম্পের মাত্রা এতটাই বেশি ছিল যে দিল্লি, কলকাতাতেও ভূমিকম্প অনুভূত হয়। ভূমিকম্পে এখনও অবধি ১৫৭ জনের মৃতুর খবর মিলেছে। ওই কম্পনের ধাক্কা সামলে ওঠার আগেই আবার ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল নেপাল। ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজির তরফে জানানো হয়েছে, রবিবার ভোর ৪টে ৩৮ মিনিট নাগাদ ফের ভূমিকম্প হয় নেপালে। ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল কাঠমাণ্ডু থেকে ১৬৯ কিলোমিটার উত্তর পশ্চিমে। ভূপৃষ্ঠ থেকে ১০ কিলোমিটার গভীরে ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল। এই ভূমিকম্পের জেরে এখনও অবধি নতুন করে কোনও ক্ষয়ক্ষতির খবর মেলেনি। প্রশাসনের তরফে উদ্ধারকাজ চালানো হচ্ছে। নেপালের সেনাবহিনী, নেপালি সেন্টিনাল ও সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী মিলিতভাবে উদ্ধারকাজ চালাচ্ছে। আশেপাশের এলাকা থেকে ত্রাণ ও চিকিৎসা সামগ্রীও জোগাড় করে আনা হচ্ছে। হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে স্বাস্থ্যকর্মীরাও উপস্থিত রয়েছেন এবং তৎপরতার সঙ্গে চিকিৎসা করছেন আহতদের।

## ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত নেপালে ত্রাণ ও উদ্ধার তৎপরতা অব্যাহত

কাঠমান্ডু, ৫ নভেম্বর (হি.স.) : শুক্রবার মধ্যরাতের হিমালয়ের দেশ নেপালে ৬.৪ মাত্রার শক্তিশালী ভূমিকম্পে জাজারকোট এবং রুকুম পশ্চিম জেলায় ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চলেছে। ধ্বংসস্তূপ থেকে এখনও পর্যন্ত ১৫৭টি মৃতদেহ বের করা হয়েছে। তিন হাজারের বেশি ঘরবাড়ি সম্পূর্ণ ধূলিসাৎ হয়েছে। ত্রাণ ও উদ্ধারকর্মীরা ধ্বংসস্তূপের মধ্যে এখনও প্রাণ খুঁজছেন। তাই মৃতের সংখ্যা আরও বাড়ার আশঙ্কা রয়েছে। ক্ষতিগ্রস্তদের ত্রাণ শিবিরে রাখা হয়েছে।

ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সাতটি জেলা। সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছে জাজারকোট ও রুকুম পশ্চিম জেলায়। এর মধ্যে রুকুম পশ্চিম জেলার অথাবিসকোট পৌরসভা এলাকায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। এখানকার ১১, ১২, ১২ ও ১৪ নম্বর ওয়ার্ডে বসবাসকারীদের বাড়িঘর ধূলিসাৎ হয়ে গেছে। ভূমিকম্পে জাজারকোটের নলগাদ পৌরসভার কিছু ওয়ার্ড ছাড়াও সানো ভেরি পৌরসভার ২,৩, ৪ নম্বর ওয়ার্ড, ভেরি পৌরসভার ১, ৩, এবং ৪ নম্বর ওয়ার্ডে ধ্বংসের প্রভাব পড়েছে। ডাইলেখ, জুমলা, সালিয়ান, পিউথান ও বৈতাদি জেলাও আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

নেপাল সেন্টিনেলের মুখপাত্র ডিআইজি কুবের কাদায়াতের মতে, শনিবার গভীর রাত পর্যন্ত জাজারকোটে ১০৫ জন এবং পশ্চিম রুকুমে ৫২ জনের মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে। জাজারকোট জেলায় ১০৬ জনের বেশি এবং রুকুম পশ্চিম জেলায় ৮৬ জন আহত হয়েছে। দৈলেখ, জুমলা, পিউথান ও বৈতাদি জেলায় ৩ জন, সালিয়ান জেলায় ২ জন, রোলপা ও ডাং জেলায় ১ জন করে আহত হয়েছেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নারায়ণকাজি শ্রেষ্ঠা দুর্য্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সঙ্গে বৈঠকের পর বলেছেন, মৃতদের পরিবারকে ২ লক্ষ টাকা এবং ধ্বংস হয়ে যাওয়া বাড়ির ক্ষতিপূরণের জন্য প্রতিটি পরিবারকে ৩ লক্ষ টাকা দেওয়া হবে। সমস্ত ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারকে অবিলম্বে ৫০ হাজার টাকা প্রদান করা হবে।

# হামাসের সংগ্রামের ইতিহাস: অতীত থেকে বর্তমান

প্রবীর মজুমদার

এবার ইসরায়েল-হামাস যুদ্ধের প্রেক্ষাপট আলাদা। এমনকি ১০ বছর আগেও পরিস্থিতি এমন ছিল না। ইসরায়েলে হামাসের হামলা এবং এর জবাবে ইসরায়েলের সামরিক হামলার প্রভাব ছড়িয়েছে গোটা বিশ্বে। পশ্চিম তীর, জর্ডান ও গাজার সীমান্তবর্তী মিশর, ফিলিস্তিন, লেবাননের হিজবুল্লাহ, তাদের অভিভাবক ইরান সহ গোটা মধ্যপ্রাচ্য যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে কি না, তা নিয়ে শঙ্কা দেখা দিয়েছে। এ সহিংসতা উপসাগরীয় আরব দেশগুলোর অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তাব্যবস্থায়ও চিড় ধরাতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। দীর্ঘদিন ধরে মধ্যপ্রাচ্যে উত্তেজনা প্রশমন ও আপস মীমাংসায় যে অঞ্চলভিত্তিক উদ্যোগ, তার মধ্যেই আসলে যুদ্ধের সূত্রপাত হলো। ২০১৯ সাল থেকে ইসরায়েলও মধ্যপ্রাচ্যের অন্য দেশগুলোর সঙ্গে নতুন মধ্যপ্রাচ্য গঠনে একটা বাস্তবভিত্তিক মীমাংসা নিয়ে আলোচনায় যুক্ত হয়েছিল। এ আলোচনার অগ্রগতি যে ব্যাপক বা অগ্রগতি নিখুঁতভাবে এগোচ্ছিল,

সে কথা হয়তো বলা যায় না। 'ইসলামী প্রতিরোধ আন্দোলন বা "হারাকাত আল-মুকাওয়ামা আল- ইসলামিয়া", সংক্ষেপে হামাস। ইজরায়েল-ফিলিস্তিন দ্বন্দ্ব মাথা চাড়া দিয়ে উঠলেই সংবাদপত্রের ছাপার অক্ষরে অথবা দূরদর্শনে ফিলিস্তিনের প্রধান প্রতিরোধ শক্তি হিসাবে এই সংগঠনের নামই শুনে এসেছি চিরকাল। তবে ইসরায়েল এবার আগের হামলাগুলোর চেয়ে অনেক বেশি ধ্বংসাত্মক তৎপরতা নিয়ে হামলা চালাচ্ছে। একেবারে সাম্প্রতিক সংঘাতেও প্রিন্ট থেকে সোশ্যাল, সবরকম মিডিয়াতেই ফিলিস্তিনের একপ্রকার প্রতিনিধি হিসাবেই উঠে এসেছে হামাসের নাম। অথচ এই ইসলামী সংগঠনটি দীর্ঘদিনের ফিলিস্তিনের মুক্তি সংগ্রামের প্রতিনিধিত্বকারী প্যালেস্তিনিয়ান লিবারেশন অর্গানাইজেশন বা পিএলওর অংশ তো নয়ই, বরং তার প্রবল শত্রু।

আশির দশকের শেষদিকে প্রতিষ্ঠার পর থেকে হামাসের উল্কাবেগে উত্থান বহু রাজনৈতিক পর্যবেক্ষককেই চমকে দিয়েছে। যে ফিলিস্তিনি আন্দোলন মূলত ধর্মনিরপেক্ষ, জাতীয় মুক্তি আন্দোলন ছিল, জর্জ হাবাশের মত ফিলিস্তিনি খ্রিষ্টান যে আন্দোলনের একদা প্রাণপুরুষ ছিলেন। সেই আন্দোলনের রাশ ক্রমশ হামাসের মত একটি কট্টর ইসলামী সংগঠনের হাতে চলে যাওয়া সত্যিই ছিল অবাক করার মত। তাই বর্তমান ফিলিস্তিনের বদলাতে থাকা রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটকে উপলব্ধি করতে হলে হামাসের শিকড় সন্ধান করা একান্তই জরুরি।

হামাসের সৃষ্টি পুরনো ফিলিস্তিনি মুসলিম ব্রাদারহুড থেকে। ১৯২৮ সালে হাসান আল-বান্না মিশরে মুসলিম ব্রাদারহুড প্রতিষ্ঠা করেন। এই সংগঠন পশ্চিম থেকে আধুনিকীকরণের যে ঝোড়ো বাতাস বইছিল তাকে প্রতিহত করার জন্য একটি সাংস্কৃতিক ও সামাজিক সংগঠন হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং অচিরেই সমগ্র আরব দুনিয়ায় বিস্তার লাভ করে। রাজনীতি থেকে সাধারণত এই সংগঠন দূরেই থাকত। এর ফল হয় দ্বৈত। এক দিকে যেমন এর ফলে ঔপনিবেশিক শক্তিসমূহের অনেক দমন পীড়ন এঁদের পক্ষে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হয়েছিল, অন্যদিকে তেমন জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে বিশেষ অংশগ্রহণ না করার কারণে ঔপনিবেশিক যুগের অবসানে রাজনৈতিক প্রভাব তাঁরা বিশেষ বিস্তার করতে পারেননি। এই একই বিষয় আমরা ফিলিস্তিনের মুসলিম ব্রাদারহুডের ক্ষেত্রেও লক্ষ্য করব। স্বভাবতই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীকালে আরব দুনিয়ায় যে রাজনৈতিক মতাদর্শ জনপ্রিয় হতে শুরু করে তা রাজনৈতিক ইসলাম নয়, বরং ধর্মনিরপেক্ষ প্যান-আরব মতাদর্শ এবং সমাজতন্ত্রী বাথিস্ট নাসেরিস্ট চিন্তাভাবনা। ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে মিশরের প্রেসিডেন্ট গামাল আবদেল নাসেরকে এই সংগঠনের হত্যা করার ব্যর্থ প্রচেষ্টার পর প্রেসিডেন্ট নাসের ইসলামিক ব্রাদারহুডকে তার জন্মভূমিতেই নিষিদ্ধ করে দেন এবং তার উপর নানা প্রকার নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। এই সময় সিআইএ মুসলিম ব্রাদারহুডাকে প্রচুর পরিমাণ অর্থসাহায্য দেয়, কেননা ওয়াশিংটনের হিসাবে চূড়ান্ত মার্কিন বিরোধী নাসেরকে উৎখাত করার ক্ষমতা ব্রাদারহুডের ছিল। এই সময় গাজা ভূখণ্ড মিশরের অধীনে ছিল, এবং নাসের সেখানেও ফিলিস্তিনি মুসলিম ব্রাদারহুডকে মূল থেকে উচ্ছেদ করার প্রচেষ্টা করতে থাকেন। এই সময় গঠিত পিএলও-ও এই সংগঠনগুলোর প্রতি যথেষ্ট বিরূপ মনোভাবাপন্ন ছিল। কিন্তু এই অবস্থার পরিবর্তন হয় ১৯৬৭ খ্রিষ্টাব্দের আরব-ইজরায়েল যুদ্ধে মিশরের শোচনীয় পরাজয় এবং গাজা ও সিনাই উপদ্বীপ ইজরায়েলের হাতে চলে যাওয়ার পর। ইজরায়েল নাসেরের নীতির সম্পূর্ণ বিপরীত নীতি গ্রহণ করে। তাদের চোখে মূলত সামাজিক ও ধর্মীয় কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত ফিলিস্তিনি মুসলিম ব্রাদারহুড প্রধান সমস্যা ছিল না, বরং পিএলও এবং তার সশস্ত্র সংগ্রাম চিন্তার বিষয় ছিল। এই কারণে ইজরায়েল ধর্মনিরপেক্ষ পিএলওর উপর একদিকে চূড়ান্ত দমনপীড়ন নামিয়ে আনে, অপর দিকে মুসলিম ব্রাদারহুডকে পরোক্ষ, কখনও কখনও প্রত্যক্ষ সমর্থন প্রদান করে। উদ্দেশ্য ছিল পিএলওর বিরোধী একটি সংগঠন যেন ফিলিস্তিনের সমাজে প্রভাব বিস্তার করতে পারে ও তার জনভিত্তিকে দুর্বল করতে পারে তা নিশ্চিত করা। এই পরিস্থিতির পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেন

ব্রাদারহুড নেতা শেখ আহমেদ ইয়াসিন। মুসলিম ব্রাদারহুডের মুজামা আল-ইসলামিয়া নামক সমাজসেবামূলক সংগঠন প্রায় দুই দশকের দমন পীড়নের পর এই প্রথম খোলামেলাভাবে কাজ করতে সচেষ্ট হয়। প্রাথমিকভাবে ইজরায়েলের লক্ষ্য পূর্ণ হয়েছিল। গাজাতে পিএলওর প্রভাব উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পায় এবং ফিলিস্তিনি মুসলিম ব্রাদারহুত সমাজসেবা, মসজিদ নির্মাণ, ইসলামিক শিক্ষা প্রদানকারী স্কুল প্রতিষ্ঠা। এর মধ্যেই নিজের কর্মসূচী সীমাবদ্ধ রাখে। এই সময় ইজরায়েল অধিকৃত ওয়েস্ট ব্যাংকেও মুসলিম ব্রাদারহুড সক্রিয় ছিল, কিন্তু সেখানে পিএলওর সংগঠনের শিকড় ছিল। আরও গভীরে, তাই এই অঞ্চলে ব্রাদারহুডের পক্ষে তেমন প্রভাব বিস্তার করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু গাজাতে চিত্র ছিল বিপরীত। এখানে খুব স্বল্প সময়ের মধ্যেই ব্রাদারহুড নিয়ন্ত্রিত মসজিদের সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ হয়ে যায়।

১৯৭৯ খ্রিষ্টাব্দে ইরানে ইসলামিক বিপ্লব ও ইসলামিক প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার পর রাজনৈতিক ইসলাম মধ্যপ্রাচ্যে ক্রমশ জনপ্রিয়তা অর্জন করতে শুরু করে। আফগানিস্তানে মার্কিন সমর্থিত মুজাহিদিনদের সোভিয়েত সেনা ও আফগানিস্তানের কমিউনিস্ট সরকারের বিরুদ্ধে সাফল্য এই জনপ্রিয়তাকে আরও বৃদ্ধি করে। ফিলিস্তিনও এই সাধারণ ঝোঁকের বাইরে ছিল না। ১৯৮০-র দশকে ফিলিস্তিনে, বিশেষ করে গাজায় ফতেহ বা পিএলএফপির মত সংগঠনের পরিবর্তে ক্রমশ ব্রাদারহুড শক্তি সঞ্চয় করতে সক্ষম হয়। গাজায় ব্রাদারহুডের এই সাফল লাভের আরও একটি কারণ ছিল। ওয়েস্ট ব্যাঙ্কে ফিলিস্তিনের মুসলিম ব্রাদারহুড যেখানে শুধুই ফিলিস্তিনি সমাজের ইসলামীকরণের প্রচেষ্টার মধ্যেই নিজেদের সীমাবদ্ধ রেখেছিল, গাজাতে ধীরে কিন্তু স্থিরভাবে ব্রাদারহুডের সংগঠনগুলি মূল জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের রাজনৈতিক ধারাতেও অংশগ্রহণ করছিল। তাই ১৯৮৭। খ্রিষ্টাব্দে প্রথম ইন্তিফাদার সময় ব্রাদারহুডের গাজা শাখাই প্রথম সামাজিক সংগঠন থেকে সরাসরি রাজনৈতিক সংগঠন হিসাবে আত্মপ্রকাশ করার পদক্ষেপ নেয়। শেখ আহমেদ ইয়াসিন, মাহমুদ আল-জাহারের মত নেতাদের হাত ধরে জন্ম নেয় হামাস।

হামাস আত্মপ্রকাশ করার পর পিএলওর মতই ঘোষণা করে তারা জর্ডন নদী থেকে ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত একটি স্বাধীন ফিলিস্তিন। রাষ্ট্র গঠন করার লক্ষে সংগ্রাম করবে। কিন্তু এই রাষ্ট্রের চরিত্র ও সংগ্রামের ধরণ প্রসঙ্গে হামাস এতদিনের বিভিন্ন ফিলিস্তিনি সংগঠনের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন বক্তব্য রাখে। অপর সকল ফিলিস্তিনি সংগঠন তাদের সংগ্রামকে একটি জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম হিসাবে চিহ্নিত করে এসেছে এবং তাদের কাঙ্খিত ফিলিস্তিন রাষ্ট্র ছিল একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র, যেখানে আরব ও ইহুদি উভয়ের অধিকারই সমানভাবে রক্ষিত হবে। এই প্রসঙ্গে ইজরায়েল রাষ্ট্রের জায়নবাদী ধর্মভিত্তিক ধারণাকে চিরকালই ফিলিস্তিনের মুক্তিসংগ্রাম পরিচালনাকারী দলগুলি আক্রমণ করে এসেছে। ফিলিস্তিনি নেতারাও চিরকাল বলে এসেছেন ইজরায়েলের মত কোনো ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র তাঁরা গঠন করতে আগ্রহী নন। কিন্তু হামাস এই অবস্থান থেকে সম্পূর্ণ সরে আসে। তারা ফিলিস্তিনকে মুসলিমদের পবিত্রভূমি ও দৈবসম্পত্তি বা 'ওয়াকফ', এবং তাকে মুক্তি করার সংগ্রামকে জিহাদ হিসেবে চিহ্নিত করে। কাঙ্খিত ভবিষ্যৎ ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের চরিত্র হবে ইসলামিক, এই মর্মেও বক্তব্য রাখে হামাস। এর ফলে হামাস যত শক্তি অর্জন করতে শুরু করে, আন্তর্জাতিক মহলে ফিলিস্তিনের সংগ্রামের যে উচ্চ নৈতিক ভূমি ছিল, তাও ক্রমশ হ্রাস পেতে থাকে। কিন্তু হামাস ক্রমে এই সংগ্রামকে জায়োনিস্ট ধর্মভিত্তিক যুক্তির প্রতিপক্ষের আসনে বসিয়ে দেয়। প্রথম ইন্তিফাদা চলাকালীন ও হামাস আর ইজরায়েলি কর্তৃপক্ষের মধ্যে যোগাযোগ বজায় ছিল। ইজরায়েলের দৃষ্টিতে হামস তখনও ছিল 'লেসার ইভিল' এবং তখনও ইজরায়েলের কর্তৃপক্ষ গোপনে হামাসের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছিল। এই যোগাযোগ শুধু নিচের স্তরে ছিল এমন নয়। হামাসের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা মাহমুদ আল-জাহার এই সময়েই ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী ইসহাক রাবিনের সঙ্গে নিয়মিত সাক্ষাৎ করতেন। কিন্তু প্রথম ইন্তিফাদাই হামাসের রাজনৈতিক ক্ষমতা ক্রমশ বৃদ্ধি করতে থাকে। পিএলও ইজরায়েলের অস্তিত্ব ও দুই-রাষ্ট্র সমাধান মেনে নিলে হামাসের উগ্রবাদী অবস্থান সাধারণ মানুষের অনেকের কাছেই আপোসহীন সংগ্রামী মানসিকতা হিসাবে ধরা দেয়। ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দে পিএলও এবং ইজরায়েলি সরকারের মধ্যে অনুষ্ঠিত অসলো অ্যাকর্ডের হামাস তীব্র সমালোচনা করে এবং ১৯৯৪ খ্রিষ্টাব্দে ইহুদি সন্ত্রাসবাদীদের দ্বারা হেবনের মসজিদে প্রার্থনার সময় ফিলিস্তিনিরা আক্রান্ত হলে সেই সমালোচনাকে তারা প্রতিযোগিতামূলক সন্ত্রাসবাদে রূপান্তরিত করে। ইজরায়েল ও ফিলিস্তিন, দুই রাজনৈতিক প্রেক্ষিতেই আপোষমুখী ও শান্তিকামী পিএলও এবং লেবার জায়নিস্টরা ক্রমশ রাজনৈতিকভাবে দুর্বল হতে থাকে এবং প্রতিযোগিতামূলক চরমপন্থী অবস্থান নিয়ে সেই স্থান দখল করে ইজরায়েলে ক্ষেত্রে লিকুদ এবং ফিলিস্তিনে হামাস। ৯০-এর দশকে আত্মঘাতী বোমা বিস্ফোরণ হামাসকে প্রথম সংবাদমাধ্যমের শিরোনামে নিয়ে আসে, যদিও অধিকাংশ ফিলিস্তিন জনতা কখনই এই পন্থাকে সঠিক বলে মনে করেনি এবং ইয়াসের আরাফত ও পিএলওর দিকেই তখনও জনসমর্থনের পাল্লা ভারি ছিল। এছাড়া হামাসের ইসলামীকরণ প্রক্রিয়া, জোর করে হিজাব চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা প্রভৃতি কার্যকলাপও ফিলিস্তিনের জনতা ভাল চোখে দেখেনি। যে কোন বিচক্ষণ রাজনৈতিক দলের মতই হামাস ক্রমে তার মুসলিম ব্রাদারহুড থেকে প্রাপ্ত মূলত ধর্মনিরপেক্ষ ফিলিস্তিনি সমাজের ইসলামীকরণের প্রশ্ন ৯০-এর দশকের শেষ থেকেই মুলতুবি রেখে ফিলিস্তিনের মুক্তির জন্য "লেসার ইভিল" জিহাদ এবং বিভিন্ন সমাজ কল্যাণমূলক কর্মসূচির দিকেই জোর দিল। ২০০০ সাল থেকে যে দ্বিতীয় ইন্তিফাদার সূচনা হয়, সেখানে দেখা যায় হামাসই বিভিন্ন সশস্ত্র কার্যকলাপ পরিচালনা করছে। অসলো অ্যাকর্ডের ব্যর্থতা ও প্যালেডিনীয় কর্তৃপক্ষের দুর্নীতি এমনিতেই সাধারণ মানুষের মনে পিএলও সম্পর্কে একপ্রকার বীতশ্রদ্ধ মনোভাবের জন্ম দিয়েছিল। গু দ্বিতীয় ইন্তিফাদার সময় তাদের অপেক্ষাকৃত নরমপন্থী, আপোষমুখী অবস্থানে সেই মনোভাব আরও বৃদ্ধি পায়। এই প্রেক্ষিতে ২০০৫ সালে গাজা থেকে ইজরায়েলের একতরফা সরে যাওয়ার ঘটনা সাধারণ মানুষের মনে হামাসের সশস্ত্র জিহাদের পন্থার যথার্থতাই প্রমাণ করে। এই ঘটনা ও ইয়াসের আরাফতের মৃত্যু পরবর্তী যে বিশাল রাজনৈতিক শূন্যস্থান সৃষ্টি হয়েছিল, তাকে কাজে লাগিয়েই হামাস সালে ফিলিস্তিনের সংসদের নির্বাচনে ১৩২টি

আসনের মধ্যে ৭৪টি আসনে জয়লাভ করে। এই ঘটনা ফিলিস্তিনের রাজনীতির একটি জলবিভাজিকা বলে গণ্য হতে পারে। হামাসের এই বিজয় প্রকৃতপক্ষে দীর্ঘ চার দশকের ফিলিস্তিনি ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের প্রধান চালিকাশক্তি পিএলওর জন্য এক অভূতপূর্ব রাজনৈতিক, আদর্শগত নৈতিক পরাজয়। ইজরায়েলের ক্ষেত্রে এ যেন ছিল ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের তারই সৃষ্ট ও মদতপুষ্ট রাক্ষসের মুখোমুখি হওয়া। হামাস ও পিএলও এই সংঘাত অচিরেই গৃহযুদ্ধের পরিস্থিতিতে পৌঁছয় এবং ২০০7 সালে তা প্রত্যক্ষ গৃহযুদ্ধের রূপ নেয়। রাষ্ট্রপতি মাহমুদ আববাসের নেতৃত্বে পিএলও ওয়েস্ট ব্যাঙ্কের রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করে এবং প্রধানমন্ত্রী ইসমাইল হানিয়ার নেতৃত্বে হামাস গাজার দখল নেয়। ফিলিস্তিন অধ্যুষিত ভূখণ্ড কার্যত দুই যুযুধান বিপরীত মতাদর্শের সংগঠনের মধ্যে দ্বিখণ্ডিত হয়ে যায়।

গাজা ভূখণ্ডে ক্ষমতা দখলের পর হামাস দ্বৈত সংগ্রামের নীতি গ্রহণ করে। সাধারণত কোন সন্ত্রাসবাদী সংগঠন ক্ষমতায় এলে শাসনের বাস্তবতা তার উগ্রতাকে বহুলাংশেই প্রশমিত করে। হামাসের ক্ষেত্রে প্রাথমিকভাবে কিন্তু তা হয়নি। হামাস একইসঙ্গে শাসনের বাস্তবতা বজায় রেখেছে এবং ইজরায়েলের বিরুদ্ধে তাদের রাজনৈতিক জিহাদও চালিয়ে গেছে। এর প্রধান কারণ ছিল প্রাথমিকভাবে সিরিয়া ও ইরান, দুই শক্তির তরফ থেকেই বিপুল পরিমাণ অর্থ ও অস্ত্রের সহায়তা লাভ করা। এছাড়াও হামাস তার সশস্ত্র শাখা ইজ্জউদ্দিন আল-কাসসাম ব্রিগেড" কে ক্রমশ একটি সমান্তরাল সংগঠন হিসাবে গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে। এর ফলে একাধারে সিরিয়া ও ইরানের সহায়তায় হামাস গাজায় যেমন রাষ্ট্রীয় শক্তি হিসাবে কাজ করতে পেরেছে, অন্য দিকে "ইজ্জউদ্দিন আল-কাসসাম ব্রিগেড এর মাধ্যমে অরাষ্ট্রীয় শক্তি হিসাবে তাদের সশস্ত্র কাজ চালিয়ে যেতে পেরেছে। কিন্তু প্রাথমিকভাবে এই পদ্ধতিতে হামাস সাফ অর্জন করলেও ২০১০-এর পর তারা নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে শুরু করে। সিরিয়ার গৃহযুদ্ধে তাদের আসাদবিরোধী অবস্থান এবং ইয়েমেনের গৃহযুদ্ধে ইরানবিরোধী অবস্থান সিরিয়া ও ইরান উভয় সরকারকেই হামাসের প্রতি ক্ষুব্ধ করে এবং দুই দেশের তরফ থেকেই সাহায্য তলানিতে ঠেকে। অপর দিকে মিশরে সাময়িকভাবে মহম্মদ মোরসির মুসলিম ব্রাদারহুড সরকারের প্রতিষ্ঠা হামাসকে উজ্জীবিত করলেও অচিরেই ফত্তাহ আল সিসি তাকে উৎখাত করে মিশরে ক্ষমতায় আসে এবং হামাসের শেষ আশাও ফুরিয়ে যায়। সিসি সরকার শুধু মিশরে মুসলিম ব্রাদারহুডকে নিষিদ্ধ করেনি, গাজার যে অংশটা মিশরের সীমান্ত সংলগ্ন তা সম্পূর্ণ অবরোধ করে। গাজার ইজরায়েল সংলগ্ন সীমান্ত এর আগে ইজরায়েল অবরোধ করেই রেখেছিল, দক্ষিণের মিশর সংলগ্ন সীমান্ত অবরোধের পর গাজার অবস্থা হয় কার্যত

জেলখানার মত। হামাসের আর্থিক সমস্যা এত বেড়ে যায়, যে সরকারী কর্মচারীদের বেতন দেওয়ার মত অর্থও তাদের ছিল না। এই পরিস্থিতিতে খালেদ মিশালের নেতৃত্বে হামাস পিএলওর সঙ্গে সমঝোতা করে নিতে আলোচনা চালাতে বাধ্য হয়। এই আলোচনা অনেকটা এগোলেও এখন পর্যন্ত সম্পূর্ণ সফল হয় নি। অন্যদিকে মতাদর্শগত দিক থেকেও হামাস পশ্চাদগমন করেছে। গাজায় তাদের ইসলামীকরণ প্রকল্প সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। অন্য দিকে আবার ইজরায়েলের বিরুদ্ধেও তারা রকেট নিক্ষেপ (যার অধিকাংশই আয়রন ডোম মিসাইল সিস্টেম দিয়ে ইজরায়েল প্রতিহত করেছে। আর কিছু বিক্ষিপ্ত আক্রমণ ছাড়া বিশেষ কিছু করতে পারেনি। একথা ঠিক, বিকেন্দ্রীভূত নেতৃত্ব থাকার জন্য মোসাদ পিএলওর মত হামাসের নেতাদের হত্যা করে সংগঠনকে দুর্বল করতে পারেনি, কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে এও সঠিক যে বিকেন্দ্রীভূত সংগঠনের জন্যই হামাস কোন সামঞ্জস্যপূর্ণ পদক্ষেপত নিতে পারেনি। বিশেষ করে "ইজ্জউদ্দিন আল-কাসসাম ব্রিগেড"-এর সঙ্গে হামাস নেতৃত্বের বারংবার মতৈক্যের অভাব দেখা গেছে। ফাটল দেখা গেছে ফিলিস্তিনের মধ্যে এবং ফিলিস্তিনের বাইরে

বসবাসকারী নেতৃত্বের মধ্যেত। এই প্রেক্ষিতে ২০১৭ সালে হামাস যে নতুন চার্টার প্রকাশ করে তা গুরুত্বপূর্ণ। এই চার্টারে হামাস কার্যত ইজরায়েল ও ফিলিস্তিনের মধ্যে দ্বি-রাষ্ট্র সমাধান মেনে নিয়েছে এবং ইজরায়েল রাষ্ট্রকেও স্বীকৃতি দিয়েছে। হামাস যে তার রাজনৈতিক অবস্থানে ক্রমেই নরমপন্থী হচ্ছে, কিছুটা বাধ্য হয়েই, এই চার্টারই তার প্রমাণ। আরব দুনিয়ায় রাজনৈতিক ইসলামে

এখন ভাটার টান চলছে বিভিন্ন ইসলামপন্থী দল আগের মত আর কট্টরপন্থী অবস্থান গ্রহণ করছে না এবং তারা মধ্যপন্থী অবস্থান গ্রহণের পরেও নির্বাচনে বারংবার পরাজয়ের সম্মুখীন হচ্ছে নানা দেশে। বিভিন্ন দেশে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত বা প্রভাব বিস্তার করার পর রাজনৈতিক ইসলামপন্থীরা যে মূলগত সমস্যা সমূহের সমাধানে ব্যর্থ, তা বারংবার প্রমাণিত হচ্ছে। হামাসও এই ঝোঁকের বাইরে নয়। ২০২১-এ ফিলিস্তিনের নির্বাচন যদি স্বাভাবিকভাবে অনুষ্ঠিত হতে পারত, তাহলে এই সত্য বাস্তবেও প্রমাণিত হত। কিন্তু শেষ-জারা থেকে বলপূর্বক ফিলিস্তিনিদের উচ্ছেদ, আল-আকসা মসজিদে প্রার্থনার সময় সেখানে ইজরায়েলের হামলা এবং তার প্রতিরোধে হামাসের হামলা তাদের জনপ্রিয়তাকে সাময়িকভাবে হলেও বৃদ্ধি করেছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে কিছু লাভের ফসল হামাস ঘরে তুলতেও পারে। কিন্তু সামগ্রিক প্রেক্ষিতে যে চক্রব্যূহে হামাস ধরা পড়েছে, তা থেকে তারা বেরোতে পারবে কিনা, এর উত্তর জানে একমাত্র ভাবীকাল।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

শেখ-জারা থেকে বলপূর্বক ফিলিস্তিনিদের উচ্ছেদ, আল-আকাসা মসজিদে প্রার্থনার সময় সেখানে ইজরায়েলের হামলা এবং তার প্রতিরোধে হামাসের হামলা তাদের জনপ্রিয়তাকে সাময়িকভাবে হলেও বৃদ্ধি করেছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে কিছু লাভের ফসল হামাস ঘরে তুলতেও পারে। কিন্তু সামগ্রিক প্রেক্ষিতে যে চক্রব্যূহে হামাস ধরা পড়েছে তা থেকে তারা বেরোতে পারবে কিনা, এর উত্তর জানে একমাত্র ভাবীকাল

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

রবিবার প্রদেশ কংগ্রেস কার্যালয়ে কংগ্রেসের এক সাধারণ সভা আয়োজিত হয়। ছবি- নিজস্ব।

## কংগ্রেস দল মিথ্যাবাদী : অনুরাগ সিং ঠাকুর

পাটনা, ৫ নভেম্বর (হি.স.) : কেন্দ্রীয় ক্রীড়া ও যুব বিষয়ক মন্ত্রী অনুরাগ সিং ঠাকুর বলেন, কংগ্রেস দল মিথ্যাবাদী। রবিবার ভোপালে বিজেপির স্টেট মিডিয়া সেন্টারে এক সংবাদিক সম্মেলনে অনুরাগ সিং ঠাকুর একথা বলেন। তিনি রবিবার কংগ্রেস এবং এর গ্যারান্টিকে মিথ্যাবাদী বলে আখ্যা দিয়েছেন। তিনি এদিন ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, হিমাচলের সাতটি প্রতিশ্রুতির একটিও কংগ্রেস পূরণ করেনি। রবিবার সাংবাদিক সম্মেলনে অনুরাগ সিং ঠাকুর আরও জানান, বোনদের অ্যাকাউন্টে এখনও ১৫০০ টাকা জমা হয়নি, দুধের দাম লিটার প্রতি ১০০ টাকা এখনও পর্য্যন্ত বাড়েনি। এখন মধ্যপ্রদেশে নির্বাচন তাই এখন কংগ্রেস নতুন পোশাক পরে নতুন প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে। কৃষকদের ঋণ মকুবের নিশ্চয়তা পূরণ হয়নি, যুবকদের চাকরিও দেওয়া হয়নি। জনগণ বুদ্ধিমান তাই আর কংগ্রেসের ফাঁদে পা দেবে না। রবিবার ভোপালে বিজেপির স্টেট মিডিয়া সেন্টারে এক সংবাদ সম্মেলনে বক্তৃতায় তিনি বলেন, কমলনাথ সরকার তাঁর ১৫ মাসের শাসনে একটি প্রতিশ্রুতিও পূরণ করেনি। রাহুল গান্ধী মধ্যপ্রদেশে এসে বলেছিলেন যে সমস্ত কৃষকের ঋণ মকুব করা হবে। ২ লক্ষ টাকার ঋণ মকুবের প্রতিশ্রুতি পূরণ করেনি কংগ্রেস। বেকার ভাতা দেওয়ার নিশ্চয়তাও ব্যর্থ হয়েছে। এমনকি মধ্যপ্রদেশ রাজ্যে কন্যাদান প্রকল্পের অধীনে ৫১ হাজার টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতিও পূরণ করেনি কংগ্রেস।

তিনি জানান, এদিকে বিজেপি সরকার মধ্যপ্রদেশে যুবকদের কর্মসংস্থানের জন্য অনেক অর্থবহ পদক্ষেপ নিয়েছে। যুবকরা কিছু শেখার পাশাপাশি উপার্জনের আকারে মুখ্যমন্ত্রী শিখো কামাও যোজনার সুবিধা পাচ্ছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ঠাকুর বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী করোনার সময় একটি বিষয়ে চিন্তিত ছিলেন, কোনও গরীব যেন না খেয়ে ঘুমোয়। সেজন্য আগামী পাঁচ বছরে আরও ৮০ কোটি মানুষকে বিনামূল্যে রেশন দেওয়ার ঘোষণা করেছেন প্রধানমন্ত্রী।

## কাঠুয়া : পদ সঞ্চালনে ঐক্য ও দেশপ্রেমের বার্তা স্বয়ংসেবকদের, বহু জায়গায় পুষ্প বর্ষণ করে

কাঠুয়া, ৫নভেম্বর (হি.স.) : রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ কাঠুয়া জেলারশাখা নগরে একটি বিশাল পদ সঞ্চালনের আয়োজন করে। রবিবার তারা নগরীর বিভিন্ন স্থানে পদ সঞ্চালন করে ঐক্য ও শৃঙ্খলার সঙ্গে দেশপ্রেমের বার্তা দেন। রামলীলা ময়দান থেকে শুরু হওয়া পদযাত্রায় ধাপে ধাপে অংশ নেন স্বয়ংসেবকরা। পদযাত্রাটি রামলীলা ময়দান থেকে শুরু হয়ে মুখার্জি চক, শহীদী চক, শহীদ ক্যাপ্টেন সুনীল চৌধুরী চক, পুরাতন বাসস্ট্যান্ড, জরাই চক হয়ে রামলীলা ময়দানে এসে শেষ হয়। কাঠুয়া শহর ও আশেপাশের গ্রামীণ ব্লকের শাখার স্বয়ংসেবকরা এতে অংশ নেন। এদিনের পদ সঞ্চালনের স্বয়ংসেবকরা সম্পূর্ণ গণবেশে ছিলেন এবং সংঘের ঘোষের (ব্যান্ড) সুরে পায়ে পা মিলিয়ে হাঁটছিলেন। নগরীর বিভিন্ন স্থানে পদ সঞ্চালনকে ফুল দিয়ে স্বাগত জানানো হয়। মিছিলের আগে সমস্ত স্বয়ংসেবক ও কার্যকর্তারা রামলীলা ময়দানে জড়ো হন। অনুষ্ঠানে স্বয়ংসেবকদের মার্গ দর্শন করেন কাঠুয়া নগর সংঘচালক মাননীয় ইন্দ্রজিৎ, কাঠুয়া বিভাগ সঞ্চালক বিদ্যা রতন, প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক শুভকরন। প্রধান বক্তা ছিলেন বিভাগীয় প্রচারক অনুরাগ। তিনি তাঁর ভাষণে বলেন, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ ১৯২৫ সালে বিজয়াদশমীর দিনে নাগপুরে ডক্টর কেশব রাও বলিরাম হেডগেওয়ার জি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তাই, সংঘের স্বয়ংসেবকরা প্রতি বছর বিজয়াদশমী বা তার আশেপাশের দিনগুলিতে পথ সঞ্চালন পরিচালনা করে এবং এই দিনটিকে সংঘ প্রতিষ্ঠা দিবস হিসাবে উদযাপন করে।

তিনি বলেন, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ সমাজে সংগঠন হিসেবে নয়, সমাজের সংগঠন হিসেবে কাজ করে।

রাষ্ট্র এবং দেশের শেষ সারিতে থাকা ব্যক্তির কথা চিন্তা করে। অসুর শক্তিকে পরাস্ত করতে সমাজকে সংগঠিত করার কাজটি করে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ। অনুষ্ঠান শেষে খাবারেরও আয়োজন করা হয় যাতে স্বয়ংসেবকরা খাবার গ্রহণ করেন এবং অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

## শক্তির আরাধনায় ইয়ুথ কর্ণার জিমনাশিয়াম, থিম মালয়েশিয়ার টুইন টাওয়ার

করিমগঞ্জ (অসম), ৫ নভেম্বর (হি.স.) : করিমগঞ্জে ইয়ুথ কর্ণার জিমনাশিয়াম ক্লাবের কালীপুজোয় দেখা যাবে মালয়েশিয়ার আকাশচুম্বী বহুতল টুইন টাওয়ার।

দুর্গাপূজার পর থিমের দৌড়ে এবার কালীপুজোর মণ্ডপ। শক্তির আরাধনায় প্রস্তুতি চলছে বিভিন্ন ক্লাবের। বেশ কয়েকটি ক্লাবের রয়েছে বিগ বাজেটও। গত কয়েক বছর ধরে থিমের অভিনবত্ব, ঝলমলে আলোকসজ্জায় যেন এক অন্য মাত্রা পায় সীমান্ত শহর করিমগঞ্জ। এবারও তার ব্যতিক্রম হচ্ছে না। দুর্গাপুজোয় যে সব থিম মিস হয়েছে, দর্শনার্থীদের সেই সুযোগ হয়তো মিলতে পারে কালীপুজোয়।

এবার বড় বাজেট হাতে নিয়েছে ইয়ুথ কর্ণার জিমনাশিয়াম ক্লাব। বিগত বেশ কয়েকবছর ধরে করিমগঞ্জের কালীপুজো মানুষের মধ্যে বিশেষ জায়গা করে নিয়েছে। তার মধ্যে অন্যতম এই ক্লাব। এবার মানুষকে মনোরঞ্জন দিতে পুরোপুরি প্রস্তুত জিমনাশিয়াম। গত বছর দুবাইয়ের বুর্জ খলিফা দিয়ে চমক সৃষ্টি করেছিল। এবার তাদের থিম মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুরের যমজ আকাশচুম্বী বহুতল ভবন টুইন টাওয়ার। ক্লাবে কাজ চলছে যুদ্ধকালীন তৎপরতায়। মণ্ডপের উচ্চতা হবে প্রায় ১৫০ ফুট। বাঁশ, কাঠ, কাঁচ সহ বিভিন্ন উপকরণ দিয়ে তৈরি হবে মণ্ডপ। আকাশছোঁয়া মণ্ডপ তৈরি করতে দক্ষ শিল্পী দল এসেছে নবদ্বীপ থেকে। মণ্ডপকে আলোকিত করে তুলবে ঝলমলে আলোকসজ্জা। মণ্ডপের পাশাপাশি রাজপথে দেখা যাবে বিভিন্ন আলোকসজ্জা। আলোকসজ্জার সঙ্গে থাকবে মিউজিক সিস্টেমও। মণ্ডপ থেকে প্রতিমা, সবেতেই এবার থাকবে আরও অভিনবত্বের ছোঁয়া।

স্থানীয় প্রতিমাশিল্পীর হাতে সেজে উঠছেন ক্লাবের দেবী কালী মাতা। প্রতিমায়ও থাকবে বিশেষত্ব। মা কালীর বিভিন্ন রূপ মণ্ডপে একত্রিতভাবে দেখা যাবে, যা দর্শনার্থীদের আকৃষ্ট করবে বলে মনে করছেন আয়োজকরা।

প্রতিবারই ইয়ুথ কর্ণার জিমনাশিয়ামের পুজোয় মুখ্য ভূমিকা পালন করে থাকেন করিমগঞ্জ পুরপতি রবীন্দ্র দেব। এবারের পুজোকে সার্থক করে তুলতে কমিটির সদস্যদের দিনরাত এক করে যাচ্ছেন রবীন্দ্রবাবু। এবার সভাপতির দায়িত্ব পালন করছেন রাজু সরকার, সম্পাদক যথাক্রমে শঙ্কর রায় এবং টুকু চৌধুরী, কোষাধ্যক্ষ খোকা পাল এবং প্রদীপ বণিক।

গত বছর বুর্জ খলিফা দেখতে উপচেপড়া ভিড় হয়েছিল। এবার ভিড় শামাল দেওয়ার জন্যও বিশেষ ব্যবস্থা রাখবেন পুজোদ্যোক্তারা। উদ্যোক্তারা জানান, পুলিশ প্রশাসনের সঙ্গে ক্লাবের সদস্যরা সবসময় সক্রিয় থাকবেন। পুজো মণ্ডপের আশপাশে যাতায়াতের ব্যবস্থা সুন্দর করে তৈরি করা হবে। তাঁদের দাবি, মণ্ডপ ও প্রতিমাকে দর্শন করতে শুধু করিমগঞ্জ নয়, বরাক উপত্যকার অন্য দুই জেলা ছাড়া ত্রিপুরা থেকেও মানুষ আসবেন থিমের টানে।

দীপাবলির অগ্রিম শুভেচ্ছা জানিয়ে পুরপতি রবীন্দ্র দেব বলেন, শহরবাসীকে নতুন চমক দিতে চলেছে ইয়ুথ কর্ণার জিমনাশিয়াম ক্লাব। এবার ক্লাবের পুজোর বাজেট রাখা হয়েছে প্রায় ২২ লক্ষ টাকা। কালীপূজার একদিন আগেই মণ্ডপ উদ্বোধন করা হবে, জানান তিনি।

## গুয়াহাটি রেলস্টেশনে বাজেয়াপ্ত ৬০ কেজি গাঁজা, গ্রেফতার এক

গুয়াহাটি, ৫ নভেম্বর (হি.স.) : গুয়াহাটি রেলওয়ে স্টেশনে ৬০ কেজি গাঁজা বাজেয়াপ্ত করেছে জিআরপি। গাঁজা পাচারের অভিযোগে আটক করা হয়েছে একজনকে।

জানা গেছে, নির্দিষ্ট গোপন তথ্যের ভিত্তিতে আজ রবিবার সকালে গুয়াহাটি রেলওয়ে স্টেশনে ৬০ কিলোগ্রাম ওজনের গাঁজা বাজেয়াপ্ত করেছে জিআরপিএফ। গাঁজাগুলি বিহারের জনৈক রাহুল কুমার সিঙের হেফাজত থেকে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। জিআরপিএফ থানা সূত্রে জানা গেছে, রাহুল সিঙের বিরুদ্ধে মাদক আইনে মামলা রুজু করে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

## বিহারের সীতামারহি জেলায় পুকুরে ডুবে মৃত তিন শিশু

পাটনা, ৫ নভেম্বর (হি.স.) : রবিবার বিহারের সীতামারহি জেলার বাজপট্টি থানার অন্তর্গত বারি ফুলওয়ারিয়া গ্রামে পুকুরে ডুবে তিনজন শিশুর মৃত্যু হয়েছে। তিনজনই পুকুরের পাড়ে খেলছিল। আচমকাই তারা পুকুরের গভীর জলে তলিয়ে যায়। মৃতদের নাম, সোনি কুমারী, সোনিয়া কুমারী ও আদিত্য কুমার। এই দুর্ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই ঘটনাস্থলে বহু মানুষ এসে উপস্থিত হয়। স্থানীয়রা তিনজনকেই পুকুর থেকে উদ্ধার করলেও তাদের শেষরক্ষা করা সম্ভব হয়নি। ততক্ষণে তাদের মৃত্যু হয়। গ্রামে একই সঙ্গে তিনটে শিশুর মৃত্যুর ঘটনায় তোলপাড় শুরু হয়ে গিয়েছে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে তিনজনের দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে।

## করণদিঘিতে ছটঘাট পরিদর্শনে বিধায়ক গৌতম পাল

করণদিঘি, ৫ নভেম্বর (হি.স.): ছটপুজো উপলক্ষ্যে উত্তর দিনাজপুরের করণদিঘি ব্লকের সুধানী নদীর তীরে দোমোহনা নদী ঘাটে প্রচুর মানুষের সমাগম হয়। রবিবার ছটঘাট পরিদর্শনে গেলেন বিধায়ক গৌতম পাল। সবরকম সুরক্ষা পদ্ধতি এবং পুজোর সমস্ত ব্যবস্থাপনা এদিন খতিয়ে দেখেন বিধায়ক গৌতম পাল।

তিনি বলেন, নদীঘাটে কোনওরকম দুর্ঘটনা যাতে না ঘটে তার জন্য বাঁশ দিয়ে ব্যারিকেড করা হবে এবং আলোর ব্যবস্থা থাকবে সম্পূর্ণভাবে। এলাকা সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে দেওয়া হবে ব্লক প্রশাসনের তরফে। পুলিশ প্রশাসনের তরফেও পর্য্যাপ্ত সুরক্ষাকর্মী থাকবে ছট পুজোর সন্ধ্যায় এবং পরদিন সকালে। প্রশাসনের আধিকারিকরা জানান, ছটপুজোতে কেবলমাত্র পরিবেশবান্ধব আতসবাজিই বিক্রি করা যাবে। রাত ৮-১০টা পর্য্যন্ত এই বাজি ফাটানো যাবে। আতসবাজি বিক্রি ও ব্যবহার পুরোপুরি বন্ধ করার আর্জি নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে মামলার রায় অনুযায়ী নিরাপদ ও কম শব্দ উতবন্ন করে

## ছত্তিশগড়ের দান্তেওয়াড়া জেলায় হ্যান্ড গ্রেনেড বিস্ফোরণে মৃত্যু এক বিএসএফ জওয়ানের

দান্তেওয়াড়া, ৫ নভেম্বর (হি.স.) : ছত্তিশগড়ের দান্তেওয়াড়া জেলায় হ্যান্ড গ্রেনেড বিস্ফোরণে মৃত্যু হয়েছে এক বিএসএফ জওয়ানের। জানা গিয়েছে, থানা চত্বরে রবিবার হঠাৎ করেই হেড কনস্টেবল বলবীর চন্দের পিছনে রাখা একটি হ্যান্ড গ্রেনেডের বিস্ফোরণ ঘটে। তার ফলে বিস্ফোরণে জওয়ান বলবীর চন্দ গুরুতর আহত হন। তারপর সঙ্গে সঙ্গেই তাঁকে অ্যাম্বুলেন্সে করে চিকিৎসার জন্য দান্তেওয়াড়া জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। চিকিৎসকরা তাঁকে দেখার পর মৃত বলে জানিয়ে দেন। কাতেকল্যান থানার পুলিশ নিহত জওয়ানের পরিবারকে খবর দিয়েছে। ঘটনার তদন্তও শুরু করেছে পুলিশ। নিহত জওয়ান বলবীর চন্দ হিমাচল প্রদেশের বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে। ছত্তিশগড়ে বিধানসভা নির্বাচনের জন্য বিএসএফ সি/৭০ চার্লি কোম্পানির টহল বাহিনী কাতেকল্যান থানা কমপ্লেক্সে থাকছিল। তাদের মধ্যে একজন হেড জওয়ান হলেন বলবীর চন্দ।

## গুজরাটের ভুজে শুরু হল আরএসএস-এর মণ্ডলের তিনদিনের বৈঠক

কচ্ছ, ৫ নভেম্বর (হি.স.) : গুজরাটের ভুজে শুরু হল রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ (আরএসএস)-এর অখিল ভারতীয় কার্যকারী মণ্ডলের তিনদিনের বৈঠকউ কচ্ছ জেলার ভুজের সর্দার প্যাটেল বিদ্যা স্কুলে এই তিন দিনব্যাপী বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছে। রবিবার সকাল ৯টায় সরসঙ্ঘচালক ডঃ মোহন ভাগবত এবং সরকার্যবাহ দত্তাত্রেয় হোসবলে ভারত মাতার ছবিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে সভার শুরু করেন।সঙ্ঘের দৃষ্টিকোণ থেকে সারাদেশের ৪৫টি প্রদেশ এবং ১১টি অঞ্চলের, সঙ্ঘচালক, কার্যবাহ, প্রচারক, সর্বভারতীয় কার্যনির্বাহী সদস্য এবং কয়েকটি সহ সংগঠনের সর্বভারতীয় সংগঠন মন্ত্রী সহ প্রায় ৩৮২ জন প্রতিনিধি বৈঠকে অংশ নেন। সভা শুরু করে সরকার্যবাহ দত্তাত্রেয় হোসবলে সভায় আসা সকল প্রত্যাশিত প্রতিনিধিদের স্বাগত জানান। এই উপলক্ষে দেশ ও সমাজে বিশেষ অবদান রাখা এবং সাম্প্রতিক অতীতে প্রয়াত হয়েছেন এমন সব মহান ব্যক্তিত্বদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়। সংঘের প্রবীণ প্রচারক, রঙ্গাহরিজি, মদনদাস দেবী জি, জয়ন্ত সহস্রবুদ্ধে, হরিভৌ ভাজে জি এবং বিখ্যাত সাংবাদিক বেদ প্রতাপ বৈদিক, সিনিয়র সাংবাদিক ও লেখক তারিক ফতেহ, সুলভ ইন্টারন্যাশনাল এর প্রতিষ্ঠাতা ড. বিন্দেশ্বর পাঠক, প্রাক্তন ক্রিকেটার বিষেন সিং বেদী এবং পূর্ব সৈনিক সেবা পরিষদের রাষ্ট্রীয় সংগঠন মন্ত্রী তথা প্রতিষ্ঠাতা সদস্য কমান্ডার বালাকৃষ্ণ জয়সওয়াল, মহিলা কমিশনের চেয়ারপারসন সুশীলা বালুনি, পদ্মভূষণ এন. বিঠল ও অন্যান্যদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান হয়। নেপালে সাম্প্রতিক বিধ্বংসী ভূমিকম্পে নিহতদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়েছে। সম্প্রতি অতিবৃষ্টির কারণে হিমাচল প্রদেশ, উত্তরাখন্ড, গুজরাট, নাগপুরে সৃষ্ট বন্যা এবং এতে ক্ষতিগ্রস্ত সমাজের বিভিন্ন মানুষের জন্য স্বংসেবকদের সাহায্য ও সেবামূলক কাজ সম্পর্কে তথ্য দেওয়া হয় এই বৈঠকে।

বৈঠকে সংঘের শতবর্ষকে সামনে রেখে সঙ্ঘ কাজ সম্প্রসারণের জন্য তৈরি পরিকল্পনা পর্য্যালোচনা করা হবে এবং সংঘের প্রশিক্ষণ অভ্যাসক্রমের বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করা হবে। এছাড়াও সরসঙ্ঘচালকের বিজয়াদশমীর ভাষণে উল্লেখিত বিষয়-প্রকৃতির বিরুদ্ধে জীবনধারা, বিশ্বে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব, নিরাপত্তা, স্ব-ভিত্তিক সময় উপযুক্ত নীতিইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করা হবে। সামাজিক সম্প্রীতি, পারিবারিক প্রবোধন, গোসেবা, গ্রাম বিকাশ ও অন্যান্য কার্যক্রমে চলমান প্রচেষ্টা সম্পর্কেও তথ্য নেওয়া হবে। এই বৈঠক ৭ নভেম্বর সন্ধ্যা ৬টায় শেষ হবে।

## ফালাকাটায় হাতির হানায় মৃত্যু বনকর্মীর

ফালাকাটা, ৫ নভেম্বর (হি.স.) : জলদাপাড়া পশ্চিম রেঞ্জের ব্যাংডাকি বিট অফিস সংলগ্ন যোগেন্দ্রনগর গ্রামে হাতির হানায় মৃত্যু হল বনকর্মীর। শনিবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে। হাতিটি যেখানে ওই বনকর্মীকে আক্রমণ করে রবিবার সকালে সেখানে যান যোগেন্দ্রনগরের পঞ্চায়েত সদস্য কৃষ্ণ ওরাওঁ, আলিপুরদুয়ার-১ পঞ্চায়েত সমিতির বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ ভোলানাথ রায় সহ অন্যান্যরা। জনপ্রতিনিধিরাও হাতির আক্রমণের ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

তাঁদের অভিযোগ, ব্যাংডাকি বিটে পর্য্যাপ্ত বনকর্মী নেই। দীর্ঘদিন ধরে এখানে বিট অফিসারও নেই। পর্য্যাপ্ত বনকর্মী না থাকায় হাতির আক্রমণ প্রতিরোধ হচ্ছে না। পঞ্চায়েত সদস্য কৃষ্ণ ওরাওঁ জানান, যেখানে বনকর্মীরাই সুরক্ষিত নয়। সেখানে সাধারণ মানুষ কীভাবে চিন্তামুক্ত থাকতে পারে!

বন দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতের নাম রিঠে সুব্বা(৪৫)। রিঠে অরণ্য সাথী পদে বন দফতরের ব্যাংডাকি বিটে কর্মরত ছিলেন। শনিবার রাতে একদল বুনো হাতি যোগেন্দ্রনগর গ্রামে ঢোকার চেষ্টা করে। জঙ্গল থেকে বেরিয়ে ধানখেতে হাতির দল চলে আসে। এই খবর পেয়ে রিঠে সুব্বা সহ ৬ জন বনকর্মী হাতির দলকে জঙ্গলে ফিরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন। এলাকায় তখন ক'জন ধান চাষিও খেত পাহারা দিচ্ছিলেন। রাতে প্রথমবার হাতির দলকে জঙ্গলে ফিরিয়ে দেন বনকর্মীরা। কিছুক্ষণ পর দলছুট একটি হাতি ফের লোকালয়ে বের হয়। আর সেই হাতির সামনেই পড়ে যায় রিঠে। বাকি বনকর্মীরা তখন প্রাণভয়ে পালিয়ে গেলেও রিঠে পালাতে পারেননি। তাঁকে শুঁড় দিয়ে পেঁচিয়ে ছিটকে ফেলে দেয় হাতিটি।

এভাবে আক্রমণ করার পর হাতিটি জঙ্গলে ফিরে যায়। তারপর তড়িঘড়ি জখম বনকর্মীকে ফালাকাটা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। জলদাপাড়ার এডিএফও নবজিৎ দে জানান, মৃত বনকর্মীর পরিবারকে ৫ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। পরিবারের একজন চাকরিও পাবেন।

## ১৫৩তম জন্মবার্ষিকীতে স্মরণ করা হল দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশকে

কলকাতা, ৫ নভেম্বর (হি.স.): মহান স্বাধীনতা সংগ্রামী দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের ১৫৩তম জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। রবিবার কলকাতার চিত্তরঞ্জন সেবা সদনে দেশবন্ধুর মূর্তিতে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে দেশের জন্য তাঁর আত্মত্যাগ ও আত্মবলিদানকে স্মরণ করা হয়। যারা শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন তাদের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন প্রধান স্থপতি তথা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের বংশধর, প্রসাদ রঞ্জন দাস এবং তাঁর ছেলে দেবাঞ্জন দাস, রাজ্যের প্রশাসনিক কর্মকর্তা আনোয়ার আলী খান এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

উল্লেখ্য, চিত্তরঞ্জন দাস, ১৮৭০সালের ৫ নভেম্বর ঢাকার নিকটবর্তী বিক্রমপুরের তেলিরবাগ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। প্রখ্যাত আইনজ্ঞ চিত্তরঞ্জন দাসকে নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর রাজনৈতিক গুরু হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তিনি অবিভক্ত বাংলায় স্বরাজ পার্টি প্রতিষ্ঠা করে ছিলেন।

## মর্মান্তিক ঘটনা কোচবিহারে, বাবার ট্রাক্টরে পিষে মৃত্যু হল ছেলের

মেখলিগঞ্জ, ৫ নভেম্বর (হি.স.) : মর্মান্তিক ঘটনা কোচবিহারে।বাবার ট্রাক্টরে পিষে মৃত্যু হল ছেলের। মুহূর্তের অসাবধানতায় ট্রাকটরটি চলতে শুরু করায় ট্রাক্টরের নিচে পিশে যায় ১৬ বছরের কিশোর। রবিবার ঘটনাটি ঘটেছে মেখলিগঞ্জ ব্লকের কুচলিবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ২৫ পয়স্তি এলাকায়।

জানা গিয়েছে, স্থানীয় বাসিন্দা নারায়ণ সরকার ট্রাক্টর নিয়ে জমিতে গিয়েছিলেন চাষ করতে। তাঁর সঙ্গে ছিল তাঁর দুই ছেলে। চাষ করার পরে ট্রাক্টরটি একটি নির্দিষ্ট স্থানে রেখে গাড়িতে বসেই বিশ্রাম নিচ্ছিলেন নারায়ণবাবু। তখনই গাড়ির সামনে মাটিতে বসেছিল তাঁর দুই ছেলে। ছিলেন আরও কয়েকজন। এই অবস্থায় হঠাৎই কোনও কারণে ট্রাক্টরটি চলতে শুরু করে। সকলে সেখান থেকে পালাতে পারলেও ট্রাক্টরটি পিষে দেয় নারায়ণবাবুর ছোট ছেলে সুব্রত সরকারকে। নারায়ণবাবু দিশেহারা হয়ে ট্রাক্টরটির স্টার্ট বন্ধ করতে পারলেও ততক্ষণে সব শেষ। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছোয় কুচলিবাড়ি থানার পুলিশ। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মাথাভাঙা মর্গে পাঠিয়েছে। ছেলের মৃত্যুর ঘটনায় বাকরুদ্ধ হয়ে পড়েছেন নারায়ণবাবু। তার পরিবার সহ গোটা গ্রামে নেমে এসেছে শোকের ছায়া।

## কংগ্রেস আদিবাসী সমাজকে অন্ধকারে রেখে লুট করেছে, এখন তাদের বিভ্রান্ত করে লুট করতে তৈরি হচ্ছে : নরেন্দ্র মোদী

নয়াদিল্লি, ৫ নভেম্বর (হি.স.) : কংগ্রেস আদিবাসী সমাজকে অন্ধকারে রেখে লুট করে এখন তাদের বিভ্রান্ত করে লুট করার প্রস্তুতি নিচ্ছে। রবিবার মধ্যপ্রদেশের সিওনিতে একটি নির্বাচনী সমাবেশের ভাষণে একথা বলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এদিনের ভাষণে তিনি বলেন, কংগ্রেস প্রথমে আদিবাসী সমাজকে অন্ধকারে রেখে লুট করছিল এবং এখন আবার তাদের বিভ্রান্ত করে লুটপাটের জন্য নিজেদেরকে তৈরি করছে। ভাষণে নরেন্দ্র মোদী বিজেপির ক্ষমতায় ফেরার আস্থাও প্রকাশ করেন। তিনি আরও জানান, কংগ্রেস বিজেপির ক্ষমতায় আসা নিয়ে যথেষ্ট সচেতন আর সেকারণেই কংগ্রেস কেবল নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ভান করছে। কংগ্রেসের উদ্দেশ্য শুধুমাত্র অনুদান সংগ্রহ করা। একই সঙ্গে কংগ্রেসে মুখ্যমন্ত্রী পদের জন্য নয়, নিজের ছেলেকে বসানোর লড়াই চলছে। কার ছেলে কংগ্রেসের প্রধান হবেন তা নিয়ে ঝগড়া করছেন কংগ্রেসের দুই বড় নেতা। প্রধানমন্ত্রী মোদী এদিন গরিব কল্যাণ অন্ন যোজনার ৫ বছর বৃদ্ধিকে একটি কৃতিত্ব হিসাবে তুলে ধরেছেন। আগামী ৫ বছরের জন্য দেশের ৮০ কোটি মানুষকে বিনামূল্যে রেশন দেওয়া হবে বলেও মোদী এদিন জানান। কেন্দ্রীয় সরকার এজন্য লক্ষ লক্ষ কোটি টাকা খরচ করবে। কংগ্রেস যখন ক্ষমতায় ছিল তখন লক্ষ লক্ষ কোটি টাকার কেলেঙ্কারি হত, কিন্তু তাদের সরকারে লক্ষ লক্ষ কোটি টাকা খরচ করে মানুষকে বিনামূল্যে খাদ্যশস্য দেওয়া হচ্ছে। তিনি বলেন, কৃষকদের জন্য ইউরিয়ার দাম বাড়াতে দেওয়া হবে না। আমেরিকা ও প্রতিবেশী দেশগুলোতে ইউরিয়া পাওয়া যাচ্ছে ৩ হাজার থেকে ৪ হাজার টাকায় যেখানে ভারতে এর দাম প্রায় ৩০০ টাকা।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, কংগ্রেস সরকার সবসময় একটি পরিবারের গুণকীর্তন গায়। বিজেপি সরকার আদিবাসী মহাপুরুষদের স্থান দিয়েছে। সেজন্য ১৫ নভেম্বর উপজাতি গর্ব দিবস পালন করা হয়। রানি কমলাবতীর নামে ভোপালের রেলস্টেশনের নামকরণ করা হয়েছে। তিনি আরও জানান, সরকার সেই কারিগরদের জন্য প্রধানমন্ত্রী বিশ্বকর্মা স্কিম নিয়ে এসেছে যাদের কংগ্রেস সরকার কখনও জিজ্ঞাসাও করেনি। তিনি উল্লেখ করেন, দেশে মোবাইলের দাম খুবই কম এবং ডাটার দামও অন্যান্য দেশের তুলনায় খুবই কম। তার সরকারের সিদ্ধান্তের কারণেই সেটা সম্ভবপর হয়েছে।

## বাগদায় ১৬ কেজি ৭০ গ্রাম বিদেশি সোনা উদ্ধার, গ্রেফতার ১

বনগাঁ, ৫ নভেম্বর (হি.স.): উত্তর ২৪ পরগণার বনগাঁর ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত থেকে ১৬.৭ কেজি সোনা-সহ একজন পাচারকারীকে আটক করল জওয়ানরা। বাজেয়াপ্ত সোনার আনুমানিক বাজার দর ১০.২৩ কোটি।

রবিবার বিএসএফ সূত্রে জানা গেছে, রানাঘাটে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে কর্তব্যরত ৬৮ ব্যাটালিয়নের জওয়ানরা খবর পেয়েছিলেন, বিপুল অঙ্কের সোনা পাচার করা হবে। এরপরই বাড়ানো হয় নজরদারি। শনিবার রাত ১১ টা নাগাদ এক সন্দেহজনক বাইক আরোহীকে দেখতে পান জওয়ানরা। জওয়ানরা বাইক আরোহীকে থামিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে। এর পর তল্লাশি করা হলে ওই যুবকের কোমরে বাঁধা কাপড়ের বেল্ট থেকে উদ্ধার হয়েছে ১৭টি সোনার বার। আটক করা হয়েছে বাইক চালককে। জানা গিয়েছে, ধৃতের নাম আজর মণ্ডল। বয়স ২৭ বছর। উত্তর ২৪ পরগনার রাজকোলের বাসিন্দা সে। এদিন জেরার মুখে ধৃত যুবক জানিয়েছে, সে অত্যন্ত দরিদ্র। ফুল চাষ করে পেট চালাত। মাস ছয়েক আগে জড়িয়ে পড়ে পাচারে।

## শীতলকুচিতে বাঁশঝাড় থেকে উদ্ধার নিখোঁজ মহিলার ঝুলন্ত দেহ

শীতলকুচি, ৫ নভেম্বর (হি.স.) : কোচবিহারের শীতলকুচি ব্লকের গাদোপোতা গ্রামে বাঁশঝাড় থেকে উদ্ধার নিখোঁজ মহিলার ঝুলন্ত দেহ। রবিবার সকালে ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ঘটনাস্থলে শীতলকুচি থানার পুলিশ পৌঁছে দেহটি উদ্ধার করে নিয়ে যায়।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গত পাঁচদিন ধরে নিখোঁজ ছিলেন ওই মহিলা। থানায় নিখোঁজ ডায়েরিও করা হয় পরিবারের তরফে। এরপর রবিবার বাড়ির পাশে বাঁশঝাড় থেকে উদ্ধার হয় ওই মহিলার ঝুলন্ত দেহ। শীতলকুচি থানার ওসি মৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্তী জানান, দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে। আত্মহত্যা না কি খুন, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

# হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

## মধু দীর্ঘ দিন ভাল রাখবেন কী ভাবে?

উৎসব শেষের সময় থেকেই শীতের আমেজ পড়তে শুরু করেছে। ভোরের দিকে ফ্যান বন্ধ করে গায়ে চাদরটা জড়িয়ে নিতে হচ্ছে। শীত জাঁকিয়ে না পড়লেও, ঘরে ঘরে সর্দিকাশির সমস্যা বাড়ছে পাল্লা দিয়ে। প্রায় সকলেই অল্পবিস্তর জ্বরে কাবু। ঠান্ডা লাগলে ওষুধ তো আছেই, তবে শীতকালীন অসুস্থতা থেকে দূরে থাকার আর একটি ঘরোয়া উপায় হল মধু।

তুলসী পাতার সঙ্গে এক চামচ মধু মিশিয়ে খেলে সত্যিই উপকার পাওয়া যায়। শীতকাল বলে নয়, সারা বছর মধুর গুণে সুস্থ থাকা যায়। অনেকের বাড়িতেই বছরভর মজুত করা থাকে মধু। তবে ভাল মানের মধুও বেশি দিন টাটকা থাকে না। গোটা শীতকাল মধু ভাল রাখার উপায়গুলি জানেন?

রোদ থেকে দূরে রাখুন

শীতে আমসত্ত্ব, আচার, কাসুন্দি, বড়ি রোদে দিলেও, ভুলেও মধু সূর্যের আলোর সংস্পর্শে আনবেন না। মধু সব সময় ঠান্ডা, অন্ধকার জায়গাতেই ভাল থাকে। ঘরের এমন জায়গায় মধু রাখবেন না, যেখানে সূর্যের আলো আসে।

কৌটোর বাঁধন যেন আলগা না হয়

যে কৌটোতে মধু রেখেছেন, তার মুখটি যেন শক্ত করে আটকানো থাকে। কৌটো খুলে মধু নেওয়ার পর মুখটি ভাল করে আটকে দেবেন। কৌটোর মুখ আলগা থাকলে হাওয়া ঢুকে মধু নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তা ছাড়া পিঁপড়ে ধরে যাওয়ারও ভয় থাকে।

শুকনো চামচ

ভেজা চামচ মধুর কৌটোর মধ্যে ঢোকাবেন না। সব সময় চেষ্টা করুন খটখটে শুকনো চামচ দিয়ে মধু বার করার। জল লাগলে মধু বেশি দিন ভাল থাকা সম্ভব নয়। জল মধুর আর্দতা নষ্ট করে দিতে পারে। অতিরিক্ত তরল হয়ে যেতে পারে।

কাচের পাত্রে রাখুন

প্লাস্টিক কিংবা অন্য কোনও পাত্রে মধু রাখার চেয়ে কাচের বয়ামে রাখা শ্রেয়। কাচের পাত্রে রাখলে বেশি দিন ভাল থাকে। মধুর স্বাদও দীর্ঘ দিন বজায় থাকে। আচার কিংবা অন্য কোনও খাবার প্লাস্টিকের কৌটোতে রাখলেও মধু সংরক্ষণের ক্ষেত্রে কাচের বয়াম আদর্শ।

## সাত লক্ষণ: মুঠোফোন হ্যাক হয়ে যাচ্ছে কি না বলে দিতে পারে

স্মার্টফোন ব্যবহার করেন কিন্তু "হ্যাকিং" শব্দটি শোনেননি এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া কঠিন। কাজের সুবিধার্থে স্মার্টফোন যেমন ভাল। তেমন আবার খারাপও। গতির সঙ্গে তাল মেলাতে গিয়ে অত্যধিক যন্ত্রনির্ভর হয়ে পড়েছে মানুষ। আর সেই সুযোগেরই সদ্ব্যবহার করতে চাইছে জালিয়াতেরা। পৃথিবীর যে কোনও প্রান্তে বসে অচেনা কারও ফোনে আড়ি পাতা থেকে তথ্য চুরি সবই সম্ভব হয় হ্যাকিং পদ্ধতিতে। নিজেদের অজান্তেই খ্যাতনামা থেকে সাধারণ মানুষ অনেকেই এই সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন। কারণ, তাঁরা বুঝতেই পারেননি ফোন হ্যাক করার কৌশল। ডিজিটাল যুগে স্মার্টফোন ব্যবহার না করা বোকামি। তবে ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষিত রাখতে কয়েকটি বিষয় মাথায় রাখা জরুরি। ১) দ্রুত ফোনের চার্জ চলে যাওয়া স্বাভাবিকের চেয়ে দ্রুত চার্জ চলে যাওয়াও ফোন হ্যাক হয়ে যাওয়ার লক্ষণ। অনেক সময়ে ফোন বন্ধ থাকলেও পিছনে কিছু কিছু সফওয়্যার চালু থাকে বলে অনবরত চার্জ শেষ হতে থাকে। তবে ফোন সত্যিই হ্যাক হয়ে গিয়ে থাকলে সাধারণ মানুষের পক্ষে তা ধরা সহজ নয়। কাজেই সন্দেহ হলে সাইবার বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নেওয়াই বুদ্ধিমত্তার পরিচয়।

২) ফোন গরম হয়ে যাওয়া

চার্জে বসালে অনেক সময়েই ফোনের বাইরের অংশ গরম হয়ে যায়। কিন্তু চার্জে না বসিয়েই যদি হঠাতঅস্বাভাবিক ভাবে ফোন গরম হয়ে যায়, সে ক্ষেত্রে ধরে নিতে হবে, আপনার বাইরে অন্য কেউ চুপিসাড়ে সেই ফোনের দখল নিয়েছে। ৩) ফোনের গতি কমে যাওয়া ফোনের র‍্যামের উপর অতিরিক্ত চাপ পড়লে তার গতি কমে যাওয়া স্বাভাবিক। তাই মাঝে মধ্যেই অবাঞ্ছিত তথ্য মুছে দিয়ে ফোনের মেমরি এবং র‍্যাম ফাঁকা করে রাখেন অনেকে। তাতে ফোনের কাজ করার গতি বেড়ে যায়। কিন্তু ফোনে যদি কোনও ভাইরাস আক্রমণ করে থাকে সে ক্ষেত্রে ফোনের গতি শ্লথ হয়ে পড়ে। স্মার্টফোনে থাকা ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষিত রাখতে কয়েকটি বিষয় মাথায় রাখা জরুরি। ৪) অচেনা নম্বর থেকে ফোন বা মেসেজ আসা বার বার অজানা অচেনা নম্বর থেকে ফোন বা বার্তা আসা ফোন হ্যাক হয়ে যাওয়ার লক্ষণ। আবার আপনার অজান্তেই আপনার মোবাইল থেকে কারও কাছে ফোন বা বার্তা চলে গেলেও তা বিপদের সঙ্কেত হতে পারে। বিশেষত, অজান্তে ফোন বা মেসেজ চলে যাওয়ার ঘটনা ঘটলে অবিলম্বে বিশেষজ্ঞদের সহায়তা নিতে হবে। ৫) গ্যালারিতে অবাঞ্ছিত কিছু ঢুকে পড়া তোলা হয়, তা সাধারণত গ্যালারিতে সেভ করা থাকে। কিন্তু যে তথ্য বা ছবি আপনি তোলেননি বা আপনাকে কেউ পাঠাননি, তেমন কিছু যদি হঠাতফোনের গ্যালারিতে দেখতে পান, ততণাতসতর্ক হতে হবে। সাধারণত ভাইরাস আক্রমণেই এমন অদ্ভুত ঘটনা ঘটে থাকে। ৬) ডেটাপ্যাক শেষ হয়ে যাওয়া সারা দিনে খুব বেশি মোবাইল ব্যবহার না করেনও দ্রুত ফুরিয়ে যাচ্ছে প্রাত্যহিক ডেটা? হ্যাক হয়ে থাকতে পারে ফোন। ফোন হ্যাক হয়ে গিয়ে থাকলে অনেক ক্ষেত্রেই ব্যবহারকারীর অজান্তেই ফোনে চলতে থাকে একাধিক অ্যাপ ও সফঅয়্যার। এই ধরনের অ্যাপ ও সফঅয়্যারের মাধ্যমে চুরি যায় তথ্য। ৭) অবাঞ্ছিতপপ আপ্স বিভিন্ন অসুরক্ষিত ওয়েবসাইটে প্রবেশ করলে বিভিন্ন ধরনের ম্যালঅয়্যার বা ক্ষতিকর সফঅয়্যার ফোনে ঢুকে যায়। এই ধরনের ওয়েবসাইট যে তথ্য চুরি করে, তা কাজে লাগিয়ে ফোনে ক্রমাগত পপ আপ বিজ্ঞাপন আসতে পারে। এই ধরনের অযাচিত ও ক্ষেত্রবিশেষে অশ্লীল পপ আপ বিজ্ঞাপনে হাত পড়লেই সমস্যা।

## শীত আসার আগেই সর্দি-কাশিতে কাবু

শীত আসুক না-ই বা আসুক, সর্দি-কাশির প্রকোপ কিন্তু ঘরে ঘরে শুরু হয়ে গিয়েছে। ট্রামে, বাসে, ট্রেনে, অফিসে হাঁচি, কাশির শব্দে মুখর। শীতকাল না আসতেই এই অবস্থা। জাঁকিয়ে শীত পড়লে কী হবে, তা নিয়ে আশঙ্কিত অনেকেই। শীতের আবহে প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়। ফলে যে কোনও রোগই খুব তাড়াতাড়ি শরীরে জাঁকিয়ে বসে।

বিশেষ করে এই মরসুমে জ্বর, সর্দি-কাশিতে নাজেহাল হয়ে পড়া খুব স্বাভাবিক। শীতকালে শরীরের প্রতি বাড়তি সচেতনতা প্রয়োজন। তার জন্য জীবনযাত্রায় বদল আনার পাশাপাশি খাওয়াদাওয়ায় খানিক বদল আনা জরুরি। এই আবহাওয়ায় সুস্থ থাকতে কোন খাবারগুলি বেশি করে খাওয়া প্রয়োজন? কাঁচা হলুদ

কাঁচা হলুদ প্রদাহ-বিরোধী। অ্যান্টিভাইরাল ও অ্যান্টিফাঙ্গাল কাঁচা হলুদ যে কোনও রকম সংক্রমণের হাত থেকে শরীরে সুস্থ রাখে। শীত বলে নয়, সারা বছর সুস্থ থাকতে কাঁচা হলুদ খেতে পারেন।

রসুন- ফ্লু জাতীয় কোনও সমস্যা বা ভাইরাসজনিত রোগের সঙ্গে লড়তে শক্তি জোগায় রসুন। শীতকালীন গলা ব্যথার হাত থেকেও নিমেষে মুক্তি দেয় রসুন। গরম ভাতে কাঁচা রসুন বেশ উপকারী। তবে কাঁচা রসুন খেতে সমস্যা হলে রান্নায় বেশি করে রসুন দিতে পারেন।

আদা- ভিটামিন, ম্যাগনেশিয়াম, ম্যাঙ্গানিজ সমৃদ্ধ আদা বিপাক পদ্ধতিতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। আদার অ্যান্টি ব্যাক্টেরিয়াল বৈশিষ্ট্য বিভিন্ন সংক্রমণের হাত থেকে শরীরকে রক্ষা করে। সেই সঙ্গে হজমের গোলমাল থেকেও দূরে রাখতে সাহায্য করে আদা।

ভিটামিন সি সমৃদ্ধ ফল

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে ভিটামিন সি শরীরের জন্য খুবই উপকারী। কমলালেবু, পালং শাক, লঙ্কা, লেটুস ইত্যাদি ফল এবং শাকসব্জিতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি পাওয়া যায়। অনেকে আবার ভিটামিনের সাপ্লিমেন্টও খান। তবে চিকিতকরা বলেন, সাপ্লিমেন্টের বদলে ভিটামিন সমৃদ্ধ ফল ও সব্জি খাওয়াই বেশি উপকারী।

## শীতকালীন অসুস্থতার ঝুঁকি এড়াতে চান?

শীতকালে সর্দি-কাশি, জ্বর লেগেই আছে। শীতকাল পড়তেই নানা সংক্রমণ জাঁকিয়ে বসতে শুরু করে শরীরে। তবে শীতকাল এখনও সেই ভাবে পড়েনি। ঠান্ডার একটা আমেজ পড়লে শীত বঙ্গে ঢুকতে এখনও কিছুটা দেরি। তবে এখন থেকে সতর্ক হওয়া জরুরি। শীতকালীন রোগবালাই থেকে দূরে থাকতে খাওয়াদাওয়ায় একটু বাড়তি গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। সুস্থ থাকতে কোন খাবারগুলি বেশি করে খাবেন?

সাইট্রাস জাতীয় ফল

কমলালেবু, পাতিলেবু, আঙুর হল সাইট্রাস জাতীয় ফল। এই ধরনের ফলে ভিটামিন সি-র পরিমাণ অনেক বেশি। এই ভিটামিন শরীরকে ভিতর থেকে সুস্থ থাকতে সাহায্য করে। রোগের সঙ্গে লড়াই করতে চাই প্রতিরোধ ক্ষমতা। এই ফলগুলি খেলে ভিতর থেকে সেই শক্তি পাওয়া যাবে। দই দই হল প্রোবায়োটিক উপাদন সমৃদ্ধ খাবার। প্রোবায়োটিক শরীরের খেয়াল রাখতে পারে। প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। রোগবালাইয়ের সঙ্গে লড়াই করতে শরীরে বাড়তি শক্তি জোগায় দই। শীতে সুস্থ থাকতে টক দই খান বেশি করে। আদা রান্নার স্বাদ বৃদ্ধির পাশাপাশি আদা শরীরের খেয়াল রাখতেও সমান উপকারী। বিশেষ করে সর্দি-কাশির ঝুঁকি এড়াতে আদার জুড়ি মেলা ভার। রান্নায় আদা তো ব্যবহার করবেনই, তবে আদা দিয়ে চা বানিয়েও খেতে পারেন। স্বস্তি পাবেন। সবুজ শাকসব্জি শীতকাল মানেই মরসুমি সব্জিতে বাজার ছেয়ে যাবে। সবুজ শাকসব্জিতে রয়েছে মিনারেলস, ভিটামিন, অ্যান্টিঅক্সিড্যান্টের মতো উপাদান। এগুলি শরীরের প্রতিরোধ শক্তি বৃদ্ধি করে। সংক্রমণ- জাতীয় রোগের ঝুঁকি কমায় সবুজ শাকসব্জি।

## জলের ঘাটতি পূরণে ডাবের জল না কি ফলের রস?

আবহাওয়ায় ঠান্ডা আমেজ পড়তে শুরু করলে জল খাওয়ার প্রবণতা কমে যায়। পর্যাপ্ত জল না খেলে শরীরে জলের ঘাটতি দেখা দেয়। জলের অভাবে নানা শারীরবৃত্তীয় কাজ রুখে যেতে পারে। পেশিতে টানও পড়তে পারে। শরীরে তরল এবং নানা রকম খনিজের ভারসাম্য বজায় রাখতে আবহাওয়া বদলের সময়ে ডাবের জল, ফলের রস খাওয়ার পরিমাণ বাড়িয়ে দেন অনেকে।

কিন্তু পুষ্টিগুণের বিচারে এই দুই পানীয়ের মধ্যে কোনটি শরীরের জন্য ভাল তা হয়তো অনেকেই জানেন না।

পুষ্টিবিদেরা বলছেন, অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট এবং বিভিন্ন খনিজে ভরপুর ডাবের জল। তা ছাড়াও ভিটামিন এ, বি, সি এবং ই রয়েছে এই পানীয়ে। সব চেয়ে বড় বিষয় হল ডাবের জলে ক্যালোরির পরিমাণ ফলের রসের চেয়ে প্রায় ৬০ শতাংশ কম। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ফলের মধ্যে থাকা শর্করাকে নিরাপদ বলে চিহ্নিত করা হয়। তবে ডাবের জলে যে ধরনের শর্করা থাকে, তা ডায়াবিটিস রোগীদের ক্ষেত্রে আরও অনেক বেশি নিরাপদ।

## নিয়মিত জিমে গিয়েও ওজন ঝরাতে পারছেন না?

হাড়, দাঁতের স্বাস্থ্য ভাল রাখতে একটা বয়সের পর প্রয়োজন বুঝে ভিটামিন ডি খাওয়ার পরামর্শ দেন চিকিতকেরা। তবে শুধু হাড় বা দাঁতের জন্য নয়, শারীরবৃত্তীয় নানা কাজের জন্য প্রয়োজন এই উপাদান। ক্যালশিয়াম এবং ফসফরাসের মতো খনিজ শোষণ করতেও সাহায্য করে এই ভিটামিন। শরীরের জন্য অপরিহার্য ভিটামিন ডি, স্বাভাবিক ভাবে শরীরেই তৈরি হওয়ার কথা।

তবে বয়সজনিত বা শারীরিক কোনও সমস্যার কারণে যদি পর্যাপ্ত ভিটামিন তৈরি না হয়, সে ক্ষেত্রে আলাদা করে ওষুধ খাওয়ার পরামর্শ দেন চিকিতকেরাই। কিন্তু শরীরে যে ভিটামিন ডি তৈরি হচ্ছে না, তা পরীক্ষা না করিয়ে বুঝবেন কী করে?

১) ঘন ঘন অসুস্থ হয়ে পড়া

আবহাওয়ায় শীতের আমেজ পড়তে না পড়তেই সর্দি-কাশি-হাঁচি খেলা দেখাতে শুরু করেছে? ভিটামিন ডি-র অভাব হলে এই ধরনের সমস্যা দেখা যায়। শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে তুলতে ভিটামিন ডি-র ভূমিকা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। মরসুমি ফ্লু, সর্দি-কাশি, ঠান্ডা লাগা থেকে সুরক্ষিত রাখতে সাহায্য করে ভিটামিন ডি।

২) সারা গায়ে ব্যথা

সাধারণত কোমর, হাঁটু বা পায়ের নির্দিষ্ট কোনও অংশে ব্যথা হলে, তা নিয়ে হাড় এবং দেহের বিভিন্ন পেশিতে ব্যথা, অস্থিসন্ধির সমস্যা কিংবা মেরুদণ্ডে দীর্ঘস্থায়ী ব্যথা দেখা দিলে ভিটামিন ডি-র মাত্রা পরীক্ষা করে দেখে নেওয়া ভাল।

৩) মুখগহ্বরের রোগ

নিয়মিত দাঁত মাজা কিংবা মাউথওয়াশ ব্যবহার করার পরেও মাড়ি থেকে রক্ত পড়া, দাঁত ক্ষয়ে যাওয়ার মতো সমস্যা নির্মূল করা যাচ্ছে না। চিকিতকেরা বলছেন, রক্তে ভিটামিন ডি-এর ঘাটতি থাকলে এই ধরনের সমস্যা হওয়া খুব স্বাভাবিক। কারণ, রক্তে এই ভিটমিনের অভাব হলে ক্যালশিয়াম শোষণ করা কঠিন হয়ে যায়। ফলে হাড়, দাঁতের স্বাস্থ্য খারাপ হয়। ৪) মানসিক স্বাস্থ্যের অবনতি ভিটমিন ডি-র মাত্রা কম হলে মানসিক চাপ এবং উদ্বেগ দেখা দিতে পারে। ফলে মন-মেজাজ বিগড়ে থাকে। অতিরিক্ত ক্লান্তিও গ্রাস করতে পারে। ২০২০ সালে ন্যাশনাল লাইব্রেরি অফ মেডিসিন-এ প্রকাশিত একটি গবেষণা থেকে জানা যায়, ভিটামিন ডি-র জোগান পর্যাপ্ত থাকলে নেতিবাচক ভাবনা-চিন্তাও দূরে থাকে। ৫) ওজন ঝরাতে সমস্যা নিয়মিত জিম, ডায়েট করে কিছুতেই ওজনে মেশিনের কাঁটা উল্টো দিকে ঘোরাতে পারছেন না? রক্তে ভিটামিন ডি-র অভাব হলে দেহ থেকে মেদ ঝরানোর কাজটি কঠিন হয়ে পড়ে। ডাবের জলে ক্যালোরির পরিমাণ ফলের রসের চেয়ে প্রায় ৬০ শতাংশ কম।

কিন্তু ফলের রসে যে পরিমাণ ফাইবার থাকে, তা আবার ডাবের জলে থাকে না। তাই অন্ত্র ভাল রাখা বা হজমে সাহায্য করার বিষয়ে ডাবের জলের চেয়ে এগিয়ে রয়েছে ফলের রস। আবার, শরীরে সোডিয়াম, পটাশিয়াম, ম্যাগনেশিয়ামের মতো খনিজের পরিমাণ ঠিক রাখতে ফলের চেয়ে ডাব ভাল। শরীরে জলের অভাব পূরণেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এই পানীয়।

## মহিলারা ফিট থাকতে ভরসা রাখতে পারেন ড্রাই ফ্রুটে

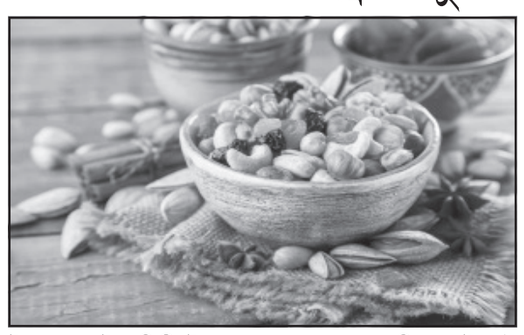

বয়সের চাকা ৩০-এ পৌঁছলেই একটু সতর্ক হওয়া জরুরি। তিরিশের পর থেকে রোগের সঙ্গে লড়াই করার ক্ষমতা ধীরে ধীরে কমতে থাকে। ফিটনেসেও খানিক ভাটা পড়ে। অল্প শারীরিক পরিশ্রমেও দুর্বল হয়ে পড়ে শরীর। তাই সুস্থ থাকতে অনেকেই শরীরচর্চায় জোর দেন। স্বাস্থ্যকর খাওয়াদাওয়া করেন। তবে সুস্থ থাকতে এগুলিই একমাত্র রাস্তা নয়। পুষ্টিবিদদের মতে, স্বাস্থ্যকর খাবারের তালিকা অতি দীর্ঘ। কোনটা ছেড়ে কোনটা খাবেন, বুঝতে পারেন না অনেকেই। তবে স্বাস্থ্যকর খাবারের ভিড়ে বেছে নিতে পারেন ড্রাই ফ্রুটস। কোনগুলি বেশি করে খাবেন?

কাজু ড্রাই ফ্রুটসের মধ্যে কাজুর জনপ্রিয়তা কম নয়। এটি খেতে যেমন সুস্বাদু, স্বাস্থ্যকরও বটে। তবে রান্নার উপকরণ হিসাবে কাজুর যত পরিচিতি, ড্রাই ফ্রুট হিসাবে ততটা নয়। কিন্তু সুস্থ থাকতে কাজু খেতে হবে বেশি করে। নিয়ম করে না হলেও কাজু খাওয়ার অভ্যাস বজায় রাখা জরুরি।

কাঠবাদাম

শরীর সুস্থ রাখতে কাঠবাদামের জুড়ি মেলা ভার। কাঠবাদামে রয়েছে স্বাস্থ্যকর ফ্যাট, ভিটামিন ই, ম্যাগনেশিয়ামের মতো উপাদান। এই প্রতিটি উপাদান শরীরের অন্দরে পুষ্টি জোগায়। রোগবালাইয়ের ঝুঁকি কমায়।

পেস্তাপায়েস কিংবা ফ্রায়েড রাইসে দিলে সুগন্ধ ম ম করে চারিদিকে। তবে রান্নায় স্বাদ এবং গন্ধ আনা ছাড়াও পেস্তা কিন্তু ড্রাই ফ্রুট হিসাবে মন্দ নয়। স্বাস্থ্যকর ফ্যাট ছাড়াও পেস্তায় রয়েছে প্রোটিন, ফাইবার, অ্যান্টিঅক্সিড্যান্টের মতো উপাদান। যা শরীরের যত্ন নেয় ভিতর থেকে।

## ভুঁড়ি কিছুতেই কমছে না?

সর্দি-কাশি হলেই বাড়ির দিদিমা-ঠাকুমারা বলেন তুলসী পাতা চিবিয়ে খেতে। তাতেই নাকি দ্রত রেহাই মিলবে! আয়ুর্বেদ শাস্ত্র অনুযায়ী, বিভিন্ন রোগ ঠেকাতে তুলসী পাতা দারুণ উপকারী। তবে শুধু পাতাই নয়, তুলসীর বীজও শরীর চাঙ্গা রাখতে কার্যকর। কুলফি, ফালুদার স্বাদ বৃদ্ধি করতে এই বীজ ব্যবহার করা হয়।

অনেকেই বোধ হয় সেই খাবার চেখেও দেখেছেন। তবে এই বীজের স্বাস্থ্যগুণ অনেকেরই অজানা। জেনে নিন, এই বীজ খাওয়া কেন স্বাস্থ্যকর? ১) রোজ নিয়ম করে জলে ভিজিয়ে রাখা তুলসীর বীজ খেলে হজম ভাল হয়। ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিডে ভরপুর এই বীজ খিদে কমাতে সাহায্য করে। ওজন কমাতেও বেশ সহায়ক। ২) কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যায় ভুগছেন? এই সমস্যার সমাধানে তুলসীর বীজের উপর নির্ভর করতেই পারেন। এই বীজ গরম জল বা দুধের সঙ্গে মিশিয়ে খেলে গ্যাসের ব্যথায় আরাম পাবেন, কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা থেকেও রেহাই পেতে পারেন। ৩) তুলসীর বীজে উপস্থিত ডায়েটারি ফাইবার রক্তের শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে। নিয়মিত এই বীজ খেলে ডায়াবেটিক রোগীদের স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়। ৪) তুলসীর বীজে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টি-অক্সিড্যান্ট এবং ফ্ল্যাভোনয়েড থাকে, যা ত্বকের পক্ষে খুব ভাল। নারকেল তেলের সঙ্গে মিশিয়ে এই বীজ ব্যবহার করলে এগজিমা এবং সোরিয়াসিসের মতো ত্বকের রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। তুলসীর বীজে উপস্থিত অ্যান্টি-অক্সিড্যান্ট চুলের বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। ৫) তুলসীর বীজ রক্ত পাতলা করে শরীরে রক্তের সঞ্চালন বাড়ায়। ফলে রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতেও সাহায্য করে। কী ভাবে খাওয়া যায় এই বীজ? জল কিংবা দুধে ভিজিয়ে রোজ নিয়ম করে এই বীজ খাওয়া যেতে পারে। এ ছাড়া স্বাস্থ্যকর স্মুদিতে, দইয়ের সঙ্গে মিশিয়ে কিংবা পুডিংয়েও তুলসীর বীজ মিশিয়ে খেতে পারেন।

রবিবার আগরতলায় কেমিস্ট এন্ড ড্রাগিস্টএর উদ্যোগে এক স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হয়। ছবি- নিজস্ব।

## জম্মু কাশ্মীরের রেলওয়ে ক্রসিংয়ে অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির দেহ উদ্ধার

শ্রীনগর, ৫ নভেম্বর (হি.স.) : জম্মু কাশ্মীরে রেলওয়ে ক্রসিংয়ে এক অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির দেহ উদ্ধার হয়। রবিবার সকালে জম্মু কাশ্মীরের জাতীয় সড়ক-৪৪-এর কাছে রেলওয়ে ক্রসিংয়ে এক ব্যক্তির দেহ পড়ে থাকতে দেখে নওগাম থানার পুলিশের একটি দল।

নওগাম থানার পুলিশ জানিয়েছে, প্রাথমিক তদন্তে মৃতের শরীরে কোনও আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায়নি। ওই ব্যক্তি রাতের দিকে অত্যন্ত কম তাপমাত্রায় বাইরে ছিলেন সেজন্য তাঁর ঠাণ্ডায় মৃত্যু হয়েছে বলে পুলিশ অনুমান করছে। পুলিশের অনুমান মৃত ব্যক্তির বয়স কমপক্ষে ৩০ বছর হবে। ময়নাতদন্তের জন্য পুলিশ মৃতদেহ এসএমএইচএস হাসপাতালে পাঠিয়েছে। পুলিশের এক আধিকারিক জানান, মৃতদেহ উদ্ধারের পর পরবর্তী আইনী প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে।

## কেদারনাথ দর্শনে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী

দেহরাদুন, ৫ নভেম্বর (হি.স.) : রবিবার কেদারনাম ধাম দর্শনে যান কংগ্রেস নেতা ও প্রাক্তন জাতীয় সভাপতি রাহুল গান্ধী। তিনি এদিন কেদারনাথ ধামে গিয়ে প্রার্থনা জানান।

এদিন বিমানে করে কেদারে পৌঁছন রাহুল গান্ধী। তারপর তিনি সেখানে বাবার ধামে পৌঁছে প্রার্থনা জানান ও পুরোহিতদের সঙ্গে দেখা করেন। কেদারনাথ দর্শন রাহুল গান্ধীর ব্যক্তিগত সফর বলে জানা গিয়েছে। রাহুল গান্ধী তাঁর আজকের উত্তরাখণ্ড সফরে দলীয় আধিকারিকদের সঙ্গে দেখা করার কোনও কর্মসূচি নেননি। এদিনে তাঁর সফরের বিষয়টিও সম্পূর্ণ গোপন রাখা হয়েছে। কোথায় তিনি থামবেন, কোথায় থাকবেন? সেসম্পর্কে কোনও তথ্যও জানানো হয়নি। আপাতত মঙ্গলবার কেদারনাথ থেকে দিল্লির উদ্দেশে রওনা হওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে রাহুল গান্ধীর।

## উলুবেড়িয়ায় পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু দুই বাইক আরোহীর

উলুবেড়িয়া, ৫ নভেম্বর (হি.স.) : হাওড়ায় উলুবেড়িয়ায় ১৬ নম্বর জাতীয় সড়কে রাজাপুর থানার শুড়িখালি হাসপাতালে ভর্তি থাকা আত্মীয়াকে দেখতে যাওয়ার সময় পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল দুই বাইক আরোহীর। দুর্ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার গভীর রাতে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতেরা হলেন শেখ সাবির আলি মিদ্দে (৩৭) এবং শেখ সুদান (৪৮)। শেখ সাবির আলি মিদ্দে হাওড়ার সাঁকরাইল থানার সুলাটি সিপাইপাড়ার বাসিন্দা। আরেকজন পাঁচলা থানার জয়নগরের বাসিন্দা। মৃত যুবকদের এক আত্মীয় উলুবেড়িয়া মেডিক্যাল কলেজে চিকিৎসাধীন। শনিবার রাতে দুটি বাইকে চেপে ৪ যুবক তাঁকে দেখতে আসছিলেন। একটি বাইকে সাবির ও সুদান ছিলেন। রাত ১টা নাগাদ শুড়িখালির কাছে সাবিরদের বাইকটি নিয়ন্ত্রণ হারায়। ডিভাইডারে ধাক্কা মারলে দুজনেই রাস্তায় ছিটকে পড়েন।

## এখন থেকে তিন বাহিনীর সব পদের মহিলারা সমান ছুটি পাবেন : রাজনাথ সিং

নয়াদিল্লি, ৫ নভেম্বর (হি.স.) : এখন থেকে নৌবাহিনী, বিমান বাহিনী ও সেনাবাহিনীর বিভিন্ন পদে নিযুক্ত মহিলারা মাতৃত্বকালীন ও শিশুসুরক্ষার জন্য সমান ছুটি পাবেন বলে জানিয়ে দিলেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। রবিবার এক্স-এ পোস্ট করে রাজনাথ সিং একথা জানান।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং জানান, এখন থেকে তিন বাহিনীর সব পদের মহিলাদের মাতৃত্বকালীন ও শিশু যত্নের জন্য সমান ছুটি দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। ছুটির নিয়মগুলি বাড়ানোসহ সেগুলিকে সমানভাবে প্রয়োগ করার ফলে সশস্ত্র বাহিনীতে থাকা সমস্ত মহিলা তাদের পেশাদার এবং পারিবারিক জীবনে আরও ভাল ভারসাম্য বজায় রাখতে পারবে।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং সশস্ত্র বাহিনীতে মহিলা সৈনিক, নাবিক এবং বিমান যোদ্ধাদের জন্য মাতৃত্বকালীন, শিশু যত্ন এবং শিশু দত্তক নেওয়ার জন্য নিয়ম বাড়ানোর প্রস্তাব অনুমোদন করেছেন। এই নিয়ম প্রকাশের ফলে সেনাবাহিনীতে সব মহিলা সমান ছুটি পাবেন। সেটা কোনও মহিলা আধিকারিক থেকে শুরু করে সেনাবাহিনীতে অন্য যেকোনও পদে কর্মরত মহিলাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

ছুটির নিয়ম বাড়ানোর ফলে মহিলা সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের পারিবারিক ও সামাজিক সমস্যা মোকাবিলায় সাহায্য করবে। এটি সেনাবাহিনীতে মহিলাদের কাজের অবস্থার উন্নতি করবে। তাদের পেশাদার ও পারিবারিক জীবনের ক্ষেত্রে আরও ভাল ভারসাম্য বজায় রাখতে সহায়তা করবে। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং সব সময়ই বিশ্বাস করেন যে সব ক্ষেত্রেই মহিলাদের পুরুষদের সমান হওয়া উচিত। এই কারণেই তিনটি পরিষেবাতেই মহিলাদের সৈনিক, নাবিক এবং বিমান যোদ্ধা হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করে কেন্দ্রীয় সরকার একটি দৃষ্টান্ত পরিবর্তনের স্থাপনা করেছেন।

## বীরভূমে দুর্ঘটনার কবলে যাত্রীবোঝাই বাস, আহত কমপক্ষে ৫০

নলহাটি, ৫ নভেম্বর (হি.স.) : মুর্শিদাবাদে উদ্দেশ্যে যাওয়ার সময়ার সময় বীরভূমের নলহাটিতে বাস-ডাম্পারের সংঘর্ষে ভয়াবহ দুর্ঘটনা নলহাটিতে। ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার সকালে। ঘটনায় আহত অন্তত ৪০ জন। যাত্রীদের মধ্যে পুরুষ-মহিলার পাশাপাশি ছিল শিশুরাও। তাদের মধ্যে কেউ-কেউ আহত হয়েছে বলে খবর। স্থানীয় সূত্রে খবর, এদিন বেলা দশটা নাগাদ মুর্শিদাবাদের উদ্দেশ্যে একটি বাস যাচ্ছিল। সেই সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাসটি একটি ডাম্পারকে ধাক্কা মারে। ঘটনাটি ঘটেছে রানিগঞ্জ-মোড়গ্রাম ১৪ নম্বর জাতীয় সড়কের নলহাটি থানার মহেশপুর গ্রামের কাছে। বাসটির সামনের অংশ পুরো দুমড়ে-মুচড়ে গিয়েছে। জানা গেছে, ওই বাসটিতে পঞ্চাশ জন যাত্রী ছিলেন। তাঁদের মধ্যে চল্লিশ জনই গুরুতর আহত হয়েছেন। গুরুতর আহত হয়েছেন আরও দশজন। আহতদের উদ্ধার করে লোহাপুর ব্লক হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয়েছে। নলহাটি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাস ও ডাম্পারটি আটক করেছে।

## হরিয়ানার আম্বালায় বিদ্যুতের তারের স্পর্শে ট্রাক, আগুন লেগে জীবন্ত পুড়ে মৃত্যু চালকের

চন্ডিগড়, ৫ নভেম্বর (হি.স.) : হরিয়ানার আম্বালা জেলায় আম্বালা-যমুনানগর সড়কে রবিবার একটি ট্রাকের সঙ্গে বিদ্যুতের তারের স্পর্শে ট্রাকে আগুন লেগে চালকের মৃত্যু হয়। খবর পেয়ে মুলানা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠিয়েছে।পুলিশ জানিয়েছে, মৃত ট্রাক চালকের নাম, বলবীর সিং। তিনি রবিবার ভোরে ট্রাক চালিয়ে আম্বালা-জগধরি রোডের (মুলানা) মরিচ ধাবায় কাছে পৌঁছোলে ট্রাকটি ওভারহেডের তারের স্পর্শ হওয়ায় দুর্ঘটনাটি ঘটে। ট্রাকটি বৈদ্যুতিক তারে স্পর্শ করলে সঙ্গে সঙ্গে ট্রাকে আগুন ধরে যায়। কিছুক্ষণের মধ্যেই ট্রাক থেকে আগুনের শিখা বেরোতে শুরু করে। আগুনে চালক জীবন্ত অবস্থায় পুড়ে যান। ট্রাকটি বালি ভর্তি ছিল। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে মুলানা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে চালকের মৃতদেহ উদ্ধার করে। তারপর পুলিশ বলবীরের পরিবারকে খবর দেয়।

## হরিয়ানার বাহাদুরগড়ে একই পরিবারের তিনজনের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

ঝাজ্জর, ৫ নভেম্বর (হি.স.) : হরিয়ানা রাজ্যের বাহাদুরগড়ের গঙ্গাদোয়া গ্রামে রবিবার একই পরিবারের তিনজনের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। জানা গিয়েছে, পারিবারিক অশান্তির জেরেই নিজের দুই সন্তানকে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন এক ব্যক্তি। পুলিশ মৃতদেহ তিনটি উদ্ধার করে তদন্ত শুরু করেছে। মৃতদেহগুলো বাহাদুরগড় হাসপাতালে রাখা হয়েছে। মৃত ব্যক্তির নাম, করমবীর (৩৭)। তিনি বাহাদুরগড়ের গাংদোয়া গ্রামের বাসিন্দা আগে দিল্লিতে বাস চালাতেন। শনিবার রাতে ডিউটি করে বাড়িতে ফিরেছিলেন। রাতে কোনো কারণে তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে ঝামেলা হয়। ঝগড়া বাড়লে স্ত্রী, তাঁর বাপের বাড়িতে চলে যায়। করমবীর ছাড়াও বাড়িতে ছিল তার দুই সন্তান, মেয়ে মুসকান (১৩) ও ছেলে তনুজ (১১)। স্ত্রী ফিরে এসে তিনজনকেই একটি ঘরে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান। প্রাথমিক তদন্তে বদলী থানার পুলিশ জানিয়েছে, পারিবারিক কলহের জেরে করমবীর প্রথমে তাঁর দুই সন্তানকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে পরে নিজে আত্মহত্যা করেন। বদলী থানার পুলিশ তিনটি মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য বাহাদুরগড়ের সিভিল হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়েছে।

## অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লোকসভা কেন্দ্রে প্রার্থী হচ্ছেন নওসাদ সিদ্দিকি

ডায়মন্ড হারবার, ৫ নভেম্বর (হি.স.) : তৃণমূল সাংসদ তথা তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লোকসভা কেন্দ্রে প্রার্থী হচ্ছেন ভাঙড়ের বিধায়ক তথা আইএসএফ নেতা নওসাদ সিদ্দিকি। ইতিমধ্যেই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুগামী তৃণমূল নেতারা তাঁর সাথে যোগাযোগ রাখছেন বলে দাবি আইএসএফ নেতার। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় নিশ্চিত হারছেন বলেই আত্মবিশ্বাসী তিনি।

শুধু তাই নয়, একই সঙ্গে কাঁথি এবং তমলুকে যদি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রার্থী হন তাহলে যে পরাজিত হবেন তিনি। সেই বিষয়েও নিশ্চিত নওশাদ সিদ্দিকি। তিনি বলেন, "আমি ডায়মন্ড হারবারের বর্তমান সাংসদকে প্রাক্তন সাংসদ বানাবো। দল অনুমোদন দিলে আমি ডায়মন্ড হারবার থেকে লোকসভা ভোটের জন্য লড়াই করব। বলা হয় ডায়মন্ড হারবার মডেল। তবে পঞ্চায়েত ভোটের সময় আমরা দেখতে পেলাম ডায়মন্ড হারবার মডেল কী?"

## চালসায় বিশালাকার কিং কোবরা উদ্ধার

চালসা, ৫ নভেম্বর (হি.স.) : জলপাইগুড়ির মেটেলি ব্লকের দক্ষিণ ধূপঝোরার একটি বেসরকারি রিসর্ট থেকে বিশালাকার কিং কোবরা উদ্ধার হল। রবিবার সকালে ওই কিং কোবরাটি উদ্ধার করা হয়।

জানা গেছে, এদিন রিসর্টের কর্মীরা কিং কোবরাটিকে রিসর্টের ভিতরে ঘোরাফেরা করতে দেখে। এরপরই আতঙ্কিত হয়ে পড়েন সকলে। খবর দেওয়া হয় সর্পপ্রেমী দিবস রাইকে। দিবস এসে প্রায় আধ ঘণ্টার প্রচেষ্টায় কিং কোবরাটিকে উদ্ধার করে। দিবস জানায়, কিং কোবরাটি লম্বায় প্রায় ১০ফুট। সেটি সুস্থ আছে। বনদফতরের সাহায্যে সেটিকে জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হবে।

## হরিয়ানার আম্বালায় বিদ্যুতের তারের স্পর্শে ট্রাক

চন্ডিগড়, ৫ নভেম্বর (হি.স.) : হরিয়ানার আম্বালা জেলায় আম্বালা-যমুনানগর সড়কে রবিবার একটি ট্রাকের সঙ্গে বিদ্যুতের তারের স্পর্শে ট্রাকে আগুন লেগে চালকের মৃত্যু হয়। খবর পেয়ে মুলানা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠিয়েছে।

## বায়ু দূষণের কবলে পাঞ্জাব, মাস্ক পরে বেরোনোর পরামর্শ সরকারের

চণ্ডীগড়, ৫ নভেম্বর (হি.স.) : বর্তমানে ব্যাপক দূষণের কবলে রয়েছে পাঞ্জাবের প্রায় ১৫টি জেলা। রবিবার রাজ্যের জনগণেকে মাস্ক পরে বাইরে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছে পাঞ্জাব সরকার।

এছাড়াও এই দূষণের কারণে কী ধরনের ক্ষতি হয় এবং এর প্রতিরোধের বিষয়েও তথ্য দেওয়া হয়েছে। সরকার জনগণকে মর্নিং ওয়াক না করার এবং সূর্য্যোদয়ের পরই ঘর থেকে বের হওয়ার পরামর্শ দিয়েছে। শুধুমাত্র প্রয়োজনীয় পরিস্থিতিতে বাড়ি থেকে বের হওয়ার পরামর্শ দেন।

সরকারি নির্দেশনা অনুযায়ী, গর্ভবতী মহিলা, ছোট শিশু এবং হাঁপানি রোগীদের বাড়ির বাইরে বের হতে দেওয়া উচিত নয়। সামান্য কাশি হলেও ডাক্তারের পরামর্শ নিন এবং ওষুধ খান। পাঞ্জাব দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ জানিয়েছে, এই দূষণের প্রভাব ধীরে ধীরে কমে যাবে, তবে এর প্রভাবে মারাত্মক পরিণতি হতে পারে। এমন পরিস্থিতিতে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন।

## দিঘা-মেচেদা জাতীয় সড়কে সরকারি বাস এবং লরির সংঘর্ষে জখম অন্তত ২০

তমলুক, ৫ নভেম্বর (হি.স.): দিঘা থেকে ফেরার পথে সরকারি বাস এবং লরির মুখোমুখি সংঘর্ষে জখম অন্তত ২০ জন। রবিবার বিকেল ৩টে নাগাদ দিঘা-মেচেদা ১১৬ বি জাতীয় সড়কের নাজিরবাজারের কাছে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে।

দিঘা থেকে একটি সরকারি বাস আসছিল। তাতে যাত্রীও ছিল যথেষ্ট। দিঘা-মেচেদা ১১৬ বি জাতীয় সড়কের নাজিরবাজারের কাছে বাসটি পৌঁছনো মাত্রই উলটো দিক থেক আসা লরির সঙ্গে বাসটির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। তাতে বাসে থাকা কমপক্ষে ২০ জন জখম হন। তাঁদের স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এদিকে, দুর্ঘটনার জেরে ১১৬ বি জাতীয় সড়কে ব্যাপক যানজট তৈরি হয়। তার জেরে ব্যাহত হয় যানচলাচল। উল্লেখ্য, গত বুধবারই দিঘা যাওয়ার পথে দুর্ঘটনা ঘটে। প্রাণ হারান অন্তত ৪ জন।

## ছত্তিশগড়ের কাঙ্কের জেলায় নিরাপত্তা বাহিনী এবং নকশালদের মধ্যে সংঘর্ষ

কাঙ্কের, ৫ নভেম্বর (হি.স.) : ছত্তিশগড়ের কাঙ্কের জেলায় রবিবার নিরাপত্তা বাহিনী এবং নকশালদের মধ্যে ব্যাপক এনকাউন্টার শুরু হয়েছে। এক পুলিশ আধিকারিক একথা জানিয়েছেন।

পুলিশের এক আধিকারিক রবিবার আরও জানিয়েছেন, ডিস্ট্রিক্ট রিজার্ভ গার্ড (ডিআরজি), বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স (বিএসএফ) এবং নকশালদের মধ্যে সংঘর্ষ বাঁধে। সংঘর্ষে পুলিশ আন্তাগড় এলাকায় নকশাল শিবির ভেঙে গুড়িয়ে দিয়েছে। এখন পুলিশ ওই এলাকায় তল্লাশি অভিযান শুরু করেছে।

## সরকারিভাবে ধান কেনা শুরু হলেও দক্ষিণ দিনাজপুরে এখনও ফাঁকা বিভিন্ন কিষাণ মান্ডি

বালুরঘাট, ৫ নভেম্বর (হি. স.) : নভেম্বরের শুরু থেকেই রাজ্যের অন্যান্য জেলার পাশাপাশি দক্ষিণ দিনাজপুর জেলাতেও সরকারিভাবে ধান কেনা শুরু হলেও এখনও ফাঁকা বিভিন্ন কিষাণ মান্ডি।

সরকার নির্ধারিত মূল্যে ধান ক্রয় করার জন্য প্রত্যেক বছর জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে কৃষকদের কাছ থেকে ধান কেনা হয়। মূলত জেলার আটটি কিষাণ মান্ডিতে এই ধান কেনা হয়। এর পাশাপাশি বিভিন্ন সংস্থার পক্ষ থেকেও ধান ক্রয় করা হয়। সেই মত গত ১ তারিখ থেকে রাজ্যের অন্যান্য জেলার পাশাপাশি দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার ৮টি ব্লকেই শুরু হয়েছে ধান কেনার প্রক্রিয়া। তবে ধান কেনা শুরু হলেও এখনও বিভিন্ন কিষাণ মান্ডি একরকম ফাঁকাই রয়েছে। কোথাও কৃষকরা নাম নথিভুক্ত করতে গেলে সার্ভার সমস্যার কারণে তাঁদের খালি হাতে ফিরে আসতে হয়েছে। পাশাপাশি এখনও আমন ধান সেভাবে ওঠেনি। যার ফলে বিভিন্ন কিষাণ মান্ডিগুলি একরকম ফাঁকা রয়েছে।

ইতিমধ্যে জেলার চালকল মালিকদের সঙ্গে জেলা প্রশাসনের বৈঠক হয়েছে। জেলাজুড়ে প্রায় ৫০ হাজার কৃষকের কাছ থেকে ধান ক্রয় করা হবে। একেকজন কৃষকের কাছে সর্বোচ্চ ১০ কুইন্টাল ধান কেনা হবে। এক কুইন্টাল ধানের সরকারি সহায়ক মুল্য রয়েছে ১৯৬০ টাকা। এদিকে বালুরঘাট কিষাণ মান্ডি একরকম ফাঁকা প্রথম দুই তিনদিনে। তেমন কোনও কৃষক কিষাণ মান্ডিতে আসেননি বললেই চলে।

এবিষয়ে কিষাণ মান্ডিতে আসা কৃষক যোগেশ পাহান বলেন, 'ধান বিক্রি করার জন্য কিষাণ মান্ডিতে নাম নথিভুক্ত করার ও কোনও ভুল ত্রুটি আছে নাকি তা দেখার জন্য এসেছিলাম। এসে দেখি সার্ভার খারাপ। যার ফলে নাম নথিভুক্ত বা অন্য কোনও কাজ করতে পারিনি। অনেকে আবার নবিকরণ করার জন্য এসেছিল তারাও এসে ঘুরে গেছে।'

অন্যদিকে, এবিষয়ে জেলাশাসক বিজিন কৃষ্ণা বলেন, 'এবার জেলায় ১ লক্ষ ২৭ হাজার মেট্রিকটন ধান কেনার লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। জেলায় মোট ১০২টি কেন্দ্র থেকে ধান কেনা হবে। এরমধ্যে খাদ্য দপ্তর সরাসরি ১৬টি কেন্দ্রে ধান ক্রয় করবে। বাকিগুলি সমবায় সমিতি ও স্বনির্ভর গোষ্ঠী রয়েছে। ইতিমধ্যে ধান কেনা শুরু হয়েছে। বিভিন্ন কিষাণ মান্ডিতে কৃষকরা আসছে নাম নথিভুক্ত করছেন আবার কেউ কার্ড নবিকরণ করছেন। কোথাও সার্ভার খারাপ থাকা বা ইন্টারনেট সংযোগের সমস্যার বিষয় সামনে এসেছে। তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পাশাপাশি কোথাও কোনও কৃষকের ধান বিক্রয়ের ক্ষেত্রে সমস্যা হলে তা দ্রুত মিটিয়ে ফেলা হবে।'

## চন্দ্রগিরিতে জৈন সন্ন্যাসী বিদ্যাসাগরের কাছ থেকে আশীর্বাদ নিলেন প্রধানমন্ত্রী

রায়পুর, ৫ নভেম্বর (হি.স.) : ছত্তিশগড়ের বিশ্বাসের কেন্দ্র ডোঙ্গারগড়ে পৌঁছে এবং মা বমলেশ্বরীর দর্শন করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এর পর, চন্দ্রগিরিতে জৈন সন্ন্যাসী বিদ্যাসাগরের কাছ থেকে আশীর্বাদ নেন। রবিবার এক্স মাধ্যমে ছবি শেয়ার করে প্রধানমন্ত্রী মোদী লেখেন, তিনি আচার্য বিদ্যাসাগর মহারাজের কাছ থেকে আশীর্বাদ পেয়ে নিজেকে ধন্য মনে করছেন।

রবিবার ভোরে হেলকপ্টারে ডোঙ্গারগড়ে পৌঁছান প্রধানমন্ত্রী। পাহাড়ের কোলে অবস্থিত মা বমলেশ্বরী মন্দিরে পুজো দেন।এসময় ছত্তিশগড়ের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী রমন সিংও তাঁর সঙ্গে ছিলেন। কর্মসূচিকে সামনে রেখে পুরো মন্দির এলাকার দোকানপাট ও ব্যবসায়ীক প্রতিষ্ঠান বন্ধ ছিল। নিরাপত্তার কারণে মন্দির এলাকায় গণমাধ্যমের প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এর পরেই চন্দ্রগিরির বিখ্যাত জৈন মন্দিরে যান প্রধানমন্ত্রী। দেখা করেন দিগম্বর জৈন গুরু আচার্য শ্রী ১০৮ বিদ্যাসাগর মহারাজের সঙ্গে। এক্স হ্যান্ডেলে মোদীর পোস্ট করা ছবিতে দেখা গিয়েছে, করজোড়ে জৈন সন্তের পায়ের কাছে মাথা নত করে আছেন প্রধানমন্ত্রী। হাসি মুখে আশীর্বাদের ভঙ্গিতে দেখা যায় সন্তকেও।এদিন, জৈন সন্তের আশীর্বাদ গ্রহণের তিনটি ছবি পোস্ট করার পাশাপাশি এক্স হ্যান্ডেলে মোদী লেখেন, "ছত্তিশগড়ের ডোঙ্গারগড়ে চন্দ্রগিরি জৈন মন্দিরে আচার্য শ্রী ১০৮ বিদ্যাসাগর জি মহারাজ জির আশীর্বাদ পেয়ে নিজেকে ধন্য বোধ করছি।"

## বিনামূল্যে রেশনের ঘোষণা, প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে বিধিভঙ্গের অভিযোগ তুলে কমিশনে নালিশ তৃণমূলের

নয়াদিল্লি, ৫ নভেম্বর (হি. স.) : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে নির্বাচনী বিধিভঙ্গের অভিযোগ তৃণমূলের। শনিবার ছত্তিশগড়ে ভোটপ্রচারে গিয়ে বিনামূল্যে রেশন প্রকল্পের ঘোষণায় প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে বিনামূল্যে রেশন প্রকল্পের ঘোষণা তুলে কমিশনে নালিশ জানাল তৃণমূল। তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ সাকেত গোখলে প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগ জানিয়ে কমিশনে চিঠি লিখেছেন।

তৃণমূল সাংসদ সাকেত গোখলের বক্তব্য, এটা একটা সরকারি ঘোষণা। যা হওয়া উচিত সরকারি স্তরে। যে কোনও জায়গা থেকে যে কোনও মন্ত্রী এটা করতে পারতেন। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী সেটা করলেন ছত্তিশগড়ের একটি ভোটপ্রচারের সভায়। আদর্শ আচরণবিধি অনুযায়ী, ভোট ঘোষণা হয়ে গেলে কোনও রাজ্যে এই ধরনের সরকারি প্রকল্পের ঘোষণা করা যায় না। এতে ভোটাররা প্রভাবিত হতে পারেন। তৃণমূল সাংসদ জানিয়েছেন, তিনি মোদীর বিরুদ্ধে বিধিভঙ্গের অভিযোগ তুলে কমিশনকে চিঠি লিখেছেন।

বস্তুত বিধানসভা ভোটের প্রচারে গিয়ে মোদীর এ হেন ঘোষণায় আপত্তি তুলেছে প্রায় সব বিরোধী দলই। তাদের বক্তব্য, ভোটমুখী রাজ্যে এভাবে প্রকল্প ঘোষণা করতে পারেন না প্রধানমন্ত্রী।

মোদীর ঘোষণার অর্থ, প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ অন্ন যোজনা যা কিনা কোভিড পরবর্তী সময়ে দেশবাসীকে আর্থিকভাবে স্বস্তি দেওয়ার জন্য শুরু হয়েছিল, সেটা চলবে ২০২৯ সাল পর্য্যন্ত। দেওয়ার প্রকল্পের সময়সীমা আরও ৫ বছর বাড়িয়ে দেবে। মানুষের ভালোবাসা এবং আশীর্বাদ সব সময় আমাকে পবিত্র সিদ্ধান্ত নেওয়ার শক্তি দেয়।"

## ভূমিকম্প কাঁপল অযোধ্যাও

অযোধ্যা, ৫ নভেম্বর (হি.স.) : ভূমিকম্প কাঁপল উত্তর প্রদেশের অযোধ্যাও। শনিবার রাত ১ টা নাগাদ ভূমিকম্প কেঁপে ওঠে অযোধ্যা। ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজির তথ্য অনুযায়ী, ৩.৬ মাত্রার ভূমিকম্প অনুভূত হয় উত্তর প্রদেশের অযোধ্যায়। ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল অযোধ্যা থেকে ২১৫ কিলোমিটার উত্তরে, ভূপৃষ্ঠ থেকে ১০ কিলোমিটার গভীরে। এদিকে রবিবার ফের কম্পন অনুভূত হয় নেপালে। এবার রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ৩.৬। ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল কাঠমাণ্ডু থেকে ১৬৯ কিলোমিটার উত্তর পশ্চিমে। ভূপৃষ্ঠ থেকে ১০ কিলোমিটার গভীরে ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল। এই ভূমিকম্পের জেরে এখনও অবধি নতুন করে কোনও ক্ষয়ক্ষতির খবর মেলেনি। প্রশাসনের তরফে উদ্ধারকাজ চালানো হচ্ছে। নেপালের সেনাবহিনী, নেপালি সেন্টিনাল ও সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী মিলিতভাবে উদ্ধারকাজ চালানো হচ্ছে। আশেপাশের এলাকা থেকে ত্রাণ ও চিকিৎসা সামগ্রীও জোগাড় করে আনা হচ্ছে। হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে স্বাস্থ্যকর্মীরাও উপস্থিত রয়েছেন এবং তৎপরতার সঙ্গে চিকিৎসা করছেন আহতদের।

রবিবার ইউকো ব্যাঙ্কের উদ্যোগে ভিজিল্যান্স সপ্তাহ উদ্‌যাপন করা হয়। ছবি- নিজস্ব।

# এসআইপি অ্যাবাকাসের উদ্যোগে করিমগঞ্জে অল ইন্ডিয়া এরিথমেটিক জিনিয়াস কনটেস্ট অনুষ্ঠিত

করিমগঞ্জ (অসম), ৫ নভেম্বর (হি.স.) : এসআইপি অ্যাবাকাস করিমগঞ্জের উদ্যোগে রবিবার করিমগঞ্জ জেলায় অল ইন্ডিয়া ইন্টার স্কুল এরিথমেটিক জিনিয়াস কনটেস্ট সহ করিমগঞ্জ এস আইপি অ্যাবাকাস ছাত্র-ছাত্রীদের লাইভ হিউমান ক্যালকুলেটর ডেমোস্ট্রেশন স্থানীয় ফ্রন্টিয়ার সিনিয়র সেকেন্ডারী স্কুলে অনুষ্ঠিত হয়। করিমগঞ্জের ফ্রন্টিয়ার সিনিয়র সেকেন্ডারি স্কুল রোল্যান্ডস মেমোরিয়াল স্কুল , লিটিল এঞ্জেল,করিমগঞ্জ সিনিয়র সেকেন্ডারি অফ সায়েন্স, সানরাইজ ইংলিশ স্কুল এবং একমি স্কুলের থেকে ক্লাস ওয়ান থেকে ক্লাস ফাইভের প্রায় ৫০০ এর অধিক ছাত্র-ছাত্রী ৫টি পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে।

এসআইপি অ্যাবাকাস স্কুলের অধ্যক্ষা সোনালী নাগ দে ও গুয়াহাটি থেকে আগত এসআইপি অ্যাবাকাসের স্টেইট হেড অরুনাভ দত্ত অ্যাবাকাস ডেমোস্টেশন পরিচালনা করেন। অধ্যক্ষা সোনালী নাগ দে এই মেগা কম্পিটিশনে সহযোগিতার জন্য করিমগঞ্জের এসআইপি অ্যাবাকাস টিম, এসআইপি ডেমো চাইল্ড, সহ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী ছাত্র-ছাত্রীর অভিভাবকদের কৃতজ্ঞতা সহ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

অন্যদিকে এস আই পি একাডেমির আসামের স্টেট হেড তরুনাভ দত্ত বলেন যে, অল ইন্ডিয়া ইন্টার স্কুল এরিথমেটিক জিনিয়াস কনটেস্ট সর্ব ভারতীয় স্তরে চারটি পর্যায়ে অনুষ্ঠিত হবে। স্কুল পর্যায়ের পর জেলা স্তরের বিজয়ীরা রাজ্যিক স্তরের প্রতিযোগিতায় সুযোগ পাবে এবং এরপর বিজয়ীরা সরাসরি জাতীয় স্তরের প্রতিযোগিতায় চলে যাবে। জেলা স্তরের বিজয়ীদের মেডেল ও সার্টিফিকেট দেওয়া হবে এবং রাজ্যিক ও জাতীয় স্তরের বিজয়ীদের নগদ টাকা, ট্রফি সহ সার্টিফিকেট প্রদান করা হবে।

তিনি বলেন, এসআইপি অ্যাবাকাস একটি ব্রেইন ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম ক্লাস ওয়ান থেকে ক্লাস সেভেন পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের অ্যাবাকাসসহ ব্রেইন জিম ও স্পিড রাইটিং শেখানো হয়। এস আই পি অ্যাবাকাস ছাত্র-ছাত্রীদের এক স্কিল শেখিয়ে দেয়, যা অন্য বিষয়ের পাশাপাশি বিশেষ করে অংকে দক্ষতা বিকাশে সহায়তা করে,যা অল রাউন্ড ডেভেলপমেন্টে বাচ্চাদের সাহায্য করে।

এস আই পি অ্যাবাকাসের প্রয়োগ কৌশল অনুশীলন করে ছাত্র-ছাত্রীরা যথেষ্ট কম সময়ের যোগ, বিয়োগ ভাগ, গুণ , দশমিক যোগফল, স্কয়ার রুট, কিউব রুট ইত্যাদির সমাধান ক্যালকুলেটরের যে দ্রুত করতে পারে। একমাত্র এস আই পি অ্যাবাকাস যারা চারটি লেভেল কমপ্লিট করার পর নিউমারিক্যাল অ্যাবিলিটি তে পাঁচ গুন ভালো হওয়ার লিখিত প্রতিশ্রুতি দেয়। এসআইপি অ্যাবাকাস প্রদর্শনীতে বিভিন্ন লেভেলের ছাত্র ছাত্রীরা তাদের পারদর্শিতা প্রদর্শন করে।

# রোগীকে অন্য হাসপাতালে স্থানান্তরকে কেন্দ্র করে মহেশতলার হাসপাতালে ভাঙচুর, এলাকায় উত্তেজনা

কলকাতা, ৫ নভেম্বর (হি.স.) : রোগীকে অন্য হাসপাতালে স্থানান্তরের পরামর্শ দেওয়াকে কেন্দ্র করে ধুন্ধুমার মহেশতলার হাসপাতালে। ব্যাপক ভাঙচুরের অভিযোগ রোগীর পরিবারের বিরুদ্ধে। পুলিশের উপস্থিতিতে আয়ত্তে আসে পরিস্থিতি।

জানা গিয়েছে, মহেশতলার রবীন্দ্রনগর হাউসিং পাড়ার বাসিন্দা বছর ৫৬ এর আবেদা বিবি। শ্বাসকষ্টের সমস্যা ছিল তাঁর। গত ২ তারিখ রাত দশটা নাগাদ ভর্তি হন কস্তুরী দাস মেমোরিয়াল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে। রবিবার সকালে রোগীকে অন্য হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার কথা বলা হয়। শোনা যাচ্ছে, এর পরই চরমে ওঠে অশান্তি। হাসপাতালে ক্ষেভে ফেটে পড়েন রোগীর পরিবারের সদস্যরা। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের অভিযোগ, রোগীর-পরিজনেরা বচসা চলাকালীন হাসপাতালে রীতিমতো ভাঙচুর করে।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় জিঞ্জিরা বাজার তদন্তকেন্দ্রের পুলিশ। তাঁদের উপস্থিতিতে বেশ কিছুক্ষণ পর আয়ত্তে আসে পরিস্থিতি। রোগীর পরিবারের প্রশ্ন, কেন শেষমুহূর্তে রোগীকে অন্যত্র নিয়ে যেতে বলা হচ্ছে। উচিত ছিল আগেই জানানোর। যদিও এ বিষয়ে কোনও পক্ষের কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

**বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ**

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

**বিজ্ঞাপন বিভাগ**
**জাগরণ**

## জরুরী পরিষেবা



**হাসপাতাল : জিবি :** ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

# নিম্নমানের আটা বিলি ! র‍্যাশনে ডিলারকে আটকে রেখে বিক্ষোভ মালদা

গাজোল, ৫ নভেম্বর (হি.স.) : র‍্যাশনে নিম্নমানের আটা নিয়ে উত্তেজনা মালদার গাজোলে। রবিবার আটার গুণমান নিয়ে প্রশ্ন তুলে র‍্যাশনের আটা নিতে অস্বীকার করেছেন গাজোলের জামতলা সংলগ্ন ভইষপুকুর গ্রামের মানুষেরা। নিম্নমানের আটা না নিয়ে র‍্যাশন ডিলারকে আটকে রেখে বিক্ষোভ দেখান ওই গ্রামের মানুষেরা। শেষ পর্যন্ত র‍্যাশন সামগ্রী বিলি না করে ফিরে আসতে হয় ডিলারকে।

এদিন র‍্যাশন সামগ্রী বিলি করতে করকচ গ্রাম পঞ্চায়েতের ভইষপুকুর গ্রামে যান র‍্যাশন ডিলার দীপক দাস। র‍্যাশনের চাল, আটা এবং চিনি বিলি করছিলেন তিনি। কিন্তু আটার মান দেখে ক্ষোভে ফেটে পড়েন গ্রাহকেরা। তাঁরা পরিষ্কার জানিয়ে দেন, নিম্নমানের এই আটা তাঁরা গ্রহণ করবেন না। এরপর র‍্যাশন সামগ্রী না নিয়ে ডিলারকে আটকে রেখে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন গ্রামবাসীরা। গ্রামবাসী মঞ্জুর হক জানান, র‍্যাশনে মাধ্যমে যে আটা দেওয়া হচ্ছে তা অত্যন্ত নিম্নমানের। আটা থেকে গন্ধ বেরোচ্ছে। বাজারে আমরা যে গমের আটা কিনে থাকি তার থেকে এই আটার গুণমান অনেক খারাপ। আটা মুখে দিলে বালুর মতো কিচকিচ করছে। এছাড়াও ওজনে অনেকটা কম রয়েছে আটা। তাই চাল নিলেও স্বাভাবিকভাবে আটা নিতে অস্বীকার করেছি আমরা। মানুষ খেতে পারে এইরকম আটা দিতে হবে।

জানা গেছে, এফএসএসএআই-এর সার্টিফিকেট মান্যতা প্রাপ্ত এই আটা। তাহলে এখানে প্রশ্ন থেকে যায়, খাদ্যের গুণমান নিয়ে যে সংস্থা সার্টিফিকেট দেয় সেখানেও কি ভেজাল রয়েছে। একে তো নিম্নমানের আটা তার উপর ওজনেও অনেকটা কম। এই সমস্ত মিল থেকে লক্ষ লক্ষ প্যাকেট আটা সরবরাহ করা হয় খাদ্য দফতকে। এক একটি প্যাকেটে যদি পঞ্চাশ গ্রাম করে আটা কম থাকে তাহলে সেখান থেকে কী পরিমাণ মুনাফা করছে মিল মালিকগুলো তা কি সরকার জানে না ? তাই একদিকে ওজন কম আর অন্যদিকে নিম্নমানের আটা। এই দুই মিলিয়ে গ্রামবাসীরা র‍্যাশনের আটা নিতে অস্বীকার করেছেন।

জানা গিয়েছে, নারায়ণপুরের গৌড় ফ্লাওয়ার মিল থেকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের খাদ্য ও সরবরাহ দফতরকে দেওয়া হয়েছে এই আটা। প্যাকেটে যে সিল রয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে অক্টোবর মাসে ডেট পার হয়েছে এই আটার। কিন্তু ডেট পার হওয়া সেই আটাই র‍্যাশন গ্রাহকদের দেওয়া হচ্ছে নভেম্বর মাসে। র‍্যাশন ডিলার দীপক দাসের বক্তব্য, 'এ বিষয়ে আমার কিছু করার নেই। কন্টোলারের কাছ থেকে যে সমস্ত আটা এবং চাল দেওয়া হচ্ছে সেগুলোই গ্রাহকদের মধ্যে বিতরণ করছি। গ্রাহকেরা নিতে না চাইলে কিছু করার নেই।

# জাতিগণনায় বাড়িয়ে দেখানো হয়েছে মুসলিম-যাদব জনসংখ্যা, বিহারে অভিযোগ অমিত শাহের

মুজাফফরপুর, ৫ নভেম্বর (হি. স.) 'জাতিগণনায় ইচ্ছাকৃতভাবে মুসলিম এবং যাদব জনসংখ্যাকে বাড়িয়ে দেখানো হয়েছে।'রবিবার বিহারে এই মন্তব্য করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ। এদিন তিনি আক্রমণ করেন আরজেডি সুপ্রিমো লালুপ্রসাদ যাদবকেও।

রবিবার বিহারের মুজাফফরপুর জেলায় একটি সমাবেশে অংশ নিয়েছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ। সেখানেই বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারকে তোপ দেগে অমিত শাহ বলেছেন, 'জাতিগণনায় ইচ্ছাকৃতভাবে মুসলিম এবং যাদব জনসংখ্যাকে বাড়িয়ে দেখানো হয়েছে। এটা তোষণের রাজনীতির অংশ।' বিরোধী ইন্ডিয়া জোটকে আক্রমণ করে শাহ বলেন, 'এই জোটের একমাত্র লক্ষ্য হল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিরোধিতা করা।' এরপরই বিহারের মুখ্যমন্ত্রীকে কটাক্ষ করে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সংযোজন, 'নীতীশ কুমারের পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী হওয়ার স্বপ্ন দেখা বন্ধ করা উচিত। ইন্ডিয়া জোট তাঁকে আহ্বায়কও করেনি।' রাজ্যে 'গুন্ডারাজ'-এর জন্য জেডি(ইউ) নেতা নীতীশই দায়ী বলে মন্তব্য করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

আরজেডি সুপ্রিমো লালুপ্রসাদ যাদবকে আক্রমণ করে অমিত শাহ বলেছেন, 'আরজেডি এবং জেডি(ইউ) জম্মু ও কাশ্মীর থেকে ৩৭০ ধারা অপসারণের সমর্থনে ছিল না। লালুজি বলেছিলেন, ৩৭০ ধারা তুলে দিলে রক্তের নদী বয়ে যাবে। লালুজি, রক্তের নদী ছাড়ুন, নুড়ি ছুড়ে ফেলার সাহসও কারও ছিল না।'

নীতীশ কুমার এবং লালুপ্রসাদ যাদবকে একযোগে কটাক্ষ করে অমিত শাহের কটাক্ষ, 'এরা পরিবারের দোকান চালাচ্ছেন, একজন প্রধানমন্ত্রী হতে চান এবং অন্যজন তাঁর ছেলেকে মুখ্যমন্ত্রী করতে চান। আমি বলতে এসেছি, নীতীশবাবু প্রধানমন্ত্রী হওয়ার স্বপ্ন দেখা ছাড়ুন। ইন্ডিয়া জোটের লোকেরা আপনাকে আহ্বায়কও করেনি।' লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি বিহারের ৪০টি আসনের সবকটিতেই জিতবে বলেও দাবি করেন তিনি।

অন্যদিকে, বিহারের উপমুখ্যমন্ত্রী এবং আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে পাল্টা দিয়েছেন। শাহকে কটাক্ষ করে তেজস্বী বলেন, 'আমি অমিত শাহের বক্তব্য শুনেছি। তিনি বলেছেন, জাতিগণনায় যাদব ও মুসলিমদের জনসংখ্যা বেড়েছে এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের জনসংখ্যা কমেছে। আমি বলতে চাই, সমীক্ষা ভুল হলে সারা দেশে জাতিগণনা করুন। কে আপনাকে থামিয়েছে? আপনি কেন তা করছেন না?'

# মিজোরাম বিধানসভা নির্বাচনের সরব প্রচার সমাপ্ত, ভালো ফলাফল করবে বিজেপি, আশা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রিজিজুর

আইজল, ৫ নভেম্বর (হি.স.) : মিজোরাম বিধানসভা নির্বাচনের সরব প্রচার অভিযান আজ রবিবার সন্ধ্যায় সমাপ্ত হয়েছে। আগামী মঙ্গলবার ৭ নভেম্বর রাজ্যের ৪০টি আসনের জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। আজ সরব নির্বাচনী প্রচারের অন্তিম দিন সকাল থেকে মিজোরামের কোথাও রাজনৈতিক কার্যসূচি অনুষ্ঠিত হয়নি।

সরব প্রচারের দিন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা ভারতীয় জনতা পার্টির মিজোরাম নির্বাচন প্রভারী কিরেন রিজিজু সাংবাদিকদের সঙ্গে বার্তালাপে আশা ব্যক্ত করে বলেন, এবারের নির্বাচনে গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে বিজেপি। রিজিজু বলেন, এবারের নির্বাচনে বিজেপি রাজ্যের এক বিরাট শক্তি। তিনি বলেন, আজ মিজোরামে নির্বাচনী প্রচারের অন্তিম দিন। রাজ্যের এই নির্বাচন এখন পর্যন্ত নির্ণায়ক রাজ্য বিধানসভা নির্বাচন হতে যাচ্ছে। কেননা, প্রথমবারের মতো এবারের নির্বাচনে বিজেপি মুখ্য ভূমিকা পালন করছে। আগে বিজেপি এক বা দুটি আসন লাভের জন্য লড়েছিল। কিন্তু এবারের নির্বাচনে বিজেপি একটি বড় শক্তি হিসেবে লড়াই করছে। তিনি বলেন, আমরা রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে বেশ কয়েকটি আসনে বিজয়ী হব।

কিরেন রিজিজু আরও বলেন, বিজেপির প্রতি জনসাধারণের বিশ্বাস বেড়েছে। কারণ, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে মিজোরামের আমজনতাকে অনুপ্রাণিত করেছে। তিনি বলেন, বিজেপি যদি পর্যাপ্ত আসন লাভ করে, তা-হলে সরকার গঠনে দল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। পাশাপাশি মিজোরামের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতেও বিজেপি এক গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে থাকবে। এবারের নির্বাচনের পরও মিজোরামে বিজেপি একটি মজবুত কারক হয়ে থাকবে।

এদিকে ভারতের নির্বাচন কমিশন মিজোরামে শান্তিপূর্ণ ভোটদানের বিস্তৃত ব্যবস্থা করেছে। রাজ্যজুড়ে নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন করার পাশাপাশি প্রত্যেকটি ভোটকেন্দ্রে নির্বাচনকর্মীদের পাঠানো হয়েছে। এছাড়া দুর্গম অঞ্চলে ডাকযোগে ব্যালট পেপার পাঠিয়েছে কমিশন।

## নেশার করিডোর !

● প্রথম পাতার পর

করেছে। ধর্মনগরে আরক্ষ্য দপ্তরের কর্মীদের পাশাপাশি সাধারণ সচেতন মানুষ নেশা কারবারীদের ধরিয়ে দিচ্ছে যার ফলে প্রশাসনের অনেকটা সুবিধা হয়েছে।

একইভাবে দামছাড়া পুলিশ স্টেশনে রাজু ভৌমিক দায়িত্বভার গ্রহণ করার পর নেশা কারবারীদের পক্ষে কিছুটা অসুবিধার সৃষ্টি হয়ে গেছে। কিন্তু অন্যান্য পুলিশ স্টেশন গুলির কার্যকারিতা নিয়ে বিশাল প্রশ্ন চিহ্ন দেখা দিয়েছে। জাতীয় সড়কের উপর বাগ বাসা পুলিশ স্টেশন এবং পানিসাগর পুলিশ স্টেশন থাকলেও চোরাই বাড়িটা নেশা কারবারিদের পক্ষে একটা বিশাল বাধা সৃষ্টি হয়েছে। অথচ তিনটি পুলিশ স্টেশনের মধ্যে বাগবাসা ও পানিসাগর জাতীয় সড়কে থাকলেও এদের নিষ্ক্রিয় ভূমিকা নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে।

এত এত নেশা সামগ্রী রাজ্যে প্রবেশ করছে অথচ চোরাই বাড়িতে ধরা না পড়লে আর ধরা পড়ে না। অনায়াসে রাজ্যের প্রান্তে প্রান্তে নেশা কারবারিদের দৌড়াত্মে নেশা সামগ্রী নেশা ব্যবহারকারীদের হাতে হাতে পৌঁছে যাচ্ছে। ধ্বংস হচ্ছে রাজ্যের স্বপ্ন যুবসমাজ এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্ম। বিশেষজ্ঞদের মতে রাজ্যে যে পরিমাণ নেশা সামগ্রী প্রবেশ করছে এবং বেরিয়ে যাচ্ছে তার সামান্য একটা অংশ ধরা পড়ছে বাকি সম্পূর্ণটাই কারবারীদের দৌরাত্মে রমারম ব্যবসা চলছে। নেশা কারবারীদের ধরার ক্ষেত্রে পুলিশের তৎপরতা লক্ষ্য করা গেলেও নেশা দ্রব্য ব্যবহারকারীদের ক্ষেত্রে পুলিশে তৎপরতা বেশ ক্ষীন বলে অভিযোগ উঠে এসেছে। তাছাড়া নেশা কারবারিদের বিরুদ্ধে এনডিপিএস ধারায় মামলা গ্রহণ করা হলেও আইনানুগ ব্যবস্থার দিক দিয়ে পুলিশের রিপোর্টের দুর্বলতার কারণকে সাঙ্গ করে নেশা কারবারীদের ভীতি সম্পূর্ণ চলে গেছে।

নেশা কারবারিরা তাই প্রশাসনকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে তাদের দৌরাত্ম্য অব্যাহত রেখে চলেছে। নেশার কবলে পরোক্ষে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে জনজাতিরা। বিশেষ করে দাম ছড়াতে দীর্ঘদিন ধরে নেশা জাতীয় দ্রব্যের ব্যবহার এবং কারবার স্বীকৃতির স্বরূপ হয়ে গেছে। প্রতিটি ওষুধের দোকানে সঠিকভাবে তল্লাশি করলে এমন কোন ওষুধের দোকান দামছাড়াতে নেই যার মধ্যে নেশা জাতীয় দ্রব্যের যোগান নেই। শুধুমাত্র নেশাজাতীয় দ্রব্যের উপর ভিত্তি করে দান ছড়াতে একের পর এক ওষুধের দোকান গড়ে উঠছে এবং আয়ের সঙ্গে অসঙ্গতিহীন সম্পদের অধিকারী হয়ে উঠছে ওষুধের দোকানের মালিকরা। এই এলাকায় যদি পুলিশ প্রশাসন এবং ড্রাগস ডিপার্টমেন্ট যৌথভাবে দোকানগুলিতে অভিযান চালায় তাহলে বেআইনি প্রচুর ড্রাগস বেরিয়ে আসবে বলে সাধারণ মানুষের ধারণা। ড্রাগসের কারণে পঙ্গু হয়ে যাচ্ছে দামছড়ার বিশেষ করে জনজাতিরা। এদিকে কাঞ্চনপুরের থানার বিরুদ্ধে ওসির সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গির অভিযোগ উঠে এসেছে। ভাঙ্গ মুন থানা রয়েছে এক রকম না থাকার মত। এই থানার পুলিশের দায়িত্ব এবং কর্তব্য নিয়ে মানুষ এখনো নিশ্চিত নয়। বীভৎস রূপ ধারণ করেছে উত্তর জেলার শরণার্থী ক্যাম্প গুলি। একদিকে এগুলিতে চলছে ড্রাগসের রমা রম ব্যবসা এবং ড্রাগ ব্যবহারকারীদের দৌরাত্ম্য। পাশাপাশি মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে এইচআইভির মত ভয়ংকর বেধির সংক্রমণ।

এইডস কন্ট্রোল বোর্ড এবং রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের সহায়তায় দিনের পর দিন প্রচুর সচেতনতা শিবির সংগঠিত করে ও এইডসের মরণব্যাধি প্রকোপ থেকে মুক্ত করা যাচ্ছে না এই এলাকাকে। রাজ্যের মধ্যে এইচআইভি প্রকোপ এলাকা বলে চিহ্নিত করা হয়েছে এই এলাকাকে। কোটি কোটি টাকা খরচ করে এদেরকে সচেতন করার প্রচেষ্টা চালানো হলেও সমস্ত চেষ্টাই বৃথা বলে বিবেচিত হওয়ার শামিল হয়ে দাঁড়াচ্ছে। রাজধানী আগরতলার জনজাতিরা উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে ভালো খারাপের দিক নিয়ে সচেতন হলেও প্রত্যন্ত অঞ্চলের জনজাতিরা বলা যায় যেই তিমিরে ছিল এখনো সেই তিমিরেই রয়ে গেছে।

পাহাড়ের বিশেষ করে যে এলাকাগুলি প্রত্যন্ত সেখানকার নেংটি পরা জনজাতিদের দৃষ্টিভঙ্গি পূর্বের মতোই রয়ে গেছে। বিন্দুমাত্র উন্নতি হয়নি তাদের দৃষ্টিভঙ্গের পাশাপাশি তাদের আর্থসামাজিক অবস্থার। ঘুম থেকে উঠেই নেশা করা আর পরিবার পরিকল্পনাহীন ভাবে সংসার বৃদ্ধি করা এখনো এদের নিত্যদিনের কাহিনী হয়ে রয়েছে। অপরিকল্পিতভাবে যৌন সঙ্গমের কারণে এইচআইভি সংক্রমনের হার দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে। বলা যায় এইচআইভির মুক্তাঞ্চলে পরিণত হচ্ছে এই শরণার্থী শিবির গুলি।

বিভিন্ন দপ্তর গুলিতে এই খবর থাকলেও এবং প্রচেষ্টা থাকলেও কোনমতেই সামাল দিতে পারছে না রাজ্য সরকারের দপ্তর গুলি। এদের মধ্যে অশিক্ষা এবং খ্রিস্টান মিশনারীদের কিছু সংখ্যক কুশিক্ষার কারণে মগজ ধোলাই এমন করে হয়েছে যে তাদেরকে সাধারণ জীবন যথাযাত্রায় ফিরিয়ে আনা কোনভাবেই সম্ভব হয়ে দাঁড়াচ্ছে না। যতদিন না তাদের মধ্যে সচেতনতা বোধ আসবে ততদিন পর্যন্ত এইচআইভির মত এবং ড্রাগসের মত মহামারী থেকে এদেরকে রক্ষা করা কারোর পক্ষেই সম্ভব নয়। তবুও প্রশাসন ড্রাগসের বিরুদ্ধে কঠোর মনোভাব নিয়ে ড্রাগস ব্যবহারকারী এবং কারবারিদের সঠিক শাস্তির ব্যবস্থা করলে এখনো ক্ষুদ্র, শান্ত, সবুজ আবৃত রাজ্য কে রক্ষা করা সম্ভব হবে।

## জয় ভারতের

● প্রথম পাতার পর

সহ বাকিরা সকলেই ব্যর্থ হয়েছেন। সামি-জাদেজাদের সামনে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে না পারায় ডি ককরা মাত্র ৮৩ রানেই গুটিয়ে যান। ২৪৩ রানের বিরাট ব্যবধানে ম্যাচ হারে দক্ষিণ আফ্রিকা।

এদিন শতরান করে দেশবাসীকে জন্মদিনের 'উপহার' দিয়েছেন কিং কোহলি। রবিবার তাঁর ৩৫ তম জন্মদিন। আর এদিনই ওডিআই কেরিয়ারে তাঁর ৪৯ তম শতরান করলেন বিরাট। এর সঙ্গে তিনি ছুঁয়ে ফেলেছেন সচিন তেন্ডুলকরের রেকর্ডও। সচিনেরও একদিনের ক্রিকেটে ৪৯টি শতরান রয়েছে।

## রেকর্ড কোহলির

● প্রথম পাতার পর

*বিশ্বকাপে ৩৪ টি ইনিংসে বিরাটের রান ১৫৭৩। সবার উপরে রয়েছেন শচীন, ২২৭৮। ভারতীয় ক্রিকেটার হিসেবে দেশের মাটিতে দ্বিতীয় সর্বাধিক রান হয়েছে কোহলির। ইডেনে ৬০০০ রান পার করেছেন তিনি। কোহলির আগে শুধু রয়েছেন শচীন। ইডেনে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে পঞ্চম শতরান করেছেন বিরাট। একদিনের ক্রিকেটে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে শতরানের তালিকায় যৌথভাবে শচীন ও ডেভিড ওয়ার্নারের সঙ্গে রয়েছেন কোহলি।*

## উদাহরণ মিজোরাম ঃ আশিষ

● প্রথম পাতার পর

যায়না। প্রত্যেকটি দল একে অপরের প্রতি সৌভ্রাতৃত্বের বন্ধন বজায় রেখে উৎসবের আমেজে এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত করছে।

তিনি আরো বলেন, রাজ্যের নির্বাচনের আগের বা পরের যে পরিবেশ তা অত্যন্ত দুঃখজনক। তিনি বলেন রাজ্যের প্রশাসন ও শাসক দলকে মিজোরামে গিয়ে সেখানকার নির্বাচনের পরিবেশ থেকে শিক্ষা নেওয়া প্রয়োজন।

উল্লেখ্য, রবিবার অসংগঠিত শ্রমিক সংগঠনের সদস্যদের নিয়ে কংগ্রেস ভবনে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সেই সভায় তাদের বিভিন্ন দাবি দাওয়া দিয়ে এদিন আলোচনা হয়েছে বলে জানিয়েছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি।

## চিবর দান উৎসব

● প্রথম পাতার পর

বুদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের উপস্থিতি ছিল লক্ষনীয়।

এই মহা কঠিন চীবর দান সম্পর্কে বিস্তারিত বলতে গিয়ে এক সন্ন্যাসী বলেন, চীবর দান মানে বস্ত্র দান। একে মহা কঠিন বলার পেছনে প্রধান কারণ হল, প্রাচীনকালে ভগবান বুদ্ধের সময়ে ভিক্ষুদের বস্ত্র ছিল না। তখন এক রাতের মধ্যে তুলো থেকে সুতা বের করে বস্ত্র তৈরি করে প্রাকৃতিক রঙ ব্যবহার করে ওই রঙকে শুকিয়ে এক রাতের মধ্যেই ভিক্ষু সংঘকে দান করা হত। এই একরাতের মধ্যে এই কাজ সম্পন্ন করার জন্যই একে মহা কঠিন বলা হয়।

তার কথায়, এই প্রথা যুগ যুগ ধরে বুদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা পালন করে আসছে। এদিন মহা চীবর দান উপলক্ষ্যে বিশেষ প্রার্থনা ও পূজার্চনা করা হয়।

## প্রচুর নেশা সামগ্রী উদ্ধার

● প্রথম পাতার পর

বন্দি অবস্থায় গাঁজা উদ্ধার করে। গাঁজা উদ্ধার হলেও কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি বিএসএফ জওয়ানরা। মোট ৪৬ কেজি গাঁজা উদ্ধার করে বিএসএফ,অবশেষে বিভিন্ন আইনী পদক্ষেপ গ্রহণ করার পর আজ বিকেল সাড়ে চারটা নাগাদ রাজনগর পিআরবাড়ি থানার পুলিশের হাতে তুলে দেয় উদ্ধারকৃত গাঁজা। রাজনগর পিআরবাড়ি থানার পুলিশ এনডিপিএস এক্টে মামলা গ্রহন করে তদন্ত শুরু করেছে।

## কেন্দ্র খুলছে কেন্দ্র

● প্রথম পাতার পর

কোঅপারেটিভ মার্কেটিং ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া বা নাফেদ (এনএফইডি), রাজ্যগুলির খাদ্যদফতরের সঙ্গে যুগ্মভাবে পেঁয়াজ বিক্রি করবে। তাও মাত্র ২৫ টাকা কিলো দরে। তবে একজন ক্রেতা একসঙ্গে ২ কেজির বেশি পিঁয়াজ কিনতে পারবেন না। কালোবাজারি রুখতে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্র। প্রাথমিকভাবে কয়েকটি বড় শহরে সস্তায় পেঁয়াজ বিক্রি শুরু হয়েছিল। কিন্তু এবার সেটা বৃহত্তরভাবে গোটা দেশে বিক্রি হবে।

জানা গিয়েছে নাফেদ দেশের মোট ২১টি রাজ্যের ৩২৯টি স্টলে ২৫ টাকা কেজি দরে পেঁয়াজ বিক্রি করবে। শুধু নাফেদ নয়, পিঁয়াজের মূল্য নিয়ন্ত্রণে আরেক কেন্দ্রীয় সংস্থা ন্যাশনাল কো-অপারেটিভ কনজিউমার ফেডারেশনও আসরে নামছে। দেশের ২০টি রাজ্যে তাদেরও ৪৫৭টি নিয়ন্ত্রিত বাজার রয়েছে। সেখানেও ২৫ টাকা করে মিলবে পিঁয়াজ।

উৎসবের মরশুমে বাড়তে থাকা চাহিদা ও জোগানের ঘাটতির মেলবন্ধনের কারণেই পেঁয়াজের দামবৃদ্ধি। তাছাড়া এবার বহু রাজ্যে বৃষ্টির পরিমাণ গড় পরিমাণের চেয়ে কম। এদিকে মহারাষ্ট্র সরকার পেঁয়াজ রপ্তানির উপর ৩০ শতাংশ কর চাপিয়েছে। ফলে অন্য রাজ্যে সেই পিঁয়াজ পৌঁছলেও দাম মোটেও কমবে না বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

## কঠিন চীবর দানোৎসব

● আটের পাতার পর

প্রদান।ধর্মসভায় দেশনা প্রদান করেন,ধর্মরত্ন মহাথের।তিনি দানের অর্থ কি,কেন দান করা হয়,ধর্ম শব্দের অর্থ কি,। দুঃ থেকে মুক্তির উপায় কি, তিনি বলেন যে মানুষ প্রকৃতির অধীন,আমরা নিজেদের নিয়ন্ত্রন করতে পারিনা।শুদ্ধ ধর্ম দুঃখ থেকে মুক্তির উপায়।দান উওম,মধ্যম,এক এক,টি তে এক রকম পুর্ন্য।সার্বিক মঙ্গলার্থে কঠিন চীবর দান।বিনা নিমন্ত্রনে দান অনুষ্টান এ যোগদান করলে সে ও পুর্ন্য লাভ করে। বিহার অধ্যক্ষ পুর্ন্যজোতি মহাথের উনার মুল্যভান ভাষনে বলেন, যে পনশীল পালন করলে সুখ সমৃদ্ধি লাভ হয়।ধর্মপালন করলে দেবতারাই রক্ষা করেন। অধর্মের কাজ দুঃখ দেওয়া। ধর্মের কাজ সুখ দেওয়া।যেমন টকের আম গাছ রোপণ করলে ঠক আম হয়,তেমনি মিষ্টি আমের ছাড়া রোপন করলে মিষ্টি আম হয়।তাই ভালো কাজের ভালো ফল,আর খারাপ কাজের খারাপ ফল দেবে।এর চীবর উৎসর্গ অনুষ্টান।সন্ধ্যায় হাজার প্রদীপ প্রজ্জ্বলন এবং ৮০টি আকাশ প্রদীপ উত্তোলন, শেষে ধর্মীয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

## চাঙ্গা করছে বিজেপি

● আটের পাতার পর

এছাড়াও আব্দুল নুর অফিস সেক্রেটারি হিসেবে নিযুক্ত হন।

আজ মোট ২১ জন নিয়ে বিজেপি সংখ্যালঘু মোর্চার মন্ডল কমিটি পুনর্গঠন করা হয়। আজকের এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন কৈলাসহর বিজেপি মন্ডলের সংখ্যালঘু মোর্চার মন্ডল সভাপতি আশরাফুজ্জামান রফি জেলা সংখ্যালঘু মোর্চার সভাপতি আক্তারুল হোসেন কৈলাশহর বিজেপি মন্ডলের সহ-সভাপতি মোতাসির নআহমেদ কৈলাশহর বিজেপি মন্ডলের সম্পাদক মনসুর আলী বি এল এ শ্যামল বার্মা। জানান। মোর্চার মন্ডল সভাপতি আশরাফুজ্জামান রফি।

# ক্রীড়াঙ্গন

## উত্তর-পূর্ব দাবা আসরের প্রস্তুতি বিশিষ্ট ক্রীড়া ব্যক্তিত্বরা সংবর্ধিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ নভেম্বর।। অল ত্রিপুরা চেস এসোসিয়েশনের এক্সিকিউটিভ কমিটি এবং বিভিন্ন জেলা প্রতিনিধিদের নিয়ে একটা বিশেষ সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সাধারণ সভায় উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা রাজ্য চেস অ্যাসোসিয়েশনের পেট্রন তথা বিধায়ক রতন চক্রবর্তী এবং ক্রীড়া ও যুব বিষয়ক দফতরের অধিকর্তা সত্যব্রত নাথ।

আগামী বছর ত্রিপুরা রাজ্যে উত্তর-পূর্বাঞ্চল দাবা চ্যাম্পিয়নশিপ অনুষ্ঠিত হবে। আগামী ১০ ডিসেম্বর আগরতলার রবীন্দ্র ভবনে বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে এশিয়ান চেস ফেডারেশনের সহ-সভাপতি ভরত সিং চৌহান উপস্থিত থাকবেন। এছাড়াও দাবা সংস্থার পেট্রন রতন চক্রবর্তী উপস্থিত থাকবেন। আগামী ১২ থেকে ২৫ নভেম্বর ইউরোপের ইতালিতে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে বিশ্ব যুব দাবা চ্যাম্পিয়নশিপ এবং এই প্রতিযোগিতায় ত্রিপুরার রাজ্যের দাবা সংস্থার সাধারণ সম্পাদক দীপক সাহা ম্যানেজার হিসেবে নিযুক্তি পেয়েছেন উনাকে এই সভায় সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়েছে। ত্রিপুরা রাজ্য থেকে প্রথম কেউ এ সম্মান পেলেন। ত্রিপুরা রাজ্য দাবা সংস্থার সভাপতি প্রশান্ত কুন্ডু এ বছর উত্তর পূর্বাঞ্চল ফোরামের সহ-সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন। উনাকেও সংবর্ধিত করা হয়।

বিশ্ময় বালিকা আর্শিয়া দাস উত্তর পূর্বাঞ্চল রাজ্য সমূহের মধ্যে প্রথম মহিলা দাবাড়ু হিসেবে ওয়ার্ল ক্যান্ডিডেট মাস্টার অর্থাৎ ডব্লিউ সিএম টাইটেল খেতাব অর্জন করেন।

এই সভায় আর্শিয়া দাসকেও সংবর্ধনা জ্ঞাপন করে শুভেচ্ছা জানানো হয়।

প্রসেনজিৎ দত্ত ফিডে মাস্টার টাইটেল পাওয়ার দীর্ঘ দিন পর আর্শিয়া দাস ডব্লিউ সিএম টাইটেল উপাধি লাভ করে। এছাড়াও এবছর আরাধ্যা দাস জাতীয় স্কুল দাবায় দুর্দান্ত প্রদর্শন করে তৃতীয় হওয়ার শুভেচ্ছা জানানো হয়। ত্রিপুরা রাজ্য দাবা সংস্থার সভাপতি প্রশান্ত কুন্ডু সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানান এবং এক বিবৃতিতে এ খবর ব্যক্ত করেন।

## শীর্ষে মুম্বাই : দ্বিতীয় জয়ের লক্ষ্যে ত্রিপুরা আগামীকাল গোয়ার মুখোমুখি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ নভেম্বর।। ত্রিপুরা দলের আজ খেলা ছিল না। পরবর্তী ম্যাচ ৭ নভেম্বর গোয়ার বিরুদ্ধে। এই ম্যাচে অবশ্য জয়ের সম্ভাবনা রয়েছে ত্রিপুরার। গ্রুপের অন্য ছটি দলের তিনটি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছে আজ। পুরুষদের অনূর্ধ ২৩ স্টেট এ ট্রফি এক দিবসীয় ক্রিকেটে গ্রুপ লীগে এ পর্যন্ত ১৫টি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছে। অপরাজয়ের ধারা অক্ষুণ রেখে মুম্বাই সর্বাধিক ষোল পয়েন্ট পেয়ে গ্রুপ শীর্ষে রয়েছে। দ্বিতীয় শীর্ষে উড়িষ্যা ৫ ম্যাচের তিনটিতে জয়ী হয়ে ১২ পয়েন্ট পেয়ে। সম সংখ্যক ম্যাচে সমপরিমাণ পয়েন্ট পেলেও রান রেট এর নিরিখে ছত্তিশগড় রয়েছে তৃতীয় শীর্ষে। এদিকে আজ, রবিবারের খেলায় মুম্বাই ১১০ রানের ব্যবধানে গুজরাট কে পরাজিত করেছে। মুম্বাই ৬ উইকেটে ৩০৫ রান সংগ্রহ করলে জবাবে গুজরাট ১৫৫ রান সংগ্রহ করতেই নির্ধারিত ৫০ ওভার ফুরিয়ে যায়। অপর ম্যাচে উড়িষ্যা চার উইকেটের ব্যবধানে ছত্তিশগড় কে হারিয়েছে। প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ছত্তিশগড় ১৬৪ রান সংগ্রহ করলে জবাবে উড়িষ্যা ৮ বল বাকি থাকতে ছয় উইকেট হারিয়ে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছায়। অপর খেলায় মনিপুর প্রথম জয়ের স্বাদ পেয়েছে গোয়াকে হারিয়ে চার উইকেট এর ব্যবধানে। প্রথমে ব্যাট করতে নেমে গোয়া ৭৫ রানের টার্গেট রাখলে মনিপুর ২৮.৪ ওভার খেলে ছয় উইকেট হারিয়ে জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়।

*অনূর্ধ ২৩ পুরুষদের জাতীয় ক্রিকেট : ই-গ্রুপ*

| দল | ম্যা: | জ: | প: | নো: | গড় | প: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| মুম্বাই | ৪ | ৪ | ০ | ০ | ২.৫৩৪ | ১৬ |
| ওড়িশা | ৫ | ৩ | ২ | ০ | ০.০২০ | ১২ |
| ছত্তিশগড় | ৫ | ৩ | ২ | ০ | ০.৯৩৮ | ১২ |
| গুজরাট | ৪ | ২ | ২ | ০ | -০.০১১ | ৮ |
| ত্রিপুরা | ৪ | ১ | ৩ | ০ | -০.৯৯৫ | ৪ |
| মনিপুর | ৪ | ১ | ৩ | ০ | -১.১৪২ | ৪ |
| গোয়া | ৪ | ১ | ৩ | ০ | -১.৩৫৮ | ৪ |

## কোচবিহার ট্রফি : রাজ্য দল গঠনের লক্ষ্যে প্রস্তুতি ম্যাচ চলছে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ নভেম্বর।। সাফল্য দুর অস্ত। প্রস্তুতির কোন ঘাটতি নেই। আর থাকবেই বা কেন? বিত্তশালী সংগঠন থেকে আর যাই হোক খেলোয়ারদের প্রস্তুত করে দিতে কোনরকম কার্পণ্য কেউ করছেন না।কোচবিহার ট্রফির জন্য আসন্ন অনূর্ধ ১৯ জাতীয় ক্রিকেটে অংশ নিতে ত্রিপুরা দলের প্রস্তুতি এবং সিলেকশন ট্রায়াল জোরকদমে চলছে। ইতোমধ্যে বাছাইকৃত ৪০ জনকে শিবিরে ডেকে আজ রবিবার থেকে জোর কদমে প্রস্তুতি ম্যাচের মধ্য দিয়ে চূড়ান্ত বাছাইয়ে নির্বাচকরা নজর রাখছেন। সম্ভাব্য ক্রিকেটারদের দুটো দলে অরেঞ্জ এবং গ্রীন নামে বিভক্ত করে এমবিবি স্টেডিয়ামে আজ থেকে প্রস্তুতি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সকাল ৯ টা নাগাদ ম্যাচ শুরুতে টস জিতে অরেঞ্জ টিম প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নেয়। ৭৩.৪ ওভার খেলে সব কটি উইকেট হারিয়ে ২৩২ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে ওপেনার দীপঙ্কর ভাটনগর এর ৫৬ রান, প্রীতম দাসের ৩৮ রান, আয়ুস অনিল দেবনাথ এর ৪৮ রান, সম্রাট বিশ্বাসের ৩৬ রান উল্লেখযোগ্য। দীপঙ্কর ৫৬ রান পেয়েছে ১১৩ বল খেলে ১১ টি বাউন্ডারি হাঁকিয়ে। বোলিংয়ে বিশাল সিনহা ১৫ রানে তিনটি উইকেট পেয়েছে। এছাড়া, প্রণবিন্দু সাহা ও রোহন বিশ্বাস দুটি করে এবং আয়ুস আলম ও রাকেশ রুদ্র পাল একটি করে উইকেট পেয়েছে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে টিসিএ গ্রিন টিম দিনের খেলা শেষ হওয়া পর্যন্ত সময়ে ১৫ ওভার ব্যাটিংয়ের সুযোগ পায়। ইতোমধ্যে ২ উইকেট হারিয়ে ৪৯ রান সংগ্রহ করেছে। দ্বীপজয় দেব কুড়ি রানে অপরাজিত রয়েছে। তবে অভিজিৎ চক্রবর্তী প্যাভলিয়নে ফিরেছে ১৮ রানে। নাইট ওয়াচম্যান হিসেবে রয়েছে অর্ক জিৎ পাল। বোলিংয়ে আজহারউদ্দিন আহমেদ ও অভিক পাল একটি করে উইকেট পেয়েছে। গ্রিন টিমের অন্য ব্যাটসম্যানরা আগামীকাল তাদের পারফরম্যান্স দেখাবে। বোলারও চাইছে নিজেদের পারফরম্যান্স ভালো করে আসন্ন দলে স্থান করে নিতে।

## অনূর্ধ-১৯ মহিলা টি-২০ : মনিপুরকে হারিয়ে ১ম জয়ের স্বাদ পেলো ত্রিপুরা

ত্রিপুরা-৯৫(১৯.৫) অরুনাচল প্র:-৭১(১৭.২)

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ নভেম্বর।। তৃতীয় ম্যাচে এসে জয়ের মুখ দেখলো ত্রিপুরা। পরাজিত করলো গ্রুপের সবথেকে দুর্বল প্রতিপক্ষ অরুনাচল প্রদেশকে। অনূর্ধ-১৯ জাতীয় মহিলা টি-২০ ক্রিকেটে। রাঁচির ঝাড়খন্ড ক্রিকেট আকাদেমি মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে ত্রিপুরা ২৪ রানে পরাজিত করলো অরুনাচল প্রদেশকে। ত্রিপুরার গড়া ৯৫ রানের জবাবে অরুনাচল প্রদেশ ৭১ রান করতে সক্ষম হয়। ত্রিপুরার পায়েল নম: প্রথমে ব্যাট হাতে ঝড়ো ২৮ রান করার পর বল হাতে ২ উইকেট পেয়েছেন। রবিবার সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট নিয়ে ত্রিপুরা ৯৫ রান করে ১৯.৫ ওভারে সবকটি উইকেট হারিয়ে। দুই ওপেনার রেশ্মি নোয়াতিয়া এবং দলনায়িকা রূপালী দাস শুরুটা ভালো করলেও মিডল অর্ডার ব্যাটসম্যানদের ব্যর্থতায় বড় স্কোর গড়তে ব্যর্থ হয়েছে ত্রিপুরা। রেশ্মি ২৮ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৭ এবং রূপালী ১৯ বল খেল এ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৫ রান করেন। শেষ দিকে পায়েল নম: ১৯ বল খেলে ৫ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৮ রান করেন। এছাড়া প্রীয়া সরকার ১১ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১১ রান করেন। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ১৪ রান। অরুনাচলের পক্ষে রুচি ১৬ রানে, শিল্পী সিং ১৬ রানে এবং নিধি ১৭ রানে ২ টি উইকেট পেয়েছেন। জবাবে খেলতে নেমে ত্রিপুরার বোলারদের আটোসাটো বোলিংয়ে অরুনাচল ৭১ রান করতে সক্ষম হয়। দলের পক্ষে দলনায়িকা তাকাম রিনিও ৩৭ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২১ এবং কনিকা ২৪ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১১ রান করেন। ত্রিপুরার পক্ষে তানিয়া দেব ১৩ রানে, রেশ্মি নোয়াতিয়া ১৪ রানে এবং পায়েল নম: ২১ রানে ২ টি উইকেট দখল করেছেন। গ্রুপের অপর খেলায় উত্তরপ্রদেশ দুই রানের ব্যবধানে তামিলনাড়ুকে এবং হরিয়ানা ৭ উইকেট এর ব্যবধানে হায়দ্রাবাদ কে পরাজিত করেছে।

*অনূর্ধ ১৯ মহিলা জাতীয় টি-২০ : ই-গ্রুপ*

| দল | ম্যা: | জ: | প: | নো: | গড় | প: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| হরিয়ানা | ৩ | ৩ | ০ | ০ | ২.৪৭৭ | ১২ |
| উ: প্রদেশ | ৩ | ২ | ১ | ০ | ০.৮৮১ | ৮ |
| তামিলনাড়ু | ৩ | ২ | ১ | ০ | ২.০৯৪ | ৮ |
| হায়দ্রাবাদ | ৩ | ১ | ২ | ০ | -০.০৯২ | ৪ |
| ত্রিপুরা | ৩ | ১ | ২ | ০ | -১.৩০৯ | ৪ |
| অরুণাচল | ৩ | ০ | ৩ | ০ | -৩.৯৬৯ | ০ |

## ম্যাট্রিক্সের রেটিং দাবায় চ্যাম্পিয়নের দোরগোড়ায় কিষান, সৌরদীপ, ইফতিকার

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ নভেম্বর।। চ্যাম্পিয়নের দোরগোড়ায় কিষান কুমার, সৌরদীপ দেব এবং ইফতিকার আলম মজুমদার। তবে কে চ্যাম্পিয়ন হবে এবং বিশাল পরিমাণ প্রাইজমানি পাবে তা নির্ভর করছে আগামীকাল দুইটি পৃথক পৃথক বোর্ডে দুইটি ম্যাচের ফলাফলের উপর। মেট্রিক্স চেস একাডেমি আয়োজিত আন্তর্জাতিক রেটিং দাবা প্রতিযোগিতার অন্তিম দিনে অন্তিম রাউন্ডের খেলা আগামীকাল অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ১লা নভেম্বর থেকে শুরু হয়ে আজ রবিবার পাঁচ দিন পর্যন্ত নয় রাউন্ডের খেলা শেষে কিষাণ কুমার, সৌরদীপ দেব ও ইফতিকার আলম মজুমদার সমপরিমাণ সাড়ে সাত পয়েন্ট পেয়ে যৌথভাবে শীর্ষ পর্যায়ে অবস্থান করলেও ভোকলসে কিষান, সৌরদীপ ও ইফতিকার যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শীর্ষে রয়েছে। ত্রিপুরার বিস্ময় বালিকা আর্শিয়া দাস রয়েছে পঞ্চম স্থানে। তার আগে চতুর্থ স্থানে রয়েছে ঐশিক মন্ডল। স্থানীয় এনএসআরসিসি-তে আয়োজিত এই রেটিং দাবা প্রতিযোগিতায় ১২০ জন অংশগ্রহণ করেছে। আগামীকাল দশম তথা অন্তিম রাউন্ডে প্রথম বোর্ডে আসামের ইফতিকার আলম মজুমদার খেলবে পশ্চিমবঙ্গের সৌরদীপ দেবের বিরুদ্ধে। দ্বিতীয় বোর্ডে কিশান কুমার খেলবে ত্রিপুরার বিস্ময় বালিকা আর্শিয়া দাসের বিরুদ্ধে। তৃতীয় বোর্ডে পশ্চিমবঙ্গের ঐশিক মন্ডল খেলবে ত্রিপুরার দেবাঙ্কুর ব্যানার্জির বিরুদ্ধে। আগামীকাল প্রতিযোগিতা শেষে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে বিজয়ীদের সুদৃশ্য ট্রফি ও প্রাইস মানি প্রদান করা হবে।

## নেশা মুক্ত ভারতের জন্য খেলো ত্রিপুরা কর্মসূচিতে ভলিবলে সেরা পশ্চিম জেলা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ নভেম্বর।। পশ্চিম জেলা দলের জয়জয়কার। দুদিন ব্যাপী রাজ্য স্তরীয় পুরুষ ও মহিলা উভয় বিভাগের ভলিবল টুর্নামেন্টে পশ্চিম জেলা দল চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। পুরুষ বিভাগে পশ্চিম জেলার জিরানিয়া টিম চ্যাম্পিয়ন শিরোপা পেয়েছে। রানার্স ট্রফি পেয়েছে ধলাই জেলার কমলপুর টিম। মহিলা বিভাগে পশ্চিম জেলা দল ও উত্তর জেলা দল যথাক্রমে চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স খেতাব পেয়েছে। ত্রিপুরা সরকারের যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তর এবং স্বানীতি ইনিসিয়েটিভ (এনজিও) এর সহযোগিতায় গত জুলাই মাসে 'নেশা মুক্ত ভারতের জন্য খেলো ত্রিপুরা' কর্মসূচির উদ্বোধন হয়েছিল। ত্রিপুরার আটটি জেলা জুড়ে খেলোয়াড়দের নির্দেশনা ও পরামর্শ দেওয়া হচ্ছিল। যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তর এবং স্বানীতি উদ্যোগের যৌথ প্রয়াসে ১৩ অক্টোবর রাজ্য স্তরীয় ভলিবল টুর্নামেন্টের সূচনার মাধ্যমে এই কর্মসূচির অধীনে অর্জিত অগ্রগতি সামনে আনা হয়েছে। টুর্নামেন্টটি নিজ নিজ ব্লকের পর, আন্ত ব্লক স্তরের ম্যাচ এবং পরে জেল স্তরে বিস্তৃতি পায়। পরবর্তী সময়ে আগরতলায় আন্ত:জেলা ম্যাচ সেমিফাইনাল ও ফাইনাল ম্যাচের মধ্য দিয়ে আজ সম্পন্ন হয়েছে এই টুর্নামেন্ট। প্রতিযোগিতা শেষে উমাকান্ত একাডেমির প্রাঙ্গনে ভলিবল কোর্টেই এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে পশ্চিম জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর ড় বিশাল কুমার এবং যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের অধিকর্তা সত্যব্রত নাথ, স্বানীতি ইনিশিয়েটিভের মুখ্য কর্মকর্তা শ্রীমতি উমা ভট্টাচার্য প্রমূখ উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য, দু দিনব্যাপী রাজ্য স্তরীয় প্রতিযোগিতা ঘিরে সারা রাজ্য থেকে প্রায় দেড়শতাধিক ভলিবল খেলোয়াড়ের অংশগ্রহণে বেশ উৎসাহ ও উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়েছে। আগামী দিনেও এই স্বানীতি ইনিশিয়েটিভ রাজ্য ক্রীড়ার মান উন্নয়ন ও প্রসারের লক্ষ্যে সুদূরপ্রসারী চিন্তা করবে বলে অনুমেয়।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়

রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

রবিবার আগরতলা বেনুবন বিহারে পালিত হয় কঠিন চিবর দান উৎসব। ছবি- নিজস্ব।

## ছামনুতে পালিত কঠিন চীবর দানোৎসব

**নিজস্ব প্রতিনিধি, মনুঘাট, ৫ নভেম্বর।।** প্রতিবছরের ন্যায় এবছরেও পালিত হয়েছে কঠিন চীবর দানোৎসব।

ছামনু অজন্তা বৌদ্ধ বিহারেও কঠিন চীবর দানোৎসব পালিত হয়েছে। এবার ৮০তম এই দানোৎসব। এর অঙ্গ হিসাবে শনিবার সকাল থেকে শুরু হয়েছে অনুষ্ঠান। শনিবার ভোর ছয়টা থেকে শুরু হয় মনু নদী থেকে জল নিয়ে বুদ্ধিবৃক্ষের নীচে জল ঢালা বা বুদ্ধিস্নান। সন্ধ্যায় প্রদীপ হাতে নিয়ে কীর্তন সহকারে নগর পরিক্রমা। রবিবার সকাল দশটা থেকে ভিক্ষু সংঘের আপ্যায়ন। এবং সাড়ে দশটা থেকে সংঙ্গদান ও অষ্টপরিস্কার দান অনুষ্টান।এর পর দুপুর এক টা থেকে শুরু হয় কঠিন চীবর দানোৎসব এর জন্য পুরোহিত নিয়ে নগর পরিক্রমা দুইটা থেকে শুরু হয় দান অনুষ্টান। শুরু তেই ভিক্ষু সঙ্গ কে মনে আপ্যায়ন।এর পর গৃহী বা দায়ক কতৃক পনশীল প্রদানের প্রার্থনা।পুর্নজোতি মহাথের (বিহার অধ্যক্ষ)কে সভাপতি করে সভার কাজ।পনশীল প্রদানের পর ভিক্ষু সংঘের দায়কদের উদ্দেশ্য এ মঙ্গলসূত্র

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

## ধর্মনগরে বাড়ছে চুরি, থানার উপর আস্থা হারাচ্ছে সাধারণ মানুষ

**নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৫ নভেম্বর।।** পুলিশের উপর ক্রমশ আস্থা হারাচ্ছেন সাধারন মানুষ। এমনই ইঙ্গিত মিলছে। ধর্মনগর থানার উপর আস্থা হারিয়ে রবিবার কামেশ্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের সাধারণ মানুষ এক সভা করে তাদের পুলিশ প্রশাসনের উপর ক্ষোভ ব্যক্ত করল। রবিবার ধর্মনগর থানাধীন কামেশ্বর গ্রাম পঞ্চায়েতে সাধারণ মানুষ চোরের যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ হয়ে অবশেষে নিজেদের মধ্যে এক সভায় বসে। এই সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে এলাকার চোর নীলকান্ত মালাকার এবং তার ঘনিষ্ঠ বহি রাজ্য থেকে আসা সুবল শুক্ল বৈদ্যকে তারা কামেশ্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের পাশাপাশি ত্রিপুরা রাজ্য ছাড়া করবে। এতে পুলিশ প্রশাসনের সাহায্য কামনা করেছেন তারা।

ঘটনার বিবরণে গ্রামবাসীরা জানান, শেষ তিন চার মাস যাবত চোরের যন্ত্রণায় কামেশ্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের গ্রামবাসীরা জর্জরিত। বারে বারে গ্রামবাসীদের পক্ষ থেকে চুরির অভিযোগ ধর্মনগর থানাকে জানানো হয়েছে। কিন্তু থানার ভূমিকায় আশাহত হয় গ্রামবাসীরা। শুধু তাই নয় বার কয়েক এই এলাকায় চুরির ঘটনা ঘটনায় এলাকার জনগণ দুইজনকে আটক করে পুলিশের হতে তুলে দিলেও পুলিশ কোনো ব্যবস্থা গ্রহন করেনি বলে অভিযোগ স্থানীয়দের। ঘটনায় কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তাদের ফের ছেড়ে দেওয়া হয় বলে জানিয়েছে পুলিশ। তাই গ্রামের সাধারন মানুষের নিরাপত্তা প্রদানে পুলিশ সদর্থক ভূমিকা গ্রহন করুক দাবি এলাকাবাসীর।

## লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে ঊনকোটি জেলায় সংগঠনকে চাঙ্গা করছে বিজেপি

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ৫ নভেম্বর।।** ঊনকোটি জেলায় সংগঠনকে চাঙ্গা করতে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে শাসকদল বিজেপি। এর অঙ্গ হিসেবে বিজেপি জেলা কার্যালয় ভবনে কৈলাশহর সংখ্যালঘু মোর্চার মন্ডল কমিটি পুনর্গঠন করা হয়েছে।

আজ দুপুর বেলা কৈলাশহর বিজেপি জেলা কার্যালয় ভবনে কৈলাশহর বিজেপি সংখ্যালঘু মোর্চার মণ্ডল কমিটি পুনর্গঠন করা হয়। মূলত ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখেই আজ কৈলাশহর বিজেপি মন্ডলের সংখ্যালঘু মোর্চার মণ্ডল কমিটি পুনর্গঠন করা হয়েছে। উক্ত মণ্ডল কমিটিতে আশরাফু জামান রফি- কে বিজেপি সংখ্যালঘু মোর্চার মন্ডল সভাপতি হিসেবে নিযুক্ত করা হয়।

নজরুল ইসলাম গনি বিজেপি সংখ্যালঘু মোর্চার মন্ডলের সহ-সভাপতি হিসেবে নিযুক্ত করা হয় আরিফ আলি সহ-সভাপতি হিসেবে নিযুক্ত করা হয় মোহাম্মদ রুপ মিয়া কৈলাশহর বিজেপি মন্ডলের সংখ্যালঘু মোর্চার সাধারণ সম্পাদক হিসেবে নিযুক্তি করা হয়। মইজুল আলী, কুদ্দুস আলী, বাসিদ আলী, মমতা বেগম এরা কৈলাসহর বিজেপি মন্ডলের সংখ্যালঘু মোর্চার সম্পাদক হিসাবে নিযুক্তি করা হয়।

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

### রোগীর শরীরে মেয়াদোত্তীর্ণ সেলাইন

# তদন্তের নির্দেশ, গাফিলতি প্রমাণ হলে শাস্তি ঃ মেডিক্যাল সুপার

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ৫ নভেম্বর।।** স্বাস্থ্য কর্মীর খামখেয়ালিপনা এবং অবহেলার কারণের জন্য গোটা ঊনকোটি জেলা হাসপাতালের স্বাস্থ্য পরিষেবা তলানিতে যাচ্ছে। একইসাথে একের পর এক অবাঞ্ছিত এবং অবিশ্বাস্য ঘটনা কৈলাসহরের ঊনকোটি জেলা হাসপাতালে ঘটে যাচ্ছে। এইসব অবাঞ্ছিত ঘটনার জন্য কৈলাসহরের সরকারি ঊনকোটি জেলা হাসপাতালের উপর সাধারণ মানুষের বিশ্বাস কমে যাচ্ছে।

এ ব্যাপারে ঊনকোটি জেলা হাসপাতালের মেডিকেল সুপারিন্টেন্ডেন্ট ড: পূর্ণক্রীত দেববর্মার সাথে যোগাযোগ করলে উনি জানান যে, এই ঘটনার ব্যাপারে লিখিতভাবে কোনো ধরনের অভিযোগ না পেলেও সামাজিক মাধ্যমে এই ঘটনাটি শোনে ইতিমধ্যেই উনি সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্য কর্মীদের এলার্ট করে দেন এবং তদন্তেরও নির্দেশ দেন। তদন্তে গাফিলতি প্রমান হলে উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করা হবে বলেও মেডিকেল সুপারিন্টেন্ডেন্ট জানান। তবে উনি এও জানান যে, মেয়াদোত্তীর্ণ সেলাইনটির একত্রিশ অক্টোবর অব্দি মেয়াদ ছিলো। মাত্র দুই দিন বেশি হয়েছে। যদিও মেয়াদোত্তীর্ণ হবার পরও এক মাস সময় অব্দি ব্যবহার করা যায় এবং তাতে কোনো ধরনের অসুবিধা হয় না বলেও জানিয়েছেন তিনি। তবে হাসপাতাল সূত্রে জানা যায় যে, জেলা হাসপাতালের সিনিয়র নার্স পাপড়ি সরকার মেয়াদোত্তীর্ণ সেলাইন রোগীর শরীরে লাগিয়ে দিয়েছিলেন। ঘটনায় গোটা মহকুমায় তীব্র চাঞ্চল্য বিরাজ করছে।

অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি যে, জেলা হাসপাতালের এক কর্তব্যরত নার্স মেয়াদোত্তীর্ণ সেলাইন জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকা এক রোগীকে দিয়ে দেয়। শুধু তাই নয়, বোতল ভর্তি সেলাইন রোগীর শরীরে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই ঘটনা সামাজিক মাধ্যমে চাউর হতেই গোটা কৈলাসহর মহকুমা জুড়ে তীব্র উত্তেজনা বিরাজ করছে।

উল্লেখ্য, কৈলাসহর শহরের কাজিরগাঁও এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা সঞ্জয় পাল পেশায় গৃহশিক্ষক। সঞ্জয় পাল উনার ৬৫বছরের মা লক্ষীরানী পালকে হার্নিয়া অপারেশনের জন্য গত পয়লা নভেম্বর কৈলাসহরের ভগবান নগর এলাকায় অবস্থিত ঊনকোটি জেলা হাসপাতালে ভর্তি করিয়েছিলেন। পরের দিন দুসরা নভেম্বর জেলা হাসপাতালের চিকিৎসক লক্ষীরানী পালের হার্নিয়া অপারেশন করান এবং চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী লক্ষীরানী পাল জেলা হাসপাতালের চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে আগামী আরও তিন দিন থাকবেন বলে জানা যায়। সঞ্জয় পাল জানান যে, দুসরা নভেম্বর অপারেশনের পর সারা দিন-রাত উনার মাকে সেলাইন দেওয়া হয়েছিলো। অনুরূপ ভাবে তেসরা নভেম্বর সারা দিন সেলাইন চলছিলো। তেসরা নভেম্বর বাঁধে বিপত্তি। তেসরা নভেম্বর শুক্রবার বিকেল তিনটা নাগাদ দেখতে পান উনার মার শরীরে যে সেলাইনটি চলছে সেই সেলাইনটি প্রায় শেষের পথে। সাথে সাথে হঠাৎ সঞ্জয় বাবু দেখতে পান সেলাইনের মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে। এটা দেখে সাথে সাথেই কর্তব্যরত স্বাস্থ্য কর্মীদের জানানো পর স্বাস্থ্য কর্মীরা এসে সেলাইন পাল্টে দিয়ে মেয়াদোত্তীর্ণ সেলাইনের বোতল নিয়ে যাবার সময় সঞ্জয় বাবু মেয়াদোত্তীর্ণ সেলাইনের বোতলটি নিতে দেন নি এবং বোতলটি নিজের হেফাজতে রেখে দেন। সঞ্জয় বাবু নিজে উনার ফেইসবুক পেইজ থেকে বিষয়টি লাইভ করেন। ফেইসবুকের এই লাইভ দেখে চৌঠা নভেম্বর শনিবার কৈলাসহরের স্থানীয় সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিরা সঞ্জয় বাবুর সাথে দেখা করলে উনি সমস্ত ঘটনা বিস্তৃতভাবে জানান এবং এই ঘটনার সঠিক তদন্ত ও এই ঘটনার সাথে যুক্ত স্বাস্থ্য কর্মীদের উপযুক্ত শাস্তির দাবী করেন রাজ্যের স্বাস্থ্য মন্ত্রীর নিকট। তাছাড়াও সঞ্জয় বাবু স্বাস্থ্য মন্ত্রীর কাছে ঊনকোটি জেলার স্বাস্থ্য পরিসেবার উন্নতিকরনেরও দাবি জানান।

## আগরতলা পাবলিক স্কুলে ‘শুভেচ্ছা বিনিময় অনুষ্ঠান’ অনুষ্ঠিত

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ নভেম্বর।।** আগরতলা পাবলিক স্কুল, ইংলিশ মিডিয়ামে রবিবার এক শুভেচ্ছা বিনিময় অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। চন্দ্রপুরের বলদাখাল স্থিত স্কুল প্রাঙ্গণে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে এদিন উপস্থিত ছিলেন পুরাতন আগরতলা আরডি ব্লকের চেয়ারম্যান বিশ্বজিৎ শীল, বিশিষ্ট সমাজসেবক অমিত নন্দী, জেলা পরিষদ সদস্য বিশ্বজিৎ দাস, অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক তাপস চক্রবর্তী ও বিদ্যালয়ের সচিব অরুণ নাথ সহ অন্যান্যরা।

শুরুতে, আগরতলা পাবলিক স্কুলের শিক্ষার্থীরা সংগীত শিক্ষক মোনালিসা বণিকের সাথে স্বাগত অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন এবং তারপরে অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক তাপস চক্রবর্তী ছাত্র ছাত্রীদের বিভিন্ন সামাজিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন।

একে একে অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রত্যেকেই বক্তব্য রেখেছেন এদিন। আগরতলা পাবলিক স্কুলের প্রশংসা করেছেন উপস্থিত অতিথিরা। সব মিলিয়ে এক সুন্দর অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সম্পন্ন হয়েছে এদিন আগরতলা পাবলিক স্কুল ইংলিশ মিডিয়ামের শুভেচ্ছা বিনিময় অনুষ্ঠান।

## দরিদ্র পরিবারের পাশে দাঁড়ালো কন্ট্রাকটার এসোসিয়েশান

**নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ৫ নভেম্বর।।** শান্তির বাজার কন্ট্রাকটার এসোসিয়েশান সর্বদা নানান সামাজিক কর্মসূচি করে থাকেন।

এরইমধ্যে শান্তির বাজারে প্রয়াত বিশিষ্ট সমাজসেবী বিশ্বজিৎ কর্মকারের পরিবারের পাশে দারালেন কনট্রাকটার এসোসিয়েশান এর সদস্যরা। বিশ্বজিৎ কর্মকার শান্তির বাজারের একজন বিশিষ্ট সমাজসেবী ছিলেন। তিনি অল্পবয়সে কেন্সারে আক্রান্তহয়ে পরলোকগমন করেন। তিনি ছোট্ট একটি দোকানের মাধ্যমে পরিবারের লোকজনদের পালন করতেন। বর্তমান সময়ে পরিবারের হালধরতে উনার সহধর্মীনি এই দোকানটা চালাচ্ছেন। উনার একটি কন্যা সন্তান রয়েছে। এই অবস্থায় অসহায় পরিবারের পাশে দারালো শান্তির বাজার কন্ট্রাকটার এসোসিয়েশান এর সদস্যরা। উনারা নগদ ২৫ হাজার টাকা অসহায় পরিবারের হাতে তুলেদিলো। কনট্রাকটার এসোসিয়েশান এর কাছথেকে এইধরনের সাহায্যপেয়ে খুবইখুশি পরিবারের লোকজনেরা। শান্তির বাজার কন্ট্রাকটার এসোসিয়েশান এর এই ধরনের উদ্দ্যোকে সকলে সাধুবাদ জানিয়েছেন।

## দৈনালী শারদ সংখ্যার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন

**নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ৫ নভেম্বর।।** বিলোনিয়া কলেজ স্কোয়ার অগ্নিবীনা কমিউনিটি হলে আজ সাড়ে বারোটায় দৈনালী ৪র্থ শারদ সংখ্যার মলাট উন্মোচনের অনুষ্ঠান, দৈনালী সাহিত্য পত্রিকার আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সাংবাদিক ও লেখক জ্যোতিময় রায়, পশ্চিম বাংলা থেকে আগত লেখক ও সাংবাদিক আব্দুল করিম, এছাড়া উপস্থিত ছিলেন বিলোনিয়া পুরপরিষদের চেয়ারম্যান নিখিল চন্দ্র গোপ,ডাঃ জগদীশ চন্দ্র নমঃ সহ অন্যান্য বিশিষ্ট অতিথিগণ। নৃত্য , সঙ্গীত , ও গুণীজন সম্মাননা সহ সাহিত্য সমারোহের মধ্য দিয়ে হয় এই দিনের দৈনালী শারদ সংখ্যার মলাট উন্মোচনের অনুষ্ঠান, বাঙালি সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদিকা মিঠু মল্লিক বৈদ্য স্বাগত ভাষণ রাখেন , এছাড়া অনুষ্ঠানে আলোচনা রাখতে গিয়ে উপস্থিত অতিথিরা বলেন নব প্রজন্ম কে সাহিত্য চর্চার প্রতি আকৃষ্ট করে তোলার এই প্রয়াশ তার জন্য উদ্যোক্তাদের সাধুবাদ জানান।

## জাতীয় আয়ুর্বেদিক দিবসকে সামনে রেখে “রান ফর আয়ুর্বেদা” র‍্যালি

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ নভেম্বর।।** রাজ্য আয়ুস মিশনের উদ্যোগে আগামী ১০ই নভেম্বর জাতীয় আয়ুর্বেদিক দিবস পালিত হবে। এরই অঙ্গ হিসেবে আজকের এই রান ফর আয়ুর্বেদা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই রেলিতে আয়ুশ মিশনের সদস্য, আয়ুর্বেদের বিভিন্ন বিশিষ্ট ডাক্তার , কর্মীরা অংশ গ্রহন করেছেন বলে জানিয়েছেন তিনি। পাশাপাশি তিনি আরো বলেন এবছরের আয়ুর্বেদ দিবসের ভাবনা হচ্ছে ‘আয়ুর্বেদা ফর অল’। বিশেষ করে ছাত্রছাত্রী ও কৃষকদের কাছে আয়ুর্বেদকে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন তিনি।

তার কথায়, বর্তমান সময়ে কৃষকরা জমিতে যে কীটনাশক ব্যবহার করছে সেটা যদি আয়ুর্বেদিকভাবে করা যায়, এবং আয়ুর্বেদিক উপায়ে নতুন প্রজন্ম যদি নিজেদের সুস্থ রাখার পথ খুঁজে বার করে তবে অনেকটাই তা উপকার হবে সমাজের। তিনি প্রাচীনকালের উদাহরন দিয়ে বলেন , বর্তমানে মানুষ সবকিছুতেই এলোপ্যাথিক ওষুধ ব্যবহার করে। তবে তার পাশাপাশি আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা পদ্ধতিও অবলম্বন করা প্রয়োজন। কারণ প্রাচীনকালে মানুষ রোগভোগে অনেকটাই কম জর্জরিত ছিলেন বর্তমান সময়ের তুলনায়। তখন চিকিৎসা পদ্ধতি আয়ুর্বেদিকই ছিল। তাই মানুষের মধ্যে আয়ুর্বেদ চিকিৎসা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধিতেই এই উদ্যোগ বলে জানিয়েছেন মিশন ডাইরেক্টর ডি কে চাকমা।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।